JADAVPUR UNIVERSITY
LIBRARY
Class No ৮৯১·৪৪-৩১১·৪ "১৮"
Book No রহস্য
জা.জে.(OR)

পঞ্চদশ বর্ষ [ ফাল্গুন, ১৩৩৪ ] একাদশ উপন্যাস

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়-সম্পাদিত

'রহস্য-লহরী'

উপন্যাস-মালার

১২২ নং উপন্যাস—

# ডাক্তারের জেলখানা

[ প্রথম সংস্করণ ]

১৪৪ (৩৮)

LIBRARY ★ JADAVPUR UNIVERSITY ★

২-এ, অক্রূর দত্ত লেন, কলিকাতা,
'রহস্য-লহরী বৈদ্যুতিক মেসিন-প্রেসে'
শ্রীদিব্যেন্দ্রকুমার রায়-কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

'রহস্য-লহরী' কার্য্যালয়—
মেহেরপুর, জেলা নদীয়া।

রাজ-সংস্করণ পাঁচ শিকা,—সুলভ সাধারণ, বার আনা।

৮৯১.৪৪-৩৯২.৪"১৮৪
কুমহ
এ.জি. OR

JADAVPUR UNIVERSITY
Acc. No. GN 36079
Date 18.11.05
LIBRARY KOLKATA-32

রহস্য-লহরীর ১২৩নং উপন্যাস

# কুহকিনী রঙ্গিণী

রঙ্গিণী লোলা ডি গাইসের নূতন অভিযানের

কৌতুকাবহ কাহিনী—

এই সঙ্গে প্রকাশিত হইল

---

শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

কৌতুকাবহ উপন্যাস

# পিশাচ পুরোহিত

এরূপ অদ্ভূত, বৈচিত্র্যময়, দুর্ব্বোধ্য রহস্যপূর্ণ উপন্যাস বঙ্গ সাহিত্যে এই প্রথম। ইউরোপীয়েরা মিসরের বহুপ্রাচীন রাজগণের সমাধি-স্তূপ খনন করিয়া কত লুপ্ত কীর্ত্তি আবিষ্কার করিতেছেন। যুগান্তর পূর্ব্বের মনিষীগণের সমাধি-উৎখাতের ফল কিরূপ ভীষণ, এবং সমগ্র ইউরোপের অধিবাসীগণকে সে জন্য কিরূপে দণ্ডিত লাঞ্ছিত ও বিপন্ন হইতে হইয়াছিল—তাহার লোমহর্ষণ কাহিনী এই উপন্যাসে বর্ণিত হইয়াছে। বহুশতাব্দী পূর্ব্বের কোন রাজ-পুরোহিতের প্রেতাত্মা নরদেহ ধারণ করিয়া এক জন প্রতিভাবান্ বাঙ্গালী চিত্রকরকে কোন সুন্দরী নারীর প্রেমে মুগ্ধ করিয়াছিল; পরে সে তাহাকে সম্মোহন-শক্তি দ্বারা মোহাচ্ছন্ন করিয়া, তাহার সাহায্যে কি ভাবে ইউরোপীয় জাতি সমূহের সর্ব্বনাশ করিয়াছিল, তাহার পৈশাচিকতা ও ক্রূরতা কিরূপ লোমাঞ্চকর এবং কল্পনাতীত নূতন, তাহা পাঠে সকলেই স্তম্ভিত হইবেন। আর্য্য ঋষিগণ যুগযুগান্ত পূর্ব্বে যে সম্মোহন শক্তি দ্বারা অসাধ্যসাধন করিতেন, বিজ্ঞানালোকিত আধুনিক যুগেও পিশাচ পুরোহিতের বহু অলৌকিক কার্য্যে তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যাইবে। সুবৃহৎ উপন্যাস, ছাপা কাগজ উৎকৃষ্ট; রেশমী বাঁধাই রজত-খচিত। মূল্য দেড় টাকা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

# পল্লী-চিত্র

বঙ্গপল্লীর উৎসবানন্দের নিখুঁত চিত্র। বঙ্গদেশের পল্লীবাসী নর-নারীবর্গের সুখ দুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষা, এবং উৎসবানন্দের এরূপ মনোমুগ্ধকর, চিত্তাকর্ষক চিত্র বঙ্গ-সাহিত্যে এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় পল্লী-চিত্রের প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—ইহা তাঁহার হৃদয়ে শান্তি ও আনন্দ বহন করিয়া আনিয়াছে। বঙ্গ-সাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখক ও সমালোচকগণ বহু মাসিকে পল্লী-চিত্রের সুদীর্ঘ সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন—এই গ্রন্থ বঙ্গ-সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ; গ্রন্থকার এই একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াই স্থায়ী যশ অর্জ্জন করিতে পারিতেন। বঙ্গ-সাহিত্যে এই গ্রন্থের তুলনা নাই।—'ভারতীর' সম্পাদক এই গ্রন্থের বিস্তৃত সমালোচনার উপসংহারে লিখিয়াছেন, "লেখক আশ্চর্য্য ওস্তাদী ঢঙে, অপরূপ লীলাভঙ্গীতে প্রাচীন বাঙ্গালাকে জীবন্ত ফটোর মতই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন—এই চিত্রগুলিতে। এ বই যিনি না পড়িবেন, বাঙ্গালা দেশের সহিত তাঁহার পরিচয়ই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে; বাঙ্গালা দেশে বাস করিয়াও তিনি বাঙ্গালার কিছুই জানিবেন না! বিশেষ করিয়া বাঙ্গালার পল্লী তাঁর কল্পনার সামগ্রীই থাকিয়া যাইবে। এ গ্রন্থে বাঙ্গালার পল্লীর কথা, তার নর-নারীর পরিচয়, তার সুখ দুঃখের ছবি, তার আশা আনন্দের কাহিনী যেন মূর্ত্তি ধরিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে—মনোরম ছন্দে। বাঙ্গালার প্রাচীন রাজা-রাজড়ার কাহিনীর চেয়েও মনোজ্ঞ আর উপভোগ্য হইয়াছে গ্রন্থখানি। বাঙ্গালার ইতিহাসে, বাঙ্গালার সামাজিক ইতিবৃত্তে, বাঙ্গালার রস-সাহিত্যে এ গ্রন্থ বহুমূল্য সম্পদ।"

ছাপা, কাগজ অত্যুৎকৃষ্ট। এই বৃহৎ গ্রন্থের মূল্য আড়াই টাকা স্থলে এখন দুই টাকা মাত্র, ডাকমাশুল স্বতন্ত্র। **'রহস্য-লহরী' আফিসে প্রাপ্তব্য।**

# ডাক্তারের জেলখানা

## প্রথম প্রবাহ

### জোঁকের গায়ে জোঁক

**মিঃ** সিলভেস্টার সুস্থ ও সবল বৃদ্ধ ; মস্তকের কেশগুলি তুষারশুভ্র, দাড়ি-গোঁফবর্জ্জিত মুখ সদা-প্রসন্ন, নীল চক্ষু দুটির দৃষ্টি কোমল। লোকটিকে দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় জীবনসংগ্রামে জয়লাভ করিয়া জীবনাপরাহ্ণে সে বেশ সুখে ও স্বচ্ছন্দচিত্তে কালযাপন করিতেছে। তাহার পরিধানে পাদরীর পরিচ্ছদ থাকিলেই যেন তাহার চেহারার সহিত খাপ খাইত, তাহাকে ভগবদ্ভক্ত পাদরী বলিয়া ভ্রম হইত ; কিন্তু সে দিন প্রভাতে তাহাকে তাহার বাস-ভবনের সম্মুখস্থিত ফুল বাগানে মখমলের জ্যাকেটে ও ফ্লানেলের ট্রাউজারে সজ্জিত হইয়া, চটি পায়ে দিয়া পুষ্পচয়ন করিতে দেখিয়া, অপরিচিত লোকের মনে হইত সে একজন ছোট খাট জমীদার।

মিঃ সিলভেস্টার ফুলবাগান হইতে বাহির হইয়াছে, এমন সময় স্থানীয় ডাকঘরের পিয়ন তাহার সম্মুখে আসিয়া অভিবাদন করিল, এবং ব্যাগ হইতে কয়েকখানি পত্র বাহির করিয়া তাহার হাতে দিল। সিলভেস্টার পত্রগুলি হাতে লইয়া ঘরের দিকে অগ্রসর হইল।

মিঃ সিলভেস্টার যে অট্টালিকায় বাস করিত—সেই অট্টালিকার নাম "রোজ-কটেজ" ( গোলাপ কুটীর )। বৃহৎ অট্টালিকা হইলেও তাহা 'কুটীর'—যেমন 'কমল কুটীর', 'শান্তি কুটীর' ইত্যাদি। ক্ষুদ্র ওয়েডিন পল্লীর অধিবাসীরা মিঃ সিলভেস্টারকে শ্রদ্ধা করিত। পল্লীসমাজে তাহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। লোকটি চিরকুমার ; অনেকগুলি ব্যাঙ্কে তাহার বিস্তর টাকা গচ্ছিত ছিল ; বিভিন্ন কারবারের 'সেয়ার' হইতেও তাহার যথেষ্ট অর্থাগম হইত। দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন

দ্রব্যাদি সংগ্রহ করা এবং উদ্যানে ফুল ফলের আবাদ করা তাহার অবসর যাপনের প্রধান উপলক্ষ্য ছিল। কেহ কোন দিন তাহার মুখে কর্কশ কথা শুনিতে পায় নাই; সে সকলের সঙ্গে হাসিয়া কথা বলিত, মিষ্ট কথায় সকলকেই সন্তুষ্ট করিত। গরীব দুঃখীদের কিছু কিছু দানও করিত। গ্রাম্য ভজনালয়ের পরিচালকবর্গেরও সে অন্যতম।

মিঃ সিলভেস্টার বাগান হইতে বাহির হইয়া, পত্রগুলি হাতে লইয়া তাহার উপবেশন-কক্ষে প্রবেশ করিল। সেই কক্ষের অগ্নিকুণ্ডে তখনও আগুন জ্বলিতেছিল। সেই কক্ষটি কতকগুলি পুস্তকাধারে সজ্জিত; অন্য দিকে কাচের আলমারির ভিতর প্রাচীন কালের নানাপ্রকার দুর্লভ শিল্পসম্ভার শ্রেণীবদ্ধ। ম্যান্টেল্‌পিসের উপর পিত্তলনির্ম্মিত কারুখচিত সুদৃশ্য বাতিদানী, ফুলদানী, নানা আকারের পেয়ালা ঝক্ ঝক্ করিতেছিল। এক কোণে বহু প্রাচীন একটি বৃহৎ ঘড়ি টিক্ টিক্ শব্দে স্বীয় অস্তিত্ব ঘোষণা করিতেছিল।

সেই কক্ষটি শান্তিপূর্ণ, আরামপ্রদ। জানালার নিকট একখানি গোল টেবিল সংস্থাপিত ছিল; মিঃ সিলভেস্টার তাহার কাছে বসিয়া ডাণ্ডিহীন একজোড়া চশমা নাকে আঁটিয়া দিল। ডাক-পিয়ন যে চিঠিগুলি তাহার হাতে দিয়াছিল, সেগুলি সে টেবিলে রাখিয়া এক একখানি খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিল।

কয়েকখানি পত্রের লেফাপার উপর স্থানীয় ডাকঘরের মোহর অঙ্কিত দেখিয়া সে সেগুলি না খুলিয়া এক পাশে ফেলিয়া রাখিল। সে বুঝিতে পারিল কোনখানি স্থানীয় কোনও সান্ধ্য মজলিসে চা-পানের নিমন্ত্রণ পত্র, কোনখানিতে কোন পাওনাদারের বিল আছে, কোনখানিতে কেহ কিঞ্চিৎ সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছে—ইত্যাদি। সুতরাং সেই সকল পত্র তাড়াতাড়ি খুলিবার প্রয়োজন ছিল না।

একখানি পুরু লেফাপার ভিতর কয়েকখানি পত্র ছিল, প্রত্যেক পত্রের মাথায় মনোগ্রাম, এবং ঠিকানা মুদ্রিত। এই চিঠিগুলি লণ্ডনের কোনও আফিস কর্তৃক সংগৃহীত হইয়া তাহার নিকট প্রেরিত হইয়াছিল।

মিঃ সিলভেস্টার আর একখানি পুরু লেফাপা খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে এক পাউণ্ড নোটের একটি তাড়া বাহির করিল। প্রায় ত্রিশখানি নোট

একখানি সাদা কাগজে জড়াইয়া সেই লেফাপায় প্রেরণ করা হইয়াছিল। নোটগুলি দেখিয়া সিলভেস্টারের চক্ষু ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। নোটগুলি যে কাগজে জড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহার উপর কয়েক ছত্র লেখা ছিল—তাহা পাঠ করিয়া তাহার মুখে বিরক্তির ভাব ফুটিয়া উঠিল ; তাহার ভ্রূ কুঞ্চিত হইল।

সে যে কয়েক ছত্র লেখা পাঠ করিল তাহা এই :—"তুমি জোঁকের মত আমার রক্ত শোষণ করিয়া আমাকে শুকাইয়া তুলিয়াছ! আমার শেষ সম্বল আজ তোমাকে পাঠাইলাম ; আমার নিকট ভবিষ্যতে আর এক পেনীও পাইবে না। তুমি আমার গুপ্ত কলঙ্কের কথা রাষ্ট্র করিয়া সমাজে আমাকে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করিতে চাও! তাহাও আমি প্রার্থনীয় মনে করিব ; কিন্তু তুমি যে ক্রমাগত এইভাবে আমাকে শোষণ করিবে—ইহা আর আমি সহ্য করিব না। যদি তোমার বিন্দুমাত্র মনুষ্যত্ব থাকে তাহা হইলে তুমি এ পর্য্যন্ত আমার নিকট যাহা আদায় করিয়াছ—তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিবে, এবং ভবিষ্যতে আর আমাকে উৎপীড়িত করিবে না।"

মিঃ সিলভেস্টার নোটের তাড়াটি টেবিলের উপর নামাইয়া রাখিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল ; "সকল বেটারই ঐ এক কথা! কিন্তু উহাদের এই রকম কাকুতি-মিনতিতে কি আমি ভুলি? মিঃ জোসেফ এড্‌ওয়ার্ডসকে, যদি ভয় দেখাইয়া কায়দায় রাখিতে পারি—তাহা হইলে তাহার নিকট আরও দেড় হাজার পাউণ্ড অতি সহজে আদায় করিতে পারিব। লোকটার ধৃষ্টতা দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছি! সে আমাকে এই সামান্য ত্রিশ পাউণ্ড কোন্ সাহসে পাঠাইল? আমাকে ভদ্রভাবে বাস করিতে হয়, অনেক অনাথ আতুরকে নিয়মিত ভাবে সাহায্য করিতে হয়—এ সকল খরচা আমি কিরূপে চালাইব—তাহা কি সে চিন্তা করে না? আমার কি জমীদারী আছে যে, তাহার আয় হইতে আমি এই সকল ব্যয় নির্ব্বাহ করিব?"

মিঃ সিলভেস্টার অন্যান্য পত্র খুলিতে আরম্ভ করিল। দুইখানি পত্রের ভিতর কতকগুলি 'ট্রেজারি নোট' ছিল ; সেগুলি পরীক্ষা করিয়া সে এক পাশে রাখিয়া দিল। তাহার পর সে যে লেফাপাখানি খুলিল—তাহার ভিতর নোট না

থাকিলেও পত্রখানি পাঠ করিয়া তাহার মুখে হাসি ফুটিল; তাহার নীল চক্ষুতে মনের আনন্দ ফুটিয়া বাহির হইল। সেই পত্রখানির কাগজ মূল্যবান। পত্রখানি দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় পত্রলেখক সাধারণ-ব্যক্তি নহেন; বস্তুতঃ, সেই পত্রের নীচে যাঁহার নাম স্বাক্ষরিত ছিল—তিনি লণ্ডন-সমাজের প্রতিষ্ঠাপন্ন ব্যক্তি। দেশহিতকর নানা কার্য্যের সহিত তাঁহার সংস্রব ছিল, এবং সমাজের সকল স্তরের লোকই তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করিত।

সেই পত্রে লেখা ছিল, "পরের কলঙ্ক-প্রচারের ভয় দেখাইয়া তাহাদের নিকট যাহারা উৎকোচ আদায় করে, তাহারা মনুষ্য নামের কলঙ্ক। তুমি সেই শ্রেণীর জীব, তুমি শয়তানেরও অধম। আমি তোমাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করি। তোমাকে পদাঘাত করিলেও পা অপবিত্র হয়; কিন্তু সমাজে আমার মান সম্ভ্রম আছে, সকলে আমাকে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করে, আমি জানি তুমি ইচ্ছা করিলে তাহা নষ্ট করিয়া আমাকে অপদস্থ ও বিপন্ন করিতে পার। এই জন্য তোমার প্রস্তাবে সম্মত হওয়া আমার পক্ষে অত্যন্ত অপমানজনক হইলেও, আমি তাহাতে সম্মত হইলাম। যাহারা আমার কথার উপর নির্ভর করে—তোমার দ্বারা যদি তাহাদেরও কলঙ্ক-প্রচারের ও বিপন্ন হইবার আশঙ্কা না থাকিত, তাহা হইলে আমি ঘোড়া চাব্‌কাইবার চাবুক ( horse whip ) দিয়া তোমার পিঠের চামড়া তুলিয়া ফেলিতাম, তোমাকে শায়েস্তা করিতাম। তুমি আমাকে মুঠায় পুরিয়াছ বুঝিয়া আমি অতি কষ্টে এই লোভ সংবরণ করিলাম। যাহা হউক, তুমি আমার বিরুদ্ধে যে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া আমাকে ভয় দেখাইয়াছ, সেই প্রমাণ লইয়া আগামী কল্য রাত্রি আটটার সময় এখানে আসিবে। যদি বুঝিতে পারি সেই সকল প্রমাণ আমার পক্ষে সত্যই বিপজ্জনক, তাহা হইলে তুমি আমার নিকট দশ হাজার পাউণ্ডের ট্রেজারি নোট পাইবে, এবং এই টাকা আদান-প্রদানের কথা তুমি ও আমি ভিন্ন তৃতীয় ব্যক্তি জানিতে পারিবে না—ইহারও প্রতিশ্রুতি দানে সম্মত আছি।"

ইউষ্টাস্ সিলভেস্টার চেয়ারে ঠেস দিয়া বসিয়া, মাথার পাকাচুলে অঙ্গুলি-চালনা করিয়া বলিল, "দশহাজার পাউণ্ড! লোকটার সুনামের মূল্য হিসাবে এ টাকা

নিতান্ত সামান্য হইলেও প্রথম দফায় যথেষ্ট মনে হয়। ক্রমে হাত আসিবে। আশা করি এইবার আমার বহুদিনের সঙ্কল্প সিদ্ধ হইবে। আমি রিভিরায় বেড়াইয়া আসিতে ( a trip to the Riviera ) পারিব।”

সিলভেস্‌টারকে দেখিলে নিতান্ত নিরীহ গো-বেচারী মনে হইত। তাহার প্রশান্ত হাস্যোজ্জল মুখ দেখিয়া কেহই অনুমান করিতে পারিত না তাহার হৃদয় কুটিলতা-পূর্ণ, এবং ভদ্রলোকের কলঙ্ক প্রচারের ভয় দেখাইয়া অর্থোপার্জ্জনই তাহার পেশা; তাহার প্রবৃত্তি অতি জঘন্য, এবং সে ভদ্রসমাজে স্থান পাইবার অযোগ্য! বস্তুতঃ, তাহার মাথার চুলগুলি যেরূপ সাদা, তাহার হৃদয় সেইরূপ কাল। ( heart was as black as his hair was white. ) তাহার ন্যায় কঠোর প্রকৃতি, নিষ্ঠুর, মহাপাপিষ্ঠ নর-প্রেত মনুষ্যসমাজে কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। সে সর্ব্বদা যে সকল পাপে লিপ্ত থাকিত, তাহার উপযুক্ত শাস্তি প্রাণদণ্ড; কিন্তু ধার্ম্মিকের মুখোস পরিয়া সে ভদ্রসমাজে ধার্ম্মিক বলিয়াই পরিচিত ছিল। সে বহুদিন হইতে পরের গুপ্ত কলঙ্কের অকাট্য প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া, তাহাদিগের কলঙ্ক-প্রচারের ভয় দেখাইয়া এই ভাবে অর্থোপার্জ্জন করিতেছিল।

বস্তুতঃ, ইউষ্টাস সিলভেস্‌টার নরহন্তা দস্যু অপেক্ষা শতগুণ অধিক ভীষণ-প্রকৃতি ও নিষ্ঠুর। সে বহুসংখ্যক দুর্ব্বলচিত্ত, স্খলিত-চরিত্র ভ্রান্ত ব্যক্তির সর্ব্বনাশ করিয়াই ক্ষান্ত হইত না, তাহাদের আত্মা পর্য্যন্ত কলুষিত করিয়া তাহাদিগকে তিল তিল করিয়া হত্যা করিত। জোঁকের মত নিয়ত তাহাদের শোণিত শোষণ করিত। যে অপরিণামদর্শী হতভাগ্য ব্যক্তি পদস্খলন হওয়ায় একবার তাহার কবলে পড়িত, তাহার আর উদ্ধার লাভের উপায় থাকিত না; এই নরপিশাচের মনস্তুষ্টির জন্য তাহাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইত। তাহাকে দিবারাত্রি উদ্বেগ ও অশান্তি ভোগ করিয়া ভগ্নহৃদয়ে অকালে প্রাণত্যাগ করিতে হইত। কেহই এই পিশাচের কবল হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিত না। সমাজে যাঁহাদের মান সম্ভ্রম যত অধিক, যাঁহারা যত অধিক ধনবান, সিলভেস্‌টার তাঁহাদিগকে তত অধিক পরিমাণে নিগৃহীত করিত। কারণ তাঁহারাই কলঙ্ক প্রচারের ভয়ে অধিকতর কাতর হইতেন। সিলভেস্‌টার এইভাবে অর্থোপার্জ্জনের জন্য রীতিমত ব্যবসায়

আরম্ভ করিয়াছিল। তাহার এই ব্যবসায়ের কথা বাহিরের কোন লোক জানিতে না পারিলেও ইংলণ্ডের নানাস্থানে তাহার বেতনভোগী এজেণ্ট ছিল; বেতন ব্যতীত তাহারা উচ্চহারে 'কমিশন' পাইত। তাহাদের অনেকেই ভদ্র সন্তান, অনেকে উচ্চপদে নিযুক্ত ছিল; তাহারা অর্থলোভে তাহাকে সাহায্য করিত। অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কর্ম্মচারী, ভৃত্য প্রভৃতি তাহাদের মনিবের ঘরের গুপ্ত কলঙ্কের প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া গোপনে তাহার নিকট প্রেরণ করিত, এবং প্রচুর পুরস্কার লাভ করিত। এমন কি, যে সকল স্ত্রীলোক বড় লোকের বাড়ী বাড়ী ছেঁড়া কাগজ, ছেঁড়া চিঠি পত্র সংগ্রহ করিয়া বেড়াইত, তাহাদেরও অনেকে তাহার বেতনভোগী গুপ্তচর! ছেঁড়া চিঠিপত্র পরীক্ষা করিয়া তাহাতে কোন গুপ্ত কলঙ্কের আভাস পাইলেই তাহা তাহারা সিলভেস্টারের নিকট প্রেরণ করিত। অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির ছেঁড়া কাগজপূর্ণ ঝুড়ির ( waste-paper basket ) ভিতর হইতে অনেক গুপ্ত তথ্য সংগৃহীত হইত। সে কোন উপায়ে কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পরিবার-সংক্রান্ত কোন গুপ্ত কলঙ্কের একটু সন্ধান পাইলে গুপ্তচরের সাহায্যে তাহার আমূল বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়া স্বার্থসিদ্ধির পথ পরিষ্কৃত করিত। সরকারের গোয়েন্দাগুলির অপেক্ষা তাহার গোয়েন্দাদের কার্য্যদক্ষতা ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের গুপ্ত রহস্যভেদের শক্তি অনেক অধিক ছিল।

সিলভেস্টার চারি দিকে জাল বিস্তার করিয়া জালের মধ্যবর্ত্তী তীক্ষ্ণ চক্ষ স্থূলোদর মাকড়সার ন্যায় তাহার বাসভবন 'রোজ কটেজে' বসিয়া থাকিত, এবং যে সকল হতভাগ্য নরনারীকে কোন কৌশলে একবার তাহার জালে ফেলিতে পারিত, তাহাদের হৃদয়শোণিত শোষণ করিত; তাহারা মাকড়সার জালে আবদ্ধ কীট পতঙ্গের অবস্থা প্রাপ্ত হইত। আইনের জালে জড়িত হইয়া অনেক অপরাধী উকিল ব্যারিষ্টারের ও মিথ্যা সাক্ষীর সাহায্যে সেই জাল ছিন্ন করিয়া মুক্তিলাভ করে, কিন্তু সিলভেস্টারের জালে জড়িত হইলে কাহারও মুক্তিলাভের আশা ছিল না। তাহার বন্ধনপ্রণালী অব্যর্থ, এবং তাহার শোষণের শক্তি অপ্রতিহত। সে এই ভাবে যাহাদের শোণিত শোষণ করিত তাহাদের নিকট সে "নেমো" এই ছদ্মনামে পরিচিত ছিল; কিন্তু তাহার প্রকৃত নাম কেহই

জানিতে পারিত না। "নেমো"র ভয়-প্রদর্শনসূচক পত্র পাইলে সকলেরই হৃদয় আতঙ্কে বিহ্বল হইত।

তাহার ছদ্মনাম অনেকের নিকট এইরূপ আতঙ্কজনক হইলেও সিলভেস্টার তাহার বাসপল্লী ওয়েডিনে পরোপকারী, ধর্ম্মভীরু, সজ্জন বলিয়াই পরিচিত ছিল; এবং সে গ্রামবাসিদের শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভ করিয়া আত্মপ্রসাদে স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার কিছুমাত্র বাহাড়ম্বর ছিল না, এবং কেহই তাহার সদয় ব্যবহারে বঞ্চিত হইত না। রবিবারে সে যথানিয়মে গ্রাম্য ভজনালয়ে গিয়া উপাসনায় যোগদান করিত, এবং আচার্য্যের ধর্ম্মোপদেশ শুনিতে শুনিতে তাহার মুদিত নেত্র হইতে প্রবলবেগে অশ্রুধারা নির্গত হইত! এই বক-ধার্ম্মিকের খলতা ও কপটতা কেহই বুঝিতে পারিত না। সকলেই তাহার আদর্শ চরিত্রের প্রশংসা করিত।

সিলভেষ্টার চেয়ারে ঠেস দিয়া ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল; "আমি দশ হাজার পাউণ্ডের দাবি করিয়াছিলাম; সে তাহাই দিতে সম্মত হইয়াছে। যদি আরও বেশী দাবি করিতাম, তাহাও নিশ্চয়ই পাইতাম। আঃ, কি বোকামীই করিয়াছি!—কিন্তু কেনই বা আক্ষেপ করিতেছি?—এই ত প্রথম দফা! লর্ড পাওয়ার্স পাঁচ লক্ষ পাউণ্ডের মালিক। আমার বিশ্বাস, তাহার গুপ্ত কলঙ্ক-প্রচারের ভয়ে সে ক্রমে তাহার সঞ্চিত অর্থের অর্দ্ধেক—আড়াই লক্ষ পাউণ্ড আমার হাতে তুলিয়া দিবে। হাঁ, এই আড়াই লক্ষ পাউণ্ড তাহার নিকট আদায় করাই চাই। কত বড় একটা শিকার আমার ফাঁদে ধরা দিয়াছে! আজ রাত্রি আটটার সময় তাহার সঙ্গে দেখা করিতেই হইবে।"

সিলভেষ্টার চেয়ার হইতে উঠিয়া মনের আনন্দে গুণ্ গুণ্ স্বরে গান করিতে করিতে সেই কক্ষের অন্য প্রান্তে উপস্থিত হইল, এবং দেওয়াল হইতে একখানি চিত্রপট অপসারিত করিয়া দেওয়াল-সংলগ্ন একটি সিন্দুকের ডালা খুলিল। সেই সিন্দুকে একখানি মোটা খাতা ভিন্ন অন্য কোন সামগ্রী ছিল না। সেই খাতাখানি বাহির করিয়া লইয়া সে সিন্দুক বন্ধ করিল এবং পুনর্ব্বার চেয়ারে বসিয়া খাতা খুলিয়া তাহার অভ্যন্তরস্থ কাগজ পত্রগুলি পরীক্ষা করিতে লাগিল। তাহার ভিতর নানাবিধ পত্র; দলিল, সুশৃঙ্খলা ক্রমে সজ্জিত ছিল, সেইগুলি তাহার

ব্যবসায়ের মূলধন, এবং তাহাদের সাহায্যেই সে লোকের নিকট টাকা আদায় করিত। তাহা অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারের গুপ্ত কলঙ্কের অকাট্য প্রমাণ। সেইখ খাতায় বহুলোকের নাম পর্য্যায়ক্রমে লিখিত ছিল। সেই সকল লোকের মধ্যে ইংলণ্ডের বড় বড় জমিদার, লর্ড, রাজনীতিক, ব্যবসায়ী, সম্ভ্রান্ত মহিলা, এমন কি, প্রসিদ্ধ ব্যাঙ্কের ও যৌথ কারবারের প্রধান পরিচালকবর্গ হইতে হিসাবনবিশ ও খাতাঞ্চী প্রভৃতির নাম দেখিতে পাওয়া যাইত। ইহাদের সকলেরই গুপ্ত কলঙ্কের প্রমাণ সে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল। সেই সকল প্রমাণের বলে সে ইংলণ্ডের শত শত পরিবারে অশান্তির আগুন জ্বালিতে পারিয়াছিল, অনেক সুখের সংসার সে শ্মশানে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। সর্ব্বজন সম্মানিত অসাধারণ প্রতিপত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিকে সে তাঁহার উচ্চাসন হইতে টানিয়া আনিয় তাঁহার উন্নত মস্তক পথের ধূলায় মিশাইয়া দিতে পারিত। অনেকের মৃত্যুবাণ তাহার সেই চামড়া-বাঁধা মোটা খাতাখানির ভিতর সংগুপ্ত ছিল।

সিলভেষ্টার লর্ড পাওয়ার্সের গুপ্ত কলঙ্কের প্রমাণগুলি সেই খাতা হইতে বাহির করিয়া লইয়া সেই কাগজগুলি মনে মনে পাঠ করিতে লাগিল।—সেই সকল কাগজ পত্রের মধ্যে একখানি ছেঁড়া চিঠি ছিল, চিঠিখানির ছিন্ন অংশগুলি একত্র সন্নিবিষ্ট করিয়া তাহা সে আঠা দিয়া জুড়িয়া রাখিয়াছিল। সে সেই চিঠিখানি টেবিলের উপর প্রসারিত করিয়া সতৃষ্ণ নয়নে সেই দিকে চাহিয়া রহিল। সেই চিঠিখানির সাহায্যে সে লর্ড পাওয়ার্সকে চূর্ণ করিতে পারিত। পত্রখানি সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবেই তাহার হস্তগত হইয়াছিল। সেই পত্রের সাহায্যে সে লর্ড পাওয়ার্সকে মুঠার ভিতর পুরিতে পারিয়াছে বুঝিয়া আনন্দে বিহ্বল হইল। লর্ড পাওয়ার্সের পত্র পাইবার পূর্ব্বে সে এতদূর সাফল্যের আশা করিতে পারে নাই।

কয়েক মিনিট পরে সে মনের আনন্দে অস্ফুটস্বরে বলিয়া উঠিল, "হাঁ, এই পত্রের সাহায্যেই আমি লর্ড পাওয়ার্সের নিকট হইতে ক্রমে ক্রমে আড়াই লক্ষ পাউণ্ড আদায় করিতে পারিব। অন্ততঃ পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড অতি অল্প দিনের মধ্যেই আদায় করিতে পারিব—এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।"

সেই পত্রের দিকেই সিলভেষ্টারের দৃষ্টি ছিল ; হঠাৎ তাহার মনে হইল তাহার ঘাড়ের কাছে যেন কিসের একটা খোঁচা লাগিল ! যেন কোন্ একটা শক্ত ঠাণ্ডা জিনিস তাহার ঘাড়ের শিরার উপর চাপিয়া বসিয়াছে ! সেই চাপে তাহার মেরুদণ্ড পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল। হঠাৎ মুখ তুলিয়া পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিতেই ভয়ে তাহার দুই চক্ষু কপালে উঠিল, সে আড়ষ্ট ভাবে অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

সেই মুহূর্ত্তে কে তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া মৃদু অথচ কঠোর স্বরে বলিল, "হাঁ, ঐ ছেঁড়া কাগজের মূল্য পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড, হয় ত তাহারও অধিক ! সামান্য ছেঁড়া কাগজের সাহায্যে এই বিপুল অর্থ হস্তগত করা সৌভাগ্যের বিষয় বটে ; কিন্তু ধার্ম্মিক পুরুষ ! ওভাবে তোমার বসিয়া থাকিলে চলিবে না ; তুমি এই মুহূর্ত্তে দুই হাত মাথার উপর না তুলিলে, এবং পলায়নের চেষ্টা করিলে বা সাহায্য লাভের জন্য চিৎকার করিলে আমি পিস্তলের ঘোড়া টিপিব। তাহাতে শব্দ হইবে না অথচ তোমার মস্তিষ্কে গুলী প্রবেশ করিয়া তোমাকে কোথায় পাঠাইবে—তাহা তুমি বুঝিতে পারিয়াছ।"

পিস্তলের মাথা তথনও তাহার ঘাড়ের সহিত সংযুক্ত ছিল, সুতরাং আততায়ী পিস্তলের ঘোড়ায় আঙ্গুলের একটু চাপ দিলেই তাহার কথা কার্য্যে পরিণত হইবে—ইহা সিলভেস্টার তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিল।

জোঁকের গায়ে জোঁক বসিল।

# দ্বিতীয় প্রবাহ

## নূতন সুযোগ

ইউষ্ট্যাস সিলভেষ্টার তাহার আততায়ীর আদেশ পালনে বিলম্ব করিতে পারিল না। তাহার ঘাড়ের কাছে পিস্তল উদ্যত, পিস্তলের গুলী মুহূর্ত্তমধ্যে তাহা মস্তিষ্কে প্রবেশ করিতে পারে—এ বিষয়ে তাহার সন্দেহ ছিল না। সে বুঝিল—আততায়ী তাহাকে মিথ্যা ভয় প্রদর্শন করে নাই, সে তাহার সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করিতে কুণ্ঠিত হইবে না—সিলভেষ্টার তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়াই তাহ বুঝিতে পারিয়াছিল।

সে আততায়ী কথার প্রতিবাদ না করিয়া দুই হাত মাথার উপর তুলিল।

আগন্তুক বলিল, "ঠিক হইয়াছে, এখন আমার দিকে ফিরিয়া চাও।"

সিলভেষ্টার তাহাই করিল; আগন্তুকের মুখের দিকে চাহিয়া ভয়ে তাহার মু শুকাইয়া গেল, আতঙ্কে চক্ষু বিস্ফারিত হইল। সে যে দৃশ্য দেখিল তাহা ভীষণতা কোন দিন কল্পনাও করিতে পারে নাই। সে দেখিল তাহার আততায়ী পুরুষ নহে, রমণী! তাহার পরিধানে কৃষ্ণবর্ণ সাটীনের পরিচ্ছদ। তাহার উপ কৃষ্ণবর্ণ পশুলোমাবৃত কোট। রমণী কৃষ্ণবর্ণ বনেটে সুসজ্জিতা। তাহার মু কৃষ্ণবর্ণ অবগুণ্ঠন থাকিলেও সেই স্বচ্ছ অবগুণ্ঠনের অন্তরালে তাহার ভীষণ মুখে ছায়া দেখা যাইতেছিল। তাহার দৃষ্টি অত্যন্ত ক্রূর ও খলতাপূর্ণ, ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রে দৃষ্টির ন্যায় আতঙ্কজনক।

তাহার হাতে একটি ক্ষুদ্র পিস্তল, সিলভেস্‌টার পিস্তলটি দেখিয়াই বুঝিতে পারিল—তাহা 'ম্যাক্সিমের সাইলেন্সার'-সংযোজিত, সুতরাং গুলী চালাইলে তাহার শব্দ হইবে না; আততায়ী তাহাকে হত্যা করিলে কেহই তাহা জানিতে পারিবে না। রমণী পিস্তলটি তাহার উভয় ভ্রূর মধ্যস্থলে উদ্যত করিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

সিলভেস্টার রমণীর পদপ্রান্তে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখিল তাহার জুতা ও পরিচ্ছদের নিম্নভাগ কর্দ্দমলিপ্ত; সুতরাং সে বুঝিতে পারিল রমণী পদব্রজে দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়াছে। সিলভেষ্টার হঠাৎ আক্রান্ত হইয়া কয়েক মিনিট হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার মুখে কথা সরিল না! অবশেষে সে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া আতঙ্ক-বিহ্বল স্বরে বলিল, "কে তুমি মাদাম! কেন আমাকে এই ভাবে আক্রমণ করিয়াছ? তুমি যে কিরূপ অপরাধ করিতে উদ্যত হইয়াছ—তাহা কি তোমার বুঝিবার শক্তি নাই? আমার ঘরে অনধিকার প্রবেশ করিয়া অকারণে আমাকেই আক্রমণ? তোমার উদ্দেশ্য কি?—তুমি দয়া করিয়া ঐ সাংঘাতিক অস্ত্রটি নামাইয়া রাখিলে বাধিত হইব।"

সিলভেষ্টার মুখে এ কথা বলিল বটে, কিন্তু তাহার ধারণা হইল তাহার আততায়া তাহারই কোন শিকার। সে যে সকল রমণীর গুপ্ত কথা প্রকাশের ভয় দেখাইয়া তাঁহাদের নিকট উৎকোচ আদায়ের চেষ্টা করিয়া আসিতেছিল, এই রমণী তাহাদেরই একজন। সে তাহার উৎপীড়ণ সহ্য করিতে না পারিয়া তাহাকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে গোপনে তাহার গৃহে উপস্থিত হইয়াছে। তাহাকে যে একদিন এই ভাবে বিপন্ন হইতে হইবে, ইহা সে বহুদিন হইতেই জানিত; কিন্তু অর্থলোভে সে তাহার ইতর বৃত্তি পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। এই শ্রেণীর উৎকোচগ্রাহীরা সাধারণতঃ অত্যন্ত কাপুরুষ। সিলভেস্টারও কাপুরুষ ছিল; দৈহিক নির্যাতনকে সে অত্যন্ত ভয় করিত।

অবগুণ্ঠনধারিণী সিলভেষ্টারের কথা শুনিয়া বলিল, "তোমাকে বাধিত করিতে আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নাই। তুমি মুখ বুঁজিয়া দুই হাত মাথায় তুলিয়া আমার সম্মুখে বসিয়া থাক। আমার অবাধ্য হইলে গুলী তোমার ললাট বিদীর্ণ করিবে।"

সিলভেস্টারের আততায়ী তাহার টেবিলের অন্য ধারে বসিয়াছিল। সে সিলভেষ্টারকে তাহার সম্মুখে বসাইয়া, তাহার ললাট লক্ষ্য করিয়া পিস্তল ধরিয়া রহিল।

সিলভেষ্টার বলিল, "এ যে ভয়ঙ্কর জুলুম দেখিতেছি! তুমি আমার অসম্মতিতে আমার গৃহে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছ; আবার এই রকম বে-আইনী কাজ

করিতেছ! তোমার কাজ কতদূর গর্হিত তাহা কি তুমি বুঝিতে পারিতেছ না? —তুমি কিরূপে আমার ঘরে প্রবেশ করিলে?"

আততায়ী বলিল, "তোমার বাড়ীর পশ্চাতের দরজা দিয়া। তুমি নিতা নির্ব্বোধ, এই জন্য আমাকে আইনের ভয় দেখাইতেছ। যাহারা আইন মানিয় চলে, তাহারা কাহাকেও হত্যা করিতে উদ্যত হয় না; কিন্তু আমি আইন-কানুনে তোয়াক্কা রাখি না।"

তাহার কথা শেষ হইতে না হইতে সে বাম হস্তে তাহার অবগুণ্ঠন ও 'বনেট' খুলিয়া ফেলিল। সেই সঙ্গে মাথার সুদীর্ঘ পরচুলাও খসিয়া পড়িল, এবং তাহা কেশহীন মসৃণ মস্তকটী ও কদাকার মুখ সিলভেষ্টারের দৃষ্টিগোচর হইল। সিলভেষ্টার তাহার খলতাপূর্ণ ক্রূর দৃষ্টি এবং ভীষণ মুখকান্তি দেখিয়া আতঙ্কে অভিভূত হইল। মানুষের মুখ সেরূপ কুৎসিত হইতে পারে, বা মানুষের মু সেরূপ পৈশাচিকতা পরিস্ফুট হয়—ইহা তাহার ধারণা করিবারও শক্তি ছিল না।

সিলভেষ্টারের আতঙ্কবিহ্বল ভাব দেখিয়া সে হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল সে হাসি অতি কর্কশ, অত্যন্ত ভীতিপ্রদ। সিলভেষ্টার তাহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অজগরের দৃষ্টিপাতে বিহ্বল শশকের ন্যায় অভিভূত হইয়া পড়িল। সেই দৃষ্টিতে সম্মোহন শক্তি ( mesmeric influence ) ছিল।

সিলভেষ্টারের আততায়ী হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলিল, "তুমি জান আমি কে?"

সিলভেষ্টার মাথা নাড়িয়া বলিল, "তুমি না বলিলে আমি কিরূপে জানি তুমি কে? আর তোমার নাম শুনিলেই কি তোমাকে চিনিতে পারিব?"

আগন্তুক বলিল, "হাঁ, নিশ্চয়ই পারিবে। আমার নাম না শুনিয়াছে এরূপ লোক ইংলণ্ডে কেহ আছে কি না সন্দেহ।—আমার নাম **ডাক্তার সাটিরা**।"

সিলভেষ্টার বলিল, "তুমি! তুমিই ডাক্তার সাটিরা? কি সর্ব্বনাশ!"—তাহার মুখ হইতে আর কোন কথা বাহির হইল না। সে থর-থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, এবং ঘর্ম্মধারায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত হইল। স্থূল ঘর্ম্মবিন্দুসমূহ ধারাকারে তাহার গাল বহিয়া পড়িতে লাগিল।

সাটিরা বলিল, "আমার নাম শুনিলে ত? হাত দু'খানি মাথার উপর হইতে

নামাইবার চেষ্টা করিও না। যেখানে আছ, ঐখানে স্থির ভাবে বসিয়া থাক।”

সিলভেষ্টারকে এ কথা বলিয়া সতর্ক না করিলেও চলিত; সাটিরাকে দেখিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ এরূপ আড়ষ্ট হইয়াছিল যে, সে সময় যদি তাহার অদূরে কেহ এক টন ডিনামাইটে অগ্নি-সংযোগ করিত—তাহা হইলেও সে এক ইঞ্চি নড়িতে পারিত কি না সন্দেহ।—সাটিরার ন্যায় দুর্দ্দান্ত ও ভীষণ দস্যু, তাহার ন্যায় পিশাচপ্রকৃতি নরহন্তা পৃথিবীতে আর একজনও নাই—ইহা সে জানিত।

সিলভেষ্টার লণ্ডনের বহু সংবাদপত্রের পাঠক; সে জানিত—সাটিরা লণ্ডনে আসিয়া অনেক লোককে হত্যা করিয়াছে, অনেক ধনকুবেরের ঐশ্বর্য্য লুণ্ঠন করিয়াছে; সে নরদেহধারী পিশাচ। ( human fiend. ) সেই সপ্তাহেই সে নিউ বেলির দায়রা আদালতে নীত হইবার সময় কারাগারের গাড়ী ভাঙ্গিয়া পলায়ন করিয়াছিল, লণ্ডনের সমগ্র পুলিশবাহিনী যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারে নাই; সেই সাটিরা লণ্ডন হইতে ছদ্মবেশে পলায়ন করিয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত!—সাটিরার কথা শুনিয়া ও তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া সিলভেষ্টারের মূর্চ্ছার উপক্রম হইল। তাহার মনে হইল—সাটিরা বিনা-উদ্দেশ্যে তাহার স্কন্ধে ভর করে নাই; সে তাহাকে হত্যা না করিয়া তাহার গৃহ ত্যাগ করিবে না।

সিলভেষ্টার সাটিরার কবল হইতে কি কৌশলে মুক্তিলাভ করিবে তাহা স্থির করিতে না পারিয়া তাহার মনোরঞ্জনের আশায় একটু হাসিবার ভঙ্গি করিয়া বলিল, “আপনার ন্যায় বিখ্যাত ব্যক্তি আমার ক্ষুদ্র কুটীরে পদার্পণ করিয়াছেন—ইহা আমার পরম সৌভাগ্য! আমি জানি পুলিশ আপনার সন্ধানে চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কিন্তু আমার এখানে থাকিতে আপনার আশঙ্কার কারণ নাই। আমি নিজেও আইনের খাতির করি না। আপনি বোধ হয় শুনিয়া বিস্মিত হইবেন—আপনার ও আমার পেশা অভিন্ন; আমরা উভয়েই সমব্যবসায়ী।”

ডাক্তার সাটিরা একটি গজদন্তনির্ম্মিত নস্যদানী বাহির করিয়া এক টিপ নস্য গ্রহণ করিল; তাহার পর রুমালে নাক মুছিয়া বলিল, “তোমার এই আত্মপ্রশংসা

নিতান্তই অকারণ। তুমি যে কি রকম পাতি-চোর তাহা কি তোমার ধারণা করিবার শক্তি নাই? তোমার সম্মুখে যে সকল কাগজ পত্র রহিয়াছে—তাহ দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছি—তুমি নিতান্ত ইতর জুয়াচোর! লোকের কলঙ্ক-প্রচারের ভয় দেখাইয়া তুমি তাহাদের ঠকাইয়া অর্থোপার্জ্জন কর। নির্লজ্জ ঠক তুমি; তুমি আমার সমব্যবসায়ী, এ কথা বলিতে তোমার লজ্জা হইল না!"

সিলভেষ্টার সাটিরার কটূক্তিতে মর্ম্মাহত হইয়া বলিল, "আপনি অপরাধের শ্রেণী বিভাগ করিতেছেন, ইহা সম্মত নহে। লোকের কলঙ্ক-প্রচারের ভ দেখাইয়া অর্থোপার্জ্জন করাই যাহাদের পেশা, তাহারা ইতর তস্কর নহে। এজন্য যথেষ্ট মস্তিষ্ক পরিচালন করিতে হয়। ইহা যথেষ্ট লাভের ব্যবসায়, অথচ ধর পড়িবার আশঙ্কা নাই। আপনি আমাকে পাতিচোর বলিয়া আমার প্রতি অবিচার করিলেন। আপনি আমার টেবিলে যে কাগজগুলি দেখিতেছেন তাহা সদ্ব্যবহার করিতে পারিলে আমি অল্প দিনেই পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড উপার্জ্জন করিতে পারিব; ইহা কি কোন পাতিচোরের সাধ্য?"

সাটিরা অবজ্ঞা ভরে বলিল, "পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড তোমার পক্ষে বিপুল অ হইতে পারে, কিন্তু ঐ পরিমাণ অর্থ আমি এক দিনে অনায়াসে উপার্জ্জন করি। আমি যে স্যুটকেশটি সঙ্গে আনিয়া তোমার পাকশালায় রাখিয়া আসিয়াছি—তাহা আমার এক দিনের উপার্জ্জনেই পূর্ণ হইয়াছে; তাহাতে নোট ও মোহরে চল্লিশ হাজার পাউণ্ড সঞ্চিত আছে।—ও কি! তুমি যে মাথার উপর হইতে হাত নামাইতেছ? না, আমি তোমাকে ঐ কার্য্যটি করিতে দিব না। ক্রূ খল সর্পকে আমি বিশ্বাস করিতে পারি, কিন্তু তোমার মত জোচ্চোর ঠক্‌কে বিশ্বাস নাই।

সিলভেষ্টারের কথা শুনিয়া সাটিরার মনে কৌতূহলের সঞ্চার হইয়াছিল। সে পিস্তলটা সেই টেবিলের উপর এভাবে রাখিল যে, প্রয়োজন হইলে মুহূর্ত্তমধ্যে তাহা তুলিয়া লইয়া সিলভেষ্টারকে গুলী করিতে পারিত। সিলভেষ্টারের প্রতি লক্ষ্য থাকিলেও সে সেই খাতার কাগজ পত্রগুলি দেখিতে লাগিল। লর্ড পাওয়াস তাঁহার 'মনোগ্রাম'সংযুক্ত কাগজে সিলভেষ্টারকে যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন তাহা

পাঠ করিয়া সাটিরার ভ্রূ কুঞ্চিত হইল, এবং তাহার কুটিলতাপূর্ণ ক্ষুদ্র চক্ষু দুটি মুহূর্ত্তের জন্য উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কিন্তু সে অবিশ্বাস ভরে মাথা নাড়িয়া অস্ফুট স্বরে বলিল, "হুঁ, লর্ড পাওয়ার্স এই পত্র লিখিয়াছে? আমি জানি সে ইংলণ্ডের সম্ভ্রান্ত সমাজের অলঙ্কার স্বরূপ, ইংরাজ রাজসরকারের সে বিশ্বস্ত অমাত্য, এবং উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত। অনেকগুলি প্রসিদ্ধ যৌথ কারবারের সে প্রধান পরিচালক বা অধ্যক্ষ। সে কোন অপকার্য্য করিয়া তোমার মত প্রবঞ্চকের মুঠার ভিতর প্রবেশ করিয়াছে—ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না।"

সিলভেষ্টার দৃঢ় স্বরে বলিল, "ইহা আপনার ভুল ধারণা ডাক্তার! আপনি ঐ পত্রে যাহা পাঠ করিলেন—তাহার সমর্থকসূচক দলিল পত্র আমি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি। ইহা জানিতে পারিয়াই ত লর্ড পাওয়ার্স আমার পত্র পাইয়া দশ হাজার পাউণ্ড দিতে সম্মত হইয়াছে। সে আশা করিয়াছে—এই টাকা দিয়া আমার মুখ বন্ধ করিতে পারিবে, তাহার অতীত কলঙ্কের গুপ্ত কথা জন সমাজে প্রচারিত হইবার আশঙ্কা দূর হইবে; কিন্তু সে জানে না আমি তাহাকে ভয় দেখাইয়া যে টাকা তাহার নিকট ক্রমশঃ আদায় করিব—এই দশ হাজার পাউণ্ড তাহার দশ ভাগের এক ভাগ মাত্র! হাঁ, আমাকে লক্ষ পাউণ্ড না দিলে তাহার নিস্তার নাই। তাহার মান সম্ভ্রম, ক্ষমতা প্রতিপত্তি ধূলিসাৎ হইবে, সমাজে সে আর মুখ দেখাইতে পারিবে না।"

সাটিরা লর্ড পাওয়ার্সের পত্রখানি পুনর্ব্বার পাঠ করিল। তাহার পর তাঁহার গুপ্ত কলঙ্ক-সংক্রান্ত যে সকল প্রমাণ পত্র খাতার ভিতর সন্নিবিষ্ট ছিল তাহাও সে পরীক্ষা করিল। তাহার মুখে বিস্ময় ও আনন্দের চিহ্ন পরিস্ফুট হইল। তাহার বিশ্বাস হইল, সিলভেষ্টার লর্ড পাওয়ার্সকে সত্যই মুঠার পুরিয়াছে; তাহার দম্ভ মিথ্যা নহে। লর্ড পাওয়ার্স তাঁহার অতীত জীবনের গুপ্ত কলঙ্ক কাহিনী গোপন রাখিবার জন্য, সিলভেষ্টারের মুখ বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে তাহার দাবী পূর্ণ করিবেন, লক্ষ পাউণ্ডই তাহাকে প্রদান করিবেন—এ বিষয়ে সাটিরা নিঃসন্দেহ হইল।

সিলভেষ্টার সাটিরার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া মনে মনে আক্ষেপ করিতে লাগিল; সাটিরার মনোরঞ্জনের জন্য এই সকল গুপ্ত কথা প্রকাশ করিয়া সে যে

ভয়ানক ভুল করিয়াছে—এ বিষয়ে তাহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না। সে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া তাহার পেশার কথা সাটিরার নিকট প্রকাশ করায় অত্যন্ত অনুত হইল।

সিলভেষ্টার যেরূপ চতুর সেইরূপ ফন্দীবাজ ছিল; সে কি উপায়ে এই ভ্র সংশোধন করিবে তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল। সাটিরার কবল হইতে উদ্ধা লাভের জন্য তাহার অত্যন্ত আগ্রহ হইল; সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্মরণ হইল, সাটিরাবে যে জীবিত বা মৃত অবস্থায় ধরিয়া দিতে পারিবে—পুলিশের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট সে আট হাজার পাউণ্ড পুরস্কার পাইবে! তাহার উপর সাটিরার স্যুটকেসে যদি সত্যই নোটে ও মোহরে চল্লিশ হাজার পাউণ্ড সঞ্চিত থাকে তাহা হইলে ত সোনায় সোহাগা!—সিলভেষ্টার ভাবিতে লাগিল কি উপায়ে সে সাটিরাকে হত্যা করিয়া লাভবান হইবে। তাহার স্মরণ হইল অদূরবর্ত্তী দেরাজে তাহার একটি পিস্তল আছে, তাহাতে ছয়টি টোটা ভরা আছে। যদি সে কোন্ কৌশলে সেই পিস্তলটি হাতে পায় তাহা হইলে চক্ষুর নিমেষে সাটিরাকে হত্যা করিতে পারে। কিন্তু সেই পিস্তলটি দেরাজ হইতে বাহির করিতে তাহার সাহস হইল না; কারণ সাটিরা যদিও তাহার সম্মুখে বসিয়া কাগজ পত্রগুলি পরীক্ষা করিতেছিল—তথাপি সিলভেষ্টারের প্রতি তাহার লক্ষ্য ছিল। সে মাথার উপর হইতে হাত নামাইলেই সাটিরার গুলি তাহার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিবে।

লর্ড পাওয়ার্সের পত্রখানি সাটিরা উপর্য্যুপরি তিনবার পাঠ করিল। কোন অনুকূল অবস্থা উপস্থিত হইলে তাহা কিরূপে কাজে লাগাইয়া স্বার্থসিদ্ধি করিতে পারা যায়—তাহা সাটিরার সুবিদিত ছিল; এবং প্রত্যেক সুযোগেরই সে সদ্ব্যবহার করিত। সে কিরূপে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিবে—তাহা চিন্তা করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিতে তাহার অধিক বিলম্ব হইল না।

সাটিরা জানিত মার্ল-হাউস হইতে গোপনে তাহার পলায়নের পর পুলিশ চারিদিকে তাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল। তাহার পর বার চোদ্দ ঘণ্টা অতীত হইয়াছিল, এই দীর্ঘকালের মধ্যে সে মুহূর্ত্তের জন্য শান্তিলাভ করিতে পারে নাই। সে রমণীর ছদ্মবেশে লণ্ডনের মার্ল হাউস হইতে এই সময়ের মধ্যে নির্ব্বিঘ্নে সরে

JADAVPUR UNIVERSITY LIBRARY

জেলার ওয়েডিন পল্লীতে উপস্থিত হইতে পারিয়াছিল ;—ইহা সে পরম সৌভাগ্যের বিষয় মনে করিল। এ সময় কোন স্থানে নিরাপদে আশ্রয় লাভ করাই সে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রার্থনীয় মনে করিল। তাহার ধারণা হইল—সে যেখানেই আশ্রয় গ্রহণ করিবে, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ডিটেক্‌টিভেরা, বিশেষতঃ, রবার্ট ব্লেক তাহার সন্ধান করিতে করিতে সেই স্থানেই উপস্থিত হইবে ! এ অবস্থার কোথায় গিয়া সে শান্তি লাভ করিবে, ভবিষ্যৎ-কর্ত্তব্য স্থির না হওয়া পর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত মনে কোথায় বাস করিবে—তাহা সে তখনও স্থির করিতে পারে নাই।

তাহার মনে হইল সে সৌভাগ্য ক্রমেই সিলভেষ্টারের গৃহে উপস্থিত হইয়াছে, বিশেষতঃ সে যখন জানিতে পারিল সিলভেষ্টারও তস্কর, তখন তাহার হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইল। সিলভেষ্টার যে শ্রেণীর তস্কর—সেই শ্রেণীর তস্করদের সে আন্তরিক ঘৃণা করিত, তথাপি সিলভেষ্টার দ্বারা তাহার স্বার্থসিদ্ধির পথ প্রশস্ত হইবে বুঝিয়া সে কিরূপ সুযোগ অবলম্বন করিবে তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল।

হঠাৎ সিলভেষ্টারের মুখের দিকে চাহিয়া সাটিরা দেখিল—সে তখনও মাথার উপর হাত তুলিয়া কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় বসিয়া আছে, তাহার মুখ শুকাইয়া গিয়াছে, প্রতিমুহূর্ত্তে বিপদের আশঙ্কায় সে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে।

সাটিরা তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, “আজ রাত্রে দশ হাজার পাউণ্ড আদায় করিবার জন্য তুমি লর্ড পাওয়ার্সের পল্লী-ভবন কিভার্ণ ম্যানরে যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছ ; কিন্তু লর্ড পাওয়ার্স তোমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিবে না, বা পুলিশ ডাকিয়া তোমাকে ধরাইয়া দিবে না—ইহা তুমি কিরূপে জানিলে ? হয় ত সে তোমাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য পূর্ব্বেই পুলিশে সংবাদ দিয়াছে। পুলিশ হয় ত তোমার জন্য সেখানে গোপনে প্রতীক্ষা করিতেছে।”

GN 36079

সিলভেষ্টার বলিল, “ঘটনাচক্র লর্ড পাওয়ার্সের এতই প্রতিকূল যে, সে আমাকে বিপন্ন করিতে সাহস করিবে না। যদি সে ঐ প্রকার দুঃসাহস প্রকাশ করে—তাহা হইলে তাহার কলঙ্ক-কাহিনী প্রচারিত হইতে বিলম্ব হইবে না—ইহা তাঁহার অজ্ঞাত নহে। তদ্ভিন্ন, সে আমার নিকট অঙ্গীকার করিয়াছে—টাকাগুলির জন্য তাহার গৃহে উপস্থিত হইলে আমার কোন বিপদ ঘটিবে না।

না, সে আমাকে প্রতারিত করিবে না ; টাকাগুলি লইয়া আমি নির্ব্বিঘ্নে বাড়ী ফিরিতে পারিব—এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়াছি।”

ডাক্তার সাটিরা তাহার কথা শুনিয়া অবজ্ঞাভরে বলিল, “ধূর্ত্ত তস্করের নিকট সে যে অঙ্গীকার করিয়াছে তাহা পালন করিবে—ইহার নিশ্চয়তা কি? তুমি তাহার শত্রু, যে কোন উপায়ে হউক, শত্রুকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য কাহার না আগ্রহ হয়? বিশেষতঃ সে কুটিল রাজনীতিজ্ঞ, তাহার শক্তি সামর্থ্য, প্রভাব প্রতিপত্তি অত্যন্ত অধিক। সে তোমাকে কীটের ন্যায় পদদলিত করিতে পারে।”

সিলভেষ্টার বুঝিল—এইবার তাহার সঙ্কল্পসিদ্ধির সুযোগ উপস্থিত। সে হাসিয়া বলিল, “হাঁ, আপনার মনে এইরূপ সন্দেহ হওয়াই স্বাভাবিক। আমিও যে ঐ সকল কথা না ভাবিয়াছি এরূপ মনে করিবেন না ; কিন্তু লর্ড পাওয়ার্সের আরও কয়েকখানি পত্র আমার টেবিলের দেরাজে আবদ্ধ আছে ; আপনি তাহা দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন—ঐরূপ আশঙ্কার কোন কারণ নাই। আপনার অনুমতি পাইলে সেইগুলি দেরাজ হইতে বাহির করিয়া—”

সিলভেষ্টার বোধ হয় মনে করিয়াছিল ডাক্তার সাটিরা তাহার কথায় ভুলিয়া তাহাকে দেরাজের ভিতর হাত প্রবেশ করাইতে দিবে ; সে সেই সুযোগে দেরাজ হইতে টোটাভরা পিস্তলটা বাহির করিয়া চক্ষুর নিমেষে তাহাকে গুলী করিবে।—এই আশায় সে তাহার কথা শেষ না করিয়াই ডেস্কের দেরাজে হাত দিল। সে দেরাজ টানিয়া তাহার ভিতর হইতে পিস্তলটা বাহির করিল বটে, কিন্তু সাটিরাকে লক্ষ্য করিয়া তাহা উত্তোলিত করিবার পূর্ব্বেই টেবিলের অন্য ধার হইতে অগ্নির একটি লোহিত তরঙ্গ সিলভেষ্টারের বক্ষঃস্থলে প্রবেশ করিল।

সিলভেষ্টারের মুখ হইতে একটি শব্দও নিঃসারিত হইল না। ইস্পাতের পাতমণ্ডিত গুলী (Steel jacketed bullet) নিঃশব্দে সিলভেষ্টারের বক্ষঃস্থলে প্রবেশ করিয়া তাহার বাঁ কাঁধের নিম্নভাগ দিয়া বাহির হইল এবং তাহার চেয়ারে বিঁধিয়া রহিল! সিলভেষ্টার তৎক্ষণাৎ মুখ গুঁজিয়া সম্মুখস্থ টেবিলের উপর পড়িয়া গেল। সেখানে ব্লটিংকাগজের একখানি ‘প্যাড’ (blotting pad) ছিল ; হতভাগ্য সিলভেষ্টারের

হৃদয়-শোণিতে তাহা রঞ্জিত হইল।—তাহার লক্ষ পাউণ্ড উপার্জ্জনের স্বপ্ন চক্ষুর নিমেষে শূন্যে মিলাইয়া গেল!

সাটিরা সিলভেষ্টারের মৃতদেহের দিকে চাহিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিল, এবং সক্রোধে বলিল, “নির্ব্বোধ পাতিচোরটা আশা করিয়াছিল—আমাকে ধাপ্পা দিয়া গুলী মারিবার সুযোগ করিয়া লইবে! হতভাগা নির্ব্বুদ্ধিতার ফল ভোগ করিল। আমার পথ এখন পরিষ্কার!”—সে পিস্তলটা পকেটে রাখিল।

সিলভেষ্টারকে এইভাবে হত্যা করিয়া সাটিরা বিন্দুমাত্র ক্ষুব্ধ বা বিচলিত হইল না, যেন সে একটি ক্ষুদ্র পিপীলিকাকে দংশনোদ্যত দেখিয়া, তাহাকে পদতলে নিষ্পেষিত করিল। অতঃপর সে কি করিবে—অবিচলিত চিত্তে চেয়ারে বসিয়া দুই এক মিনিট তাহাই ভাবিয়া লইল। তাহার পর তাড়াতাড়ি উঠিয়া সেই অট্টালিকার সম্মুখের দ্বার রুদ্ধ করিল, এবং সিলভেষ্টারের মৃতদেহ অবজ্ঞাভরে মেঝের উপর ঠেলিয়া-ফেলিয়া, তাহার দুই পা ধরিয়া সেই অট্টালিকার পশ্চাৎস্থিত পাকশালায় টানিয়া লইয়া গেল। পাকশালার এক কোণে একটি বৃহৎ ‘কাবোর্ড’ (a big cup-board) অর্থাৎ বাসন রাখিবার আধার ছিল। সাটিরা সিলভেষ্টারের মৃতদেহটি তুলিয়া তাহার ভিতর নিক্ষেপ করিল। তাহার পর কাবোর্ডের দ্বার চাবি দিয়া বন্ধ করিয়া চাবিটা পকেটে ফেলিল।

অতঃপর সাটিরা সিলভেষ্টারের উপবেশন-কক্ষে ফিরিয়া আসিয়া, রক্তাক্ত ব্লটিং-প্যাডখানি খণ্ড খণ্ড করিয়া অগ্নিকুণ্ডের প্রজ্বলিত অগ্নিতে নিক্ষেপ করিল, এবং চেয়ারে বসিয়া লর্ড পাওয়ার্সের পত্রখানি ও তাঁহার গুপ্ত কলঙ্ক-সংক্রান্ত কাগজ-পত্রগুলি পকেটে পুরিল। সিলভেষ্টারের খাতায় অন্যান্য অনেক লোকের কলঙ্কের যে সকল প্রমাণ ছিল, তাহাও সে পুড়াইয়া ফেলিল।

সাটিরা আপাততঃ কোন্ পথ অবলম্বন করিবে—তাহা সে পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছিল। সে কোন দিনও সুযোগ নষ্ট করে নাই; এখানে আসিয়া সৌভাগ্যক্রমে সে যে নূতন সুযোগ লাভ করিল, তাহার সদ্ব্যবহার করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইল।

সাটিরা অস্ফুটস্বরে বলিল, “পরের গুপ্ত কলঙ্কের এই ব্যবসাদারটা লর্ড পাওয়ার্সের

গুপ্ত কলঙ্ক-সংক্রান্ত এই সকল চিঠি-পত্রের সাহায্যে তাহার নিকট অনেক টাক আদায় করিত বটে, কিন্তু আমি তাহার নিকট টাকা আদায় করিব না ; আ তাহার নিকট অন্যভাবে সাহায্য গ্রহণ করিব। এই সকল চিঠি-পত্রের অধিকত সদ্ব্যবহার করিব। সর্ব্বপ্রথমে আমাকে শত্রুনাশ করিতে হইবে। এবার সে সুযোগ উপস্থিত।"—প্রতিহিংসার আগুনে তাহার বুক জ্বলিতেছিল ; এত দিনে তাহার আশা পূর্ণ হইবে ভাবিয়া সে হৃষ্টচিত্তে দুই টিপ নস্য গ্রহণ করিল।

সাটিরার পরিধানে তখনও রমণীর পরিচ্ছদ ছিল ; সে তাহা পরিবর্ত্তি করিবার অভিপ্রায়ে সিলভেষ্টারের শয়ন-কক্ষে চলিল। শয়ন- কক্ষটি দোতালায় অবস্থিত। শয়ন-কক্ষে সিলভেষ্টারের নানাবিধ পরিচ্ছদ ছিল ; সাটিরা একটা টুইডের 'সুট' বাছিয়া লইল ; কিন্তু সিলভেষ্টার তাহা অপেক্ষা স্থূলকায় ছিল, এজন্য তাহা সাটিরার গায়ে ঢিল হইল। অগত্যা সে গায়ে র‍্যাপার জড়াইয়া এই অসুবিধা দূর করিল। (he remedied this by winding a sheet around his body.) তখন তাহাকে অপেক্ষাকৃত স্থূলকায় দেখাইতে লাগিল।

সেই কক্ষের এক কোণে একটি পুরাতন পোর্টম্যাণ্টো ছিল, তাহা চর্ম্মনির্ম্মিত। সাটিরা সেই পোর্টম্যাণ্টোটি লইয়া নীচে নামিয়া আসিল, এবং চর্ম্মনির্ম্মিত যে সুটকেশ দুইটি সে মার্ল-হাউস হইতে লইয়া আসিয়াছিল, তাহা হইতে নোট ও স্বর্ণমুদ্রাগুলি বাহির করিয়া সেই পোর্টম্যাণ্টোতে পুরিয়া ফেলিল। জ্যাক্ বাওয়ার্স ক্লার্কেনওয়েল ব্যাঙ্ক লুণ্ঠন করিয়া আট বৎসর পূর্ব্বে যে টাকা ম্যাথ্ মার্লের নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছিল, সেই টাকা জ্যাকের বা মার্লের ভোগে লাগে নাই ; তাহা সাটিরার হস্তগত হইয়াছিল। সাটিরা সেগুলি লইয়া কি কৌশলে পুলিশের চক্ষুতে ধূলা দিয়া পলায়ন করিয়াছিল, তাহা পাঠক পাঠিকাগণ 'ডাক্তারের নবলীলায়' পাঠ করিয়াছেন, সুতরাং এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

সাটিরা তাহার সংগৃহীত অর্থরাশি পোর্টম্যাণ্টোতে পুরিয়া নূতন ছদ্মবেশ ধারণে প্রবৃত্ত হইল। সে আয়নার সম্মুখে বসিয়া নানা উপকরণের সাহায্যে তাহার মুখাবয়বের পরিবর্ত্তন করিল। ছদ্মরূপ ধারণের জন্য যে সকল সামগ্রীর—রং, তুলি, মোম, গঁদ প্রভৃতির প্রয়োজন—তাহা সর্ব্বদা তাহার সঙ্গেই থাকিত ; এই

কার্য্যে তাহার দক্ষতাও অসাধারণ ছিল। যদিও সে সিলভেষ্টারকে হত্যা করিবার পূর্ব্বে তাহার মুখের বিশেষত্ব সাবধানে লক্ষ্য করিবার অবসর পায় নাই, তথাপি সেই কক্ষে সিলভেষ্টারের যে তৈল-চিত্র ছিল—তাহা দেখিয়া সে নিজের মুখাকৃতির সেইরূপ পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইল। তাহার মুখের বর্ণও সিলভেষ্টারের মুখের বর্ণের অনেকটা অনুরূপ হইল।

অবশেষে সে দুই গালের ভিতর দুইখানি রবারের চাক্তি (two mussel-shaped rubber pads) পুরিয়া তাহার তোব্‌ড়ান মুখখানি সিলভেষ্টারের মুখের মত সুগোল করিয়া তুলিল ; এবং তাহার চক্ষু দুইটির ক্রূরতা ও হিংস্র ভাব ঢাকিবার জন্য রঙ্গীণ চশমায় চক্ষু আবৃত করিল, তাহার পর তাহার সুদীর্ঘ শুভ্র পরচুলা কাঁচি দিয়া ছাঁটিয়া একটু ছোট করিয়া লইল। তদ্বারা মস্তক আবৃত করায় তাহার কেশহীন মস্তকটি যে কেবল কেশসম্পদে পূর্ণ হইল ইহাই নহে, সে আয়নায় মুখ দেখিয়া বুঝিতে পারিল—তাহাকে দূর হইতে হঠাৎ দেখিলে সিলভেষ্টারের পরিচিত লোকেরা সিলভেষ্টার বলিয়াই ভ্রম করিবে। এই ছদ্মরূপে সাটিরার বয়স যেন অনেক বাড়িয়া গেল ; তাহাকে প্রাচীন দেখাইতে লাগিল।

সাটিরা ছদ্মবেশে সজ্জিত হইয়া মনে মনে বলিল, “আমাকে এখন কিভার্ণ ম্যানরে লর্ড পাওয়ার্সের সঙ্গে দেখা করিতে যাইতে হইবে। লর্ড পাওয়ার্সের পত্রেই তাহার ঠিকানা আছে। সে যে হ্যাম্পসায়ারে, এখান হইতে প্রায় এক শ মাইল দূরে ! আমি তাড়াতাড়ি না যাইলে রাত্রি আটটার সময় সেখানে পৌঁছিতে পারিব না। রাত্রি ঠিক আটটার সময় লর্ড পাওয়ার্সের সঙ্গে সিলভেষ্টারের দেখা করিবার কথা আছে।”

ডাক্তার সাটিরা সেই কক্ষ হইতে একখানি ‘রেলওয়ে গাইড’ সংগ্রহ করিয়া কিভার্ণ পল্লীর অবস্থান দেখিয়া লইল। কিভার্ণ পল্লীতে লর্ড পাওয়ার্সের পল্লী-ভবন অবস্থিত। ইহা ক্ষুদ্র পল্লী। ইহার দুই মাইল দূরে রেলের ষ্টেশন। পল্লীর অধিবাসী সংখ্যা তিন শতের অধিক নহে। সাটিরা রেলপথে কিভার্ণ পল্লীতে যাত্রা করা সঙ্গত মনে করিল না ; কারণ প্রথমতঃ তাহাতে বিপদের আশঙ্কা ছিল,

দ্বিতীয়তঃ রেলযোগে রাত্রি আটটার মধ্যে সেখানে উপস্থিত হইবার সম্ভাবন ছিল না।

সাটিরা বুঝিয়াছিল, সেই রুদ্ধদ্বার গৃহে হঠাৎ কেহ প্রবেশ করিয়া তাহাকে বিরক্ত করিবে না। সে দ্বারের পর্দ্দা টানিয়া দিয়া অগ্নিকুণ্ডের সন্নিহিত কো শয়ন করিল। সে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছিল, শয়ন মাত্র গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইল। কোন কুকর্ম্ম করিয়া সে অনুতপ্ত হইত না, নরহত্যা করিয়াও তাহার মনের বিন্দুমাত্র ভাবান্তর হইত না; সুতরাং সিলভেষ্টারকে হত্যা করিয়া তাহার শান্তির ব্যাঘাত হইল না। সে বেলা দুইটা পর্য্যন্ত সুপ্তিমগ্ন থাকিয়া শ্রান্তি দূর করিল।

---

# তৃতীয় প্রবাহ

## নূতন সঙ্কল্প

সিলভেষ্টারের উপবেশন-কক্ষস্থিত প্রকাণ্ড ঘড়িতে ঢং-ঢং শব্দে দুইটা বাজিল; সেই শব্দে সাটিরার নিদ্রাভঙ্গ হইল; সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিল। দ্বারের অদূরে আন্‌লায় চর্ম্মনির্ম্মিত একটি কোট ঝুলিতেছিল। সিলভেষ্টার সেই কোট পরিধান করিয়া মোটর-কার চালাইত। সাটিরা তাহা পরিধান করিল, এবং কাষ্ঠদণ্ডে একটি টুইডের টুপি দেখিয়া তাহা লইয়া মাথায় দিল।

সিলভেষ্টারের সকল কাজেই শৃঙ্খলা ছিল। সাটিরা সেই কোটের পকেটে হাত পুরিয়া একখানি কাগজ পাইল; সে তাহা খুলিয়া দেখিতে পাইল তাহা মোটর-কার চালাইবার লাইসেন্স। লাইসেন্সখানি দেখিয়া সে হর্ষোৎফুল্ল হইল, বুঝিতে পারিল, সিলভেষ্টারের মোটর-কারে দীর্ঘপথ অতিক্রম করিলেও পথিমধ্যে তাহাকে বিপন্ন হইতে হইবে না। লর্ড পাওয়ার্সের গুপ্ত কলঙ্কের প্রমাণ-সংক্রান্ত কাগজ-পত্রগুলি, এবং তিনি সিলভেষ্টারকে যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, তাহা সে পূর্ব্বোক্ত পোর্টম্যাণ্টোতে পুরিয়া লইল। তাহার পর সে গৃহের বাহিরে আসিয়া বহির্দ্বারে তালা লাগাইল। সে সেই তালার চাবিটি পুষ্পোদ্যানের সম্মুখস্থিত কূপের ভিতর নিক্ষেপ করিয়া, সিলভেষ্টারের বাসগৃহের পার্শ্বস্থিত 'গ্যারেজে' প্রবেশ করিল। গ্যারেজে একখানি ক্ষুদ্র মোটর-কার ছিল; তাহাতে দুইজন আরোহী বসিতে পারিত (two seater car.)। গাড়ীখানি পুরাতন হইলেও তাহা কার্য্যোপযোগী ছিল। গাড়ীর পেট্রল-ট্যাঙ্কটি 'পেট্রলে' পূর্ণ ছিল। সাটিরা গাড়ীখানি বাহির করিয়া ইঞ্জিনে 'ষ্টার্ট' দিতেই 'ভরর-ভরর' শব্দ উত্থিত হইল। সেই শব্দ সাটিরার কর্ণে যেন মধুবর্ষণ করিতে লাগিল। সাটিরা আরোহীর আসনে পোর্টম্যাণ্টোটি বসাইয়া রাখিয়া গাড়ীর 'হুড' তুলিয়া দিল। তখন আকাশ

মেঘাচ্ছন্ন ছিল, অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছিল।—সাটিরা চালকের আসনে বসিয়া গাড়ী লইয়া পথে বাহির হইল।

ওয়েডিন পল্লীর পথে তখন জনসমাগম ছিল না; পথিপ্রান্তবর্ত্তী কোন কোন অট্টালিকা বা কুটীর হইতে দুই একজন লোক দ্রুতগামী মোটর-কারের দিকে চাহিয়া দেখিল বটে, কিন্তু গাড়ীতে কে আছে তাহা লক্ষ্য করিল না। গ্রামের সকল লোক জানিত উহা সিলভেষ্টারের গাড়ী। একটি বৃদ্ধা কয়লাপূর্ণ একটা ঝুড়ি লইয়া সেই পথ দিয়া যাইতেছিল, সে শকটের আরোহী সিলভেষ্টার মনে করিয়া তাহাকে অভিবাদন করিল। সাটিরা হাসিবার ভঙ্গি করিয়া অঙ্গুলি দ্বারা টুপি স্পর্শ করিল। একজন কশাই তাহার ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া সাটিরাকে সিলভেষ্টার ভাবিয়া নমস্কার করিল, সাটিরাও মাথা হেলাইয়া তাহাকে প্রত্যভিবাদন করিল। গ্রাম অতিক্রম করিয়া গাড়ী প্রান্তর-পথে প্রবেশ করিল। সাটিরার সঙ্কোচ দূর হইল।

সাটিরা সারে জেলার ভিতর দিয়া দুই ঘণ্টা কাল হ্যাম্পসায়ারের প্রান্তসীমা অভিমুখে শকট পরিচালিত করিল। অবশেষে সে পোর্টস্‌মাউথ রোডে উপস্থিত হইল।—এই সময়-মধ্যে সে পথের কোন স্থানেই বাধা পায় নাই; কিন্তু আরও কিছুদূর অগ্রসর হইলে একজন কন্‌ষ্টেবল্ হঠাৎ পথের মধ্যস্থলে আসিয়া তাহার গতিরোধ করিবার জন্য হাত তুলিল। কন্‌ষ্টেবল একখানি সাইকেলে উপবিষ্ট ছিল। সাইকেল সাটিরার পথ ছাড়িল না দেখিয়া সাটিরা সক্রোধে পকেটে হাত পুরিল। সেই পকেটে টোটাভরা পিস্তল ছিল। সে কন্‌ষ্টেবলকে গুলী মারিয়া পথ পরিষ্কার করিতে উদ্যত হইল, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই সে ক্রোধ সংবরণ করিয়া পকেট হইতে হাত টানিয়া লইল। যদি সে সহজেই কন্‌ষ্টেবলটাকে বিদায় করিতে পারে তাহা হইলে একটা ফ্যাসাদ বাধাইয়া কোন লাভ নাই মনে করিয়া সে গাড়ী থামাইল, এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কন্‌ষ্টেবলের মুখের দিকে চাহিল।

কিন্তু সাটিরা তাহাকে কোন প্রশ্ন করিবার পূর্ব্বেই কন্‌ষ্টেবল নম্রভাবে বলিল, “মহাশয়, আপনার লাইসেন্সখানি দয়া করিয়া দেখাইবেন কি?”

সাটিরা অত্যন্ত গম্ভীরভাবে কোটের পকেট হইতে সিলভেষ্টারের লাইসেন্স-

খানি বাহির করিয়া কনষ্টেবলের সম্মুখে ধরিল। কনষ্টেবল তাহা দেখিয়া বলিল, “আপনি সারে জেলার ওয়েডিন গ্রাম হইতে আসিতেছেন? এই পথে কোথায় যাইবেন জানিতে পারি কি?”

সাটিরা তৎক্ষণাৎ পকেট হইতে লর্ড পাওয়ার্সের পত্রখানি বাহির করিয়া ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া পুনর্ব্বার এভাবে পকেট ফেলিল যে, কনষ্টেবল সেই পত্রের শীর্ষস্থিত ‘মনোগ্রাম’ ও ঠিকানাটি মাত্র দেখিতে পাইল।

সাটিরা কনষ্টেবলের মনে সম্ভ্রম উৎপাদনের উদ্দেশ্যে বলিল, “আমি হার্ট্‌সের কিভার্ণ ম্যানরে যাইতেছি; আমার বন্ধু লর্ড পাওয়ার্সের সঙ্গে একবার দেখা করা প্রয়োজন। ইহাই সোজাপথ কি না তাহা বোধ হয় তুমি বলিতে পারিবে?”

কনষ্টেবলের মনে হয় ত একটু সন্দেহের উদয় হইয়াছিল; সাটিরার কথায় সে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হইল। হাম্পসায়ারের দূরতম পল্লীতেও লর্ড পাওয়ার্সের মান সম্ভ্রম পল্লীবাসিগণের সুবিদিত ছিল; বিশেষতঃ এক সময় তিনি হাম্পসায়ারের ‘লর্ড লেফ্‌টেনাণ্ট’ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

কনষ্টেবল বলিল, “হাঁ আপনি ঠিক পথেই যাইতেছেন; সোজা এই পথে গিয়া যখন আপনি হাম্বলটনে উপস্থিত হইবেন—তখন ডাইনদিকের পথে যাইবেন, তাহা হইলে আপনি অনায়াসেই সেখানে পৌছাইতে পারিবেন। আপনার গমনে বাধা দিতে হইয়াছে—এজন্য আমি দুঃখিত; কিন্তু উপায় কি? আমরা হুকুম পাইয়াছি—পথে কোন গাড়ী দেখিলেই তাহার গতিরোধ করিয়া সন্ধান লইতে হইবে—আরোহী কোথা হইতে আসিতেছেন, কোথায় যাইবেন। ডাক্তার সাটিরা নামক একটা দুর্দ্দান্ত দস্যু গত সপ্তাহে জেলখানার গাড়ী ভাঙ্গিয়া পলায়ন করিয়াছে; তাহার সন্ধান লইবার জন্যই কর্ত্তৃপক্ষের এই প্রকার সতর্কতা। কিন্তু তথাপি সে এখনও ধরা পড়িল না!”

সাটিরা বলিল, “হাঁ, শুনিয়াছি সেই শয়তানের আতঙ্কে পুলিশ পর্য্যন্ত অস্থির! আশা করি তোমরা শীঘ্রই তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারিবে।”

সাটিরা পুনর্ব্বার তাহার গন্তব্য পথে অগ্রসর হইল; সে যখন কিভার্ণ-পল্লীতে

প্রবেশ করিল তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়াছিল। রাত্রি আটটার কয়েক মিনি পূর্ব্বেই সে লর্ড পাওয়ার্সের প্রাসাদতুল্য বৃহৎ অট্টালিকার দ্বারে উপস্থিত হইল সমুচ্চ ফটকের লৌহদ্বারের সম্মুখে আসিয়া সাটিরার মোটর-কারের 'হর্ণ' ভেঁ ভেঁা শব্দে বাজিয়া উঠিল।

মোটর-কারের বংশীধ্বনি শুনিবামাত্র একজন প্রহরী ফটকের লৌহদ্বা উন্মুক্ত করিল। সাটিরা সেই পথে শকট-সহ বিশাল সৌধের সম্মুখে উপস্থি হইল। সমগ্র অট্টালিকা তখন নিবিড় নৈশ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন, কেবল কয়েক বাতায়ন-পথে বিভিন্ন কক্ষস্থিত উজ্জ্বল বিদ্যুতালোক লক্ষিত হইতেছিল। ল পাওয়ার্সের স্ত্রী ও অন্যান্য পরিজনবর্গ কিছুদিন পূর্ব্বে ইউরোপে যাত্রা করিয়া ছিলেন; কিন্তু লর্ড পাওয়ার্স তাঁহাদের সঙ্গে যাইতে পারেন নাই; রাজনীতি কর্ত্তব্যের অনুরোধে তিনি ইংলণ্ডে থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

সাটিরা শকট হইতে নামিয়া গৃহদ্বারে গমন করিল। সে ঘণ্টাধ্বনি করিবামা একজন গম্ভীরাকৃতি প্রৌঢ় আর্দ্দালী হল-ঘরের দ্বার খুলিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহা মুখের দিকে চাহিল। সাটিরা তাহার কঠোর দৃষ্টিপাতে সঙ্কুচিত না হইয় হল-ঘরে প্রবেশ করিল। আর্দ্দালী তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবা পূর্ব্বেই সে নীরস স্বরে বলিল, "দেখ আর্দ্দালী, আমি লর্ড পাওয়ার্সের সঙ্গে দেখ করিতে আসিয়াছি। তিনি এখন আমারই প্রতীক্ষা করিতেছেন; আজ রাত্রি আটটার সময় আমার সঙ্গে তাঁহার দেখা করিবার কথা আছে; অবিলম্বে তাঁহাকে সংবাদ দাও।"

আর্দ্দালী সেই কক্ষের উজ্জ্বল বিদ্যুতালোকে সাটিরার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, "তিনি আপনার নাম জানিতে চাহিলে কি নাম বলিব?"

সাটিরা বলিল, "নাম? তাঁহাকে আমার নাম বলিতে হইবে না। আমি আসিয়াছি এই সংবাদ পাইলেই তিনি বুঝিতে পারিবেন—আমি কে।"

আর্দ্দালী হল-বর হইতে অদৃশ্য হইবামাত্র স্থূলোদর, দীর্ঘকায় একজন খানসামা আকর্ণপ্রসারিত গোঁফের নিশান উড়াইয়া সাটিবার সম্মুখে উপস্থিত হইল, এবং যথানিয়মে তাহার টুপি ও কোট খুলিয়া লইয়া তাহাকে তাহার অনুসরণ

করিতে ইঙ্গিত করিল। সাটিরা সেই খানসামার সঙ্গে অট্টালিকার অন্য প্রান্তস্থিত একটি সুপ্রশস্ত সুসজ্জিত কক্ষে প্রবেশ করিল। এই কক্ষটি ধূমপানের কক্ষ।

সেই কক্ষের অগ্নিকুণ্ডে কাঠের আগুন জ্বলিতেছিল; তাহারই অদূরে একখানি প্রকাণ্ড আরাম কেদারায় বসিয়া-পড়িয়া সাটিরা পকেট হইতে নস্যদানী বাহির করিল, এবং দুই টিপ নস্য নাসিকায় গুঁজিয়া রুমালে নাক মুছিল; তাহার পর সে সেই কক্ষের মূল্যবান আসবাবপত্র দেখিতে লাগিল। তাহার মনে হইল—যদি সে কয়েক দিন লর্ড পাওয়ার্সের এই পল্লীভবনে বাস করিবার অনুমতি লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার ধরা পড়িবার আশঙ্কা দূর হয়; কারণ সে লর্ড পাওয়ার্সের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, এরূপ সন্দেহ কাহারও মনে স্থান পাইবে না; এবং লর্ড পাওয়ার্সের ন্যায় প্রতিষ্ঠাপন্ন, শক্তিশালী রাজপুরুষের—মন্ত্রীসভার সদস্যের বাসভবনে পুলিশ তাহাকে খুঁজিতে আসিবে না। তাহার বাসের পক্ষে এরূপ নিরাপদ স্থান ইংলণ্ডে অধিক নাই বুঝিয়া সে এই অট্টালিকায় কিছুদিন বাস করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইল। মার্ব-হাউস হইতে পলায়ন করিয়া দৈবানুকম্পায় সে যে এরূপ নিরাপদ স্থানে আশ্রয় লাভ করিতে পারিবে—ইহা সে মুহূর্ত্তের জন্যও পূর্ব্বে আশা করিতে পারে নাই। সে হৃষ্টচিত্তে চারি দিকে চাহিয়া মনে মনে নিজের সৌভাগ্যের প্রশংসা করিতে লাগিল।

অল্পক্ষণ পরে সেই কক্ষের দ্বার খুলিয়া লর্ড পাওয়ার্স কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং দ্বার রুদ্ধ করিয়া সাটিরার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া সাটিরা বিস্মিত হইল। তাহার মনে হইল এরূপ ব্যক্তির সহিত কোন গুপ্ত-কলঙ্কের সম্বন্ধ থাকিতে পারে না; গুপ্ত-কলঙ্ক প্রকাশের ভয়ে তিনি তাঁহার কলঙ্ক-প্রচারের ভয়-প্রদর্শককে উৎকোচ দান করিবেন—ইহাও বিশ্বাস করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। লর্ড পাওয়ার্স দীর্ঘ-দেহ, সুপুরুষ; বীরের ন্যায় তাঁহার চলিবার ভঙ্গি, মুখমণ্ডলে তীক্ষ্ণবুদ্ধির নিদর্শন পরিস্ফুট; সুনীল উজ্জ্বল চক্ষু প্রতিভাপ্রদীপ্ত, প্রশস্ত ললাট চিন্তাশীলতার পরিচায়ক। সাটিরা ভাবিল—সিলভেষ্টার ইঁহাকেই ভয় দেখাইয়া উৎকোচ আদায় করিবার সঙ্কল্প

করিয়াছিল? সে নিশ্চয়ই ভুল করিয়াছিল। তথাপি সাটিরা স্থির করিল—সে যখন আসিয়াছে তখন যেরূপে হউক তাহার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবেই।

লর্ড পাওয়ার্সের অঙ্গে তখন একটি 'ডিনার জ্যাকেট' এবং মুখে সুদীর্ঘ চুরুট ছিল; ভোজনান্তে তিনি ধূমপান করিতেছিলেন। তিনি প্রায় দুই মিনিট কাল নিস্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সাটিরার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন; তাঁহার সেই দৃষ্টি ক্রোধ ও ঘৃণাপূর্ণ।

লর্ড পাওয়ার্স অবশেষে কথা কহিলেন, তাঁহার কথাগুলি যেন চাবুকের আঘাত! তিনি সাটিরার মুখের দিকে তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া সরোষে বলিলেন, তুমি আসিয়াছ? তুমিই আমার কলঙ্ক-প্রচারের ভয় দেখাইয়া ঘুষ লইতে আসিয়াছ? উত্তম, তোমার কি প্রমাণ আছে বাহির কর। তোমার মত নর-পিশাচকে শীঘ্র এখান হইতে বিদায় করিবার জন্য আমি অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছি। তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করিয়া তুমি আমার গৃহত্যাগ করিলেই সুখী হইব।"

সাটিরা অচঞ্চল-স্বরে বলিল, "এত ব্যস্ত হইবেন না লর্ড মহাশয়! আমি কাহারও চাকর নহি; সুতরাং আমার যথেষ্ট অবসর আছে। আমি বহুদূর হইতে আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছি।"—সে উঠিয়া লর্ড পাওয়ার্সকে অভিবাদন করাও আবশ্যক মনে করিল না; চেয়ারে যে ভাবে বসিয়াছিল, সেই ভাবেই বসিয়া রহিল।

লর্ড পাওয়ার্স তাহার খাতির-নদারৎ ভাব দেখিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন, তাহার কথা শুনিয়া বলিলেন, "অনেক দূর হইতে ঘুষ লইতে আসিয়াছ? এখনই ফিরিয়া যাইতে তোমার কষ্ট হইবে বুঝিয়া সুখী হইলাম। তোমার মত ইতর দস্যু যত দূরে থাকে ততই মঙ্গল। তোমার দলীল পত্রগুলি লইয়া আসিয়াছ ত? কোন্ প্রমাণের বলে ঘুষ আদায় করিবে! শীঘ্র সেগুলি বাহির কর।"

সাটিরা বলিল, "হাঁ আনিয়াছি; কিন্তু সকলগুলি আনি নাই। এখন আপনি কিছু পাইবেন, তাহার পর আপনার সঙ্গে দেনাপাওনার চুক্তি শেষ হইলে অবশিষ্ট কাগজ-পত্র ক্রমে আপনার নিকট প্রেরিত হইবে। আপনার সঙ্গে সেইরূপই বন্দোবস্ত হইয়াছে কি না।"

লর্ড পাওয়ার্স অধীর ভাবে বলিলেন, “বন্দোবস্ত? না, এই ব্যাপার লইয়া কাহারও সঙ্গে আমি কোন বন্দোবস্ত করি নাই। আমি তোমার পত্র পাইয়া প্রথমে মনে করিয়াছিলাম—তোমাকে পুলিশের হস্তে অর্পণ করিব, কিছু দিন জেল খাটিলেই তোমার এই রোগ সারিয়া যাইবে, আর কাহাকেও খোঁচাইতে সাহস করিবে না; কিন্তু এই ভাবে তোমার শাস্তির ব্যবস্থা করিলে কেলেঙ্কারী অনেক দূর গড়াইবে ভাবিয়া আমি সেই সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়াছি। কিছু টাকা দিয়া তোমার মত দুর্জ্জনের মুখ বন্ধ করাই সঙ্গত মনে হইয়াছে। তুমি সেই সকল গোপনীয় কাগজ পত্র কোথা হইতে কিরূপে সংগ্রহ করিলে তাহা জানিবার জন্য আমার আগ্রহ হইয়াছে।”

সেই সকল কাগজ পত্র সিলভেষ্টার কি উপায়ে সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহা সাটিরা জানিত না, এবং জানিলেও বলিত না। লর্ড পাওয়ার্সের কথা শুনিয়া সাটিরা অবজ্ঞা ভরে বলিল, “কিন্তু আপনার এই আগ্রহ পূর্ণ করা আমি সম্পূর্ণ নিস্প্রয়োজন মনে করি, লর্ড মহাশয়! আমি আপনাকে কোন কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নহি।”

লর্ড পাওয়ার্স বলিলেন, “উত্তম, তাহা তোমাকে বলিতে হইবে না। আমি তোমার জন্য দশ হাজার পাউণ্ডের ট্রেজারি-নোট ঐ সিন্দূকে রাখিয়া দিয়াছি। এখনই তাহা তোমাকে বাহির করিয়া দিতে প্রস্তুত আছি; ইচ্ছা হইলে তুমি তাহা গণিয়া দেখিতে পার।”

লর্ড পাওয়ার্স নোটগুলি বাহির করিবার জন্য সেই কক্ষের এক কোণে সংস্থাপিত সিন্দুকের দিকে অগ্রসর হইতে উদ্যত হইলেন; তাহা দেখিয়া সাটিরা বলিল, “এত ব্যস্ত হইবেন না লর্ড মহাশয়! নোটগুলা আপনাকে সিন্দুক হইতে বাহির করিতে হইবে না। আপনার দশহাজার পাউণ্ডের নোট আপনারই থাক, তাহাতে আমার আর লোভ নাই। আমি আমার পূর্ব্ব-সঙ্কল্প পরিবর্ত্তিত করিয়াছি।”

শয়তানটা বলে কি?—দশহাজার পাউণ্ডে আর তাহার লোভ নাই, সে তাহা লইবে না! সে এই উৎকোচ-গ্রহণের সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়াছে? তাহার

মতলব কি?—লর্ড পাওয়ার্স সাটিরার মনের ভাব বুঝিতে না পারিয়া বিস্ময়াকুল দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিলেন; তাঁহার মন উদ্বেগ ও আশঙ্কায় পূর্ণ হইল। তিনি মুহূর্ত্তকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, “তুমি উৎকোচ গ্রহণের সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়াছ?—তবে কি তুমি নিঃস্বার্থ ভাবে সেই সকল কাগজ-পত্র আমাকে দিয়া যাইবে?”

সাটিরা তাহার কুৎসিৎ মুখে হাসির বাহার দেখাইয়া বলিল, “না লর্ড মহাশয়! ঐরূপ নিঃস্বার্থ ভাবে আপনার উপকার করিবার জন্য আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নাই! আপনি বোধ হয় আমার কথার মর্ম্ম ঠিক বুঝিতে পারেন নাই। আমি বলিয়াছি—আমি আমার পূর্ব্ব-সঙ্কল্প পরিবর্ত্তিত করিয়াছি; আমার দাবী ছাড়িয়া দিয়াছি—এ কথা বলি নাই। টাকায় আমার আর প্রয়োজন নাই, কারণ প্রচুর অর্থ আমার কাছেই আছে।”

লর্ড পাওয়ার্স হতাশভাবে বলিলেন, “টাকায় তোমার প্রয়োজন নাই, অথচ দাবীও তুমি ত্যাগ করিবে না বলিতেছ! তাহা হইলে তুমি কি চাও? আমি তোমার মতলব বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি ত বড় সোজা লোক নও হে! টাকা চাও না, কি চাও তুমি?”

সাটিরা হাসিয়া বলিল, “না আমি সোজা লোক নই, একটু বাঁকা—আপনি ঠিকই বুঝিয়াছেন। আমি টাকা চাই না, কারণ টাকার আমার অভাব নাই—আমি চাই আপনার সাহায্য। কোন কোন কার্য্যে আপনি আমার সহযোগিতা (Co-operation) করিবেন, এবং পাঁচ সাত, বড় জোর আট দশ দিন আমাকে অতিথিরূপে আপনার এই বাড়ীতে বাস করিতে দিবেন—ইহাই আমি চাই। বহুদূর হইতে এখানে আসিয়া আমি পরিশ্রান্ত হইয়াছি, এবং এখান হইতে কোথায় যাইব তাহাও স্থির করিতে পারি নাই। যত দিন আমি আমার বাসের জন্য একটি বাড়ী ঠিক করিয়া লইতে না পারি, তত দিন আপনার এই বাড়ীতেই বাস করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি। আপনি কোন চাকরকে ডাকিয়া আমার গাড়ীখানি আপনার ‘গ্যারেজে’ রাখিতে আদেশ করুন, এবং আমার বাসের জন্য একটি কামরা নির্দ্দিষ্ট করিয়া, সেখানে আমার ব্যাগটি লইয়া যাইতে বলুন।

আপনার চাকরেরা যেন আমার ব্যাগটীর উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখে, কারণ সেই ব্যাগের ভিতর চল্লিশ হাজার পাউণ্ডের স্বর্ণমুদ্রা ও নোট আছে ; সুতরাং ব্যাগটী যেখানে-সেখানে সেখানে ফেলিয়া রাখিলে চলিবে না।

সাটিরার কথা শুনিয়া লর্ড পাওয়ার্সের মুখ মলিন হইল, তাঁহার চক্ষু আতঙ্কে বিস্ফারিত হইল। তাঁহার মনে হইল যে ব্যক্তি তাঁহার সম্মুখে বসিয়া অচঞ্চল স্বরে এরূপ দৃঢ়তার সহিত এই সকল কথা বলিতে পারে, অসঙ্কোচে তাঁহার উপর হুকুম জারী করে—সে সাধারণ লোক নহে। সে চল্লিশ হাজার পাউণ্ডের নোট ও স্বর্ণমুদ্রা লইয়া তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইয়াছে, এবং অনির্দ্দিষ্ট কাল সেখানে বাস করিবে বলিয়া তাঁহার উপর হুকুম চালাইতেছে !—লোকটা কে ? লর্ড পাওয়ার্স বিহ্বল দৃষ্টিতে সাটিরার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন ; তাহার পর অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "কে তুমি ? আমি তোমার প্রকৃত পরিচয় জানিতে চাই।"

সাটিরা গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, "হাঁ, আমার প্রকৃত পরিচয় জানিবার জন্য আপনার আগ্রহ হওয়াই স্বাভাবিক ; এবং আপনাকে তাহা বলিতে আমারও আপত্তির কোন কারণ নাই। আমার নাম বোধ হয় আপনার অজ্ঞাত নহে, আমি ডাক্তার সাটিরা। এ নাম কি আপনার অপরিচিত লর্ড মহাশয় ? পথশ্রান্ত নিরাশ্রয় ডাক্তার সাটিরা আজ আপনার অতিথি ;—কিন্তু আপনি আপনার পরিচারকগণের নিকট আসল নামটি গোপন করিয়া, জন স্মিথ, অথবা উইলিয়ম ব্রাউন—যে নাম ইচ্ছা সেই নামেই আমার পরিচয় দিবেন। সাটিরা উচ্চৈঃস্বরে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহার সেই বিকট হাসি ক্ষুধার্ত্ত হায়েনার গর্জ্জনধ্বনিবৎ লর্ড পাওয়ার্সের কর্ণে প্রবেশ করিল। সাটিরার নাম শুনিয়া ভয়ে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। সম্মুখে কোন ভীষণ-দর্শন বিষধর সর্প হঠাৎ মাথা তুলিয়া ফণা উদ্যত করিলে পথিক যেমন আতঙ্কে বিহ্বল হইয়া পশ্চাতে সরিয়া যায়, লর্ড পাওয়ার্সও সেই ভাবে কয়েক পদ দূরে সরিয়া দাঁড়াইলেন ; তাঁহার বুকের উপর যেন সবেগে হাতুড়ি পড়িতে লাগিল। তিনি সাটিরার পৈশাচিক মুখভঙ্গি দেখিয়া সভয়ে দুই হাতে মুখ ঢাকিলেন, এবং বিমুখ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন ; কিন্তু সাটিরার ক্রূরতাপূর্ণ শুষ্ক হাস্যধ্বনি পুনঃপুনঃ তাঁহার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

# চতুর্থ প্রবাহ

## ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স অদৃশ্য.

সাটিরার নূতন কোন উপদ্রবের কথা কেহই শুনিতে পাইল না ; সংবাদ-প সমূহে তাহার আর কোন সংবাদ প্রকাশিত হইল না। লণ্ডনের জন-সাধার তাহার প্রসঙ্গের আলোচনায় বিরত হইল ; সকলেই যেন তাহার কথা ভুলিয়া গেল লণ্ডনের সকল শ্রেণীর লোকের বিশ্বাস হইল, সাটিরা গোপনে মার্ল-হাউস হইতে পলায়ন করিয়া কোন কৌশলে ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়াছে ; আর সে লণ্ড ফিরিয়া আসিবে না, লণ্ডনবাসীদের আতঙ্কের কারণ দূর হইয়াছে।

সাটিরা মার্ল-হাউস হইতে প্রায় চল্লিশ হাজার পাউণ্ড আত্মসাৎ করিয়া গুপ্ত পথে পলায়ন করিয়াছে জানিতে পারিয়া পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিল ; স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ডিটেক্‌টিভেরাও নানা স্থানে তাহা অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, কিন্তু দুই সপ্তাহের মধ্যে যখন কোন স্থানে তাহার কো সংবাদ পাইলেন না—তখন তাঁহারা হতাশ হইয়া পড়িলেন। এই ভাবে দীর্ঘকা অতীত হইল। বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের সর্ব্বত্র সাটিরার গ্রেপ্তারের জন্য পরোয়ানা প্রেরিত হইয়াছিল ; তাহাকে জীবিত বা মৃত অবস্থায় যে ধরিয়া দিতে পারিবে—তাহাকে আট হাজার পাউণ্ড পুরস্কার দেওয়া হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল। ক্রমে তিন মাস অতীত হইল, ইংলণ্ড, স্কট্‌ল্যাণ্ড, আয়াল্যাণ্ডের সর্ব্ব স্থান হইতে লণ্ডনে সংবাদ আসিল সাটিরা ফেরার ; তাহার সন্ধান হইল না। বৃটিশ দ্বীপ পুঞ্জের বিভিন্ন নগরে যে সকল কোম্পানী চলচ্চিত্র ( cinema ) প্রদর্শন করিত, পুলিশ তাহাদিগকে টাকা দিয়া তাহাদের দৃশ্যপটে সাটিরার চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিয়াছিল। তাহাদের উদ্দেশ্য, চলচ্চিত্রের দর্শকগণ সাটিরার প্রতিকৃতি দেখিয়া তাহাকে চিনিয়া রাখিবে, এবং তাহাকে দেখিতে পাইলেই পুরস্কারের লোভে গ্রেপ্তার করিবে। কিন্তু পুলিশের সে আশা পূর্ণ হইল না ; অবশেষে

চলচ্চিত্রে তাহার চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা রহিত হইল।—সকলেরই ধারণা হইল লণ্ডনে আর দীর্ঘকাল বাস করা নিরাপদ নহে বুঝিতে পারিয়া পুলিশের ভয়ে সাটিরা ইউরোপের অন্য কোন দেশে গোপনে পলায়ন করিয়াছে। ফ্রান্স, ইটালী, জার্ম্মানী প্রভৃতি কোন দেশে সে দস্যুবৃত্তি আরম্ভ করিয়াছে। সে কোথায় কি করিতেছে—তাহা সেই দেশের সংবাদপত্র পাঠে শীঘ্রই জানিতে পারা যাইবে।

ডাক্তার সাটিরা প্রাণভয়ে লণ্ডন ত্যাগ করিয়া ইউরোপের অন্য কোন দেশে পলায়ন করিয়াছে, এ কথা ইংলণ্ডের সকল লোক বিশ্বাস করিলেও কেবল একজন লোক এই অনুমান সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেন না। তিনি লণ্ডনের বেকার ষ্ট্রীটের সুবিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ মিঃ রবার্ট ব্লেক। সাটিরা তাহার সঙ্কল্পসিদ্ধি না করিয়াই ধরা পড়িবার ভয়ে লণ্ডন ত্যাগ করিয়াছে—ইহা তিনি বিশ্বাস করিতে পারিলেন না।

মিঃ ব্লেক ডাক্তার সাটিরাকে যেমন চিনিতেন, তাহার গতিবিধির যেরূপ সন্ধান রাখিতেন, তাহার দুরভিসন্ধির যতখানি পরিচয় পাইয়াছিলেন, সে সকল বিষয়ে কোন পুলিশকর্ম্মচারী বা স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কোন ডিটেক্‌টিভ তাঁহার ন্যায় অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারেন নাই। কূটবুদ্ধি ও চতুরতায় কেবল তিনিই সাটিরার সমকক্ষ ছিলেন; সাটিরা বহুবার বিপন্ন হইয়াছিল, একবার ধরা পড়িয়াছিল, এবং কয়েক বার ধরা পড়িবার পূর্ব্বেই পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিল; কিন্তু মিঃ ব্লেকই তাহার এই সকল বিপদের মূল। মিঃ ব্লেকের সহায়তা ভিন্ন পুলিশ বা স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ডিটেক্‌টিভেরা সাটিরার গুপ্ত আড্ডা সমূহের সন্ধান পাইতেন না, ইহা পাঠক পাঠিকাগণের সুবিদিত।

কিন্তু পুলিশের প্রাণপণ চেষ্টাতেও সাটিরা ধরা পড়িল না—এজন্য মিঃ ব্লেককে দোষী করিবার উপায় ছিল না। তাঁহার ন্যায় বহুদর্শী সুদক্ষ ডিটেক্‌টিভের নিকট যাহা আশা করা যায়—তিনি তাহার ত্রুটি করেন নাই। তিনি বহুবার সাটিরার বহু ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়াছিলেন, তাঁহারই কার্য্যকুশলতায় সাটিরা একাধিক বার মুখের গ্রাস ফেলিয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিল; কিন্তু পুলিশ সতর্কতা সহকারে তাহার অনুসরণ করিয়াও তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারে নাই।

এক বার তিনি সাটিরাকে সদলে গ্রেপ্তার করিয়া শৃঙ্খলিত করিয়াছিলেন; ('ডাক্তারের হাতেদড়ি' দ্রষ্টব্য) তাহাকে কারাগারে আবদ্ধ করা হইয়াছিল। কিন্তু সেসন আদালতে যে দিন তাহার বিচার আরম্ভ হইবার কথা, সেই দিন কারাগার হইতে বিচারালয়ে প্রেরিত হইবার সময় সে জেলখানার গাড়ী ভাঙ্গিয়া বিচারালয়ের সন্নিহিত পথ হইতে কি কৌশলে পলায়ন করিয়াছিল, তাহাও পাঠক পাঠিকাগণের স্মরণ থাকিতে পারে। ('ডাক্তারের মুষ্টিযোগ' দ্রষ্টব্য)

যাহা হউক, মার্ল-হাউস হইতে ডাক্তার সাটিরার অন্তর্দ্ধানের পর, দীর্ঘকালের মধ্যেও যখন তাহার কোন সন্ধান হইল না, তখন মিঃ ব্লেকও কতকটা নিরাশ হইয়া পড়িলেন।

পুলিশ সাটিরাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য যেদিন মার্ল-হাউস খানাতল্লাস করিয়াছিল, তাহার পর দুই সপ্তাহ অতীত হইয়াছে। মিঃ ব্লেক সেই দিন সায়ংকালে তাঁহার উপবেশন-কক্ষে বসিয়া ধূমপান করিতে করিতে সেই দিনের কয়েকখানি দৈনিক সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিলেন, এবং সেই সকল কাগজে যে সকল জটিল ফৌজদারী মামলার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল—তাহার কোন কোন অংশ নীল-পেন্সিল দিয়া চিহ্নিত করিতেছিলেন; ফিকা লাল একটি পরিচ্ছদে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ আবৃত ছিল। তিনি চটিজুতা সমেত দুই পা একখানি অনুচ্চ টুলের উপর তুলিয়া দিয়া চেয়ারে বসিয়া অদূরবর্ত্তী অগ্নিকুণ্ডের বহ্নিসেবন করিতেছিলেন।

মিঃ ব্লেকের সহকারী স্মিথ জানালার কাছে বসিয়া কতকগুলি সংবাদ-পত্রের চিহ্নিত অংশ কাঁচি দিয়া কাটিতেছিল। সেই সকল অংশ আঠা দিয়া খাতায় আঁটিয়া রাখিবার কথা; কিন্তু স্মিথ সপ্তাহাধিক কাল এই কার্য্যে হস্তক্ষেপণ করিতে পারে নাই, এইজন্য তাহাকে সে দিন অত্যধিক পরিশ্রম করিতে হইতেছিল। মিঃ ব্লেক প্রয়োজন-বোধে যখন যে মামলার বিবরণ দেখিতে চাহিতেন, স্মিথকে তখনই সেই সকল কর্ত্তিত অংশ বাহির করিয়া দেখাইতে হইত।

স্মিথ পরিশ্রান্ত ভাবে কাঁচিখানি ফেলিয়া রাখিয়া সেই কক্ষের চতুর্দ্দিকে চাহিতে লাগিল; অদূরবর্ত্তী দেওয়ালে একখানি পত্র-পঞ্জিকা ঝুলিতেছিল, তাহাতে তাহার

দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। সেদিন কোন্ তারিখ তাহা দেখিয়া সে মিঃ ব্লেককে বলিল, "কর্ত্তা আজ ঠিক দুই সপ্তাহ হইল ডাক্তার সাটিরা মার্ল-হাউস হইতে পলায়ন করিয়াছে। এই দুই সপ্তাহ-মধ্যে তাহার কোন খোঁজ-খবর পাওয়া গেল না! যদি সে ইংলণ্ডে থাকিত, তাহা হইলে দুই সপ্তাহ-মধ্যে সে নিশ্চয়ই কোথাও লুঠ-তরাজ বা নরহত্যা করিত; আমরা তাহার নূতন কীর্ত্তির সংবাদ পাইতাম। সুতরাং মনে হইতেছে সে ধরা পড়িবার ভয়ে সেই চল্লিশ হাজার পাউণ্ড লইয়া দেশান্তরে চম্পট দিয়াছে।"

মিঃ ব্লেক পাইপটা মুখ হইতে নামাইয়া বলিলেন, "হাঁ, দুই সপ্তাহ-মধ্যে সে কাহাকেও দংশন করে নাই, এ কথা সত্য; কিন্তু সে এদেশ ছাড়িয়া দেশান্তরে পলায়ন করিয়াছে—এরূপ সিদ্ধান্ত করিবার কোনও কারণ দেখিতেছি না। ঝড় আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে প্রকৃতি যেমন স্তব্ধ ভাব ধারণ করে, সাটিরার নিস্তব্ধতাও অনেকটা সেই রকম। সে বোধ হয় কয়েক দিনের জন্য বিশ্রাম করিতেছে, অথবা গোপনে কোন নূতন শিকারের সন্ধান করিতেছে। পুলিশের তাড়ায় সে নানাস্থানে লুকাইয়া বেড়াইতেছিল, তাহার অনুচরবর্গও ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিল। সম্ভবতঃ সে একস্থানে আড্ডা লইয়া পুনর্ব্বার তাহার দলবল সংগ্রহ করিতেছে। আমার বিশ্বাস, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া সে পুনর্ব্বার কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে, এবং এরূপ প্রচণ্ড বেগে আমাদিগকে আক্রমণ করিবে যে, তাহার তাল সামলাইয়া উঠা আমাদের সকলের পক্ষেই কঠিন হইবে। দুই সপ্তাহ সে চুপ করিয়া আছে বটে, কিন্তু কয়েক দিন পরে সে কোথায় কি করিয়া বসিবে—তাহা অনুমান করা আমাদের অসাধ্য।"

স্মিথ বলিল, "কিন্তু এখন ত চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ।—কয়েক দিনের মধ্যে যে সকল অপরাধের কথা শুনিতে পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে সারে জেলার ওয়েডিন পল্লীর হত্যাকাণ্ডটাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রহস্যপূর্ণ ব্যাপার; কিন্তু সাটিরার পলায়নের সংবাদে সকলেরই মনে এরূপ ভয় হইয়াছিল যে, এই হত্যাকাণ্ডটাও চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। এ সম্বন্ধে বিশেষ কোন আন্দোলন আলোচনা হয় নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, এই হত্যাকাণ্ডটা যে অত্যন্ত রহস্যপূর্ণ, এ বিষয়ে

অনুমাত্র সন্দেহ নাই। যে ভদ্রলোকটি নিহত হইয়াছেন তাঁহার নাম মিঃ সিলভেষ্টার। সারে জেলার ওয়েডিন পল্লীতে তিনি বাস করিতেন। লোকটি সেই পল্লীর সম্ভ্রান্ত অধিবাসী; নিতান্ত নিরীহ ব্যক্তি। মিষ্টভাষী, ধার্ম্মিক ও পরোপকারী বলিয়া তাঁহার সুনাম ছিল। ওয়েডিনের সকল লোক তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত; স্থানীয় ভজনালয়ের তিনি একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। প্রত্যেক সদনুষ্ঠানে তাঁহার সহানুভূতি ছিল। পৃথিবীতে তাঁহার কোন শত্রু ছিল না; কিন্তু এই নির্ব্বিবাদ নিরীহ ভদ্রলোকটি তাঁহার বাস-গৃহে নিহত হইয়াছেন! কে কি উদ্দেশ্যে তাঁহাকে হত্যা করিয়াছে তাহা বুঝিবার উপায় নাই। প্রায় দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে তাঁহাকে তাঁহার মোটর-কারে সেই গ্রামে ভ্রমণ করিতে দেখা গিয়াছিল; তাহার পর কেহ তাঁহাকে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিতে দেখে নাই। কয়েক দিন পরে তাঁহার কোন কোন বন্ধু তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার ঘরের দরজা বন্ধ ছিল। তাঁহারা দরজার বাহির হইতে তাঁহাকে ডাকাডাকি করিয়া তাঁহার সাড়া না পাওয়ায় পুলিশে সংবাদ দিয়াছিলেন। পুলিশ ঘরের তালা ভাঙ্গিয়া তাঁহার ঘরে প্রবেশ করে, এবং বিভিন্ন কক্ষে তাঁহার অনুসন্ধান করিয়া, অবশেষে পাকশালার কাবোর্ডের মধ্যে তাঁহার মৃতদেহ দেখিতে পায়। কাবোর্ডটি তালা দিয়া বন্ধ করা ছিল। তাঁহার মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া পুলিশ জানিতে পারে—তাঁহার বক্ষঃস্থলে গুলী করিয়া কয়েক দিন পূর্ব্বে তাঁহাকে হত্যা করা হইয়াছিল।"

স্মিথ বলিল, "আমি এই হত্যাকাণ্ডের সকল বিবরণ পড়ি নাই।—মিঃ সিলভেষ্টারের কোন জিনিসপত্র চুরী গিয়াছিল কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাঁহার মোটর-কারখানি অদৃশ্য হইয়াছিল; আর কোন জিনিস চুরী গিয়াছিল কি না জানিতে পারা যায় নাই। বস্তুতঃ, এই হত্যাকাণ্ডের উদ্দেশ্য ( motive ) এখন পর্য্যন্ত বুঝিতে পারা যায় নাই; অথচ বিনা-উদ্দেশ্যে কেহ কাহাকেও হত্যা করে না।"

স্মিথ বলিল, "আপনি বলিলেন দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে মিঃ সিলভেষ্টারকে তাঁহার মোটর-কারে সেই গ্রামের পথে যাইতে দেখা গিয়াছিল।—তাঁহাকে কি কেহ বাড়ী ফিরিতে দেখে নাই?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তিনি বাড়ী ফিরিয়াছিলেন, ইহার প্রমাণ পুলিশ সংগ্রহ করিতে পারে নাই।"

স্মিথ বলিল, "তাহা হইলে যাহাকে মোটর-কারে গ্রামের পথে যাইতে দেখা গিয়াছিল, সেই ব্যক্তি সম্ভবতঃ সিলভেষ্টার নহে। যে তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিল—সেই লোকটাই তাঁহার মোটর-কার লইয়া পলায়ন করিতেছিল—এরূপ অনুমান করা কি অসঙ্গত কর্ত্তা!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার এই অনুমান অসঙ্গত নহে; কিন্তু পুলিশ সন্ধান লইয়া জানিতে পারিয়াছে—কোন কোন লোক, মিঃ সিলভেষ্টারেরই পরিচিত কোন কোন গ্রামবাসী—সেই মোটর-কারে তাঁহাকেই যাইতে দেখিয়াছিল; তিনিই সেই মোটর-কার চালাইতেছিলেন। একজন সেই মোটর-কারের আরোহীর আসনে একটি বড় পোর্টম্যাণ্টো দেখিয়াছিল, পুলিশের নিকট এ কথাও সে প্রকাশ করিয়াছে। এই জন্য পুলিশের ধারণা হইয়াছিল—তিনি সেই পোর্টম্যাণ্টোতে তাঁহার প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র লইয়া কোন কার্য্যোপলক্ষে কয়েক দিনের জন্য স্থানান্তরে যাইতেছিলেন। এই কারণেই হত্যাকাণ্ডের কয়েক দিন পরে তাঁহার সন্ধান হইয়াছিল। সেই দিনই, তাঁহার মৃতদেহ দেখিতে পাওয়া যায়। হত্যা-কাণ্ডের দিন তাঁহার মৃতদেহ আবিষ্কৃত হইলে পুলিশ তাঁহার অপহৃত মোটর-কারের সন্ধান করিতে পারিত; তথাপি তাহারা তাহা খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করে নাই। কিন্তু তাহাদের চেষ্টা বিফল হইয়াছে। যদি আমার হাতে কতকগুলি জরুরী কাজ না থাকিত, তাহা হইলে এই রহস্য ভেদের চেষ্টা করিবার জন্য ওয়েডিন গ্রামে যাইতাম; কারণ এই অদ্ভুত হত্যাকাণ্ডের বিবরণ শুনিয়া হত্যা-রহস্য ভেদের জন্য আমার একটু আগ্রহ হইয়াছিল। বিনা-উদ্দেশ্যে নরহত্যা—অদ্ভুত ব্যাপার বটে!"

স্মিথ বলিল, "মিঃ সিলভেষ্টারকে দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে তাঁহার মোটর-গাড়ীতে ওয়েডিন পল্লীর পথে ভ্রমণ করিতে দেখা গিয়াছিল বলিলেন না?—ডাক্তার সাটিরাও ঠিক দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে মার্ল-হাউস হইতে চল্লিশ হাজার পাউণ্ড অপহরণ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "একই দিনে এই রূপ দুইটি ঘটনা ঘটিয়াছে বলিয়া তাহাদের পরস্পরের সহিত কোন সম্বন্ধ আছে, এরূপ সিদ্ধান্ত করা অসঙ্গত স্মিথ! তোমার বোধ হয় সন্দেহ হইয়াছে সাটিরা মার্ল-হাউস্ হইতে পলায়ন করিয়া ওয়েডিন পল্লীতে উপস্থিত হইয়াছিল, এবং মিঃ সিলভেষ্টারকে গোপনে হত্যা করিয়া তাঁহার মোটর-কার চুরী করিয়াছিল। কিন্তু মিঃ সিলভেষ্টারের ন্যায় নির্ব্বিরোধ নিরীহ পল্লীবাসীকে হত্যা করিবার তাঁহার কি প্রয়োজন ছিল?"

স্মিথ বলিল, "মনুষ্যের জীবন ও কীট পতঙ্গের জীবন যাহার নিকট সমান, নরহত্যায় যাহার কিছু মাত্র কুণ্ঠা নাই, মোটর-কারের লোভে সে কি কোন নির্ব্বিরোধ নিরীহ ব্যক্তিকে হত্যা করিতে কুণ্ঠিত হইত? সে যখন প্রাণভয়ে বহু দূরে পলায়ন করা প্রয়োজনীয় মনে করিতেছিল, সেই সময় একখানি মোটর-কার সংগ্রহ করিবার জন্য যদি সে সেই নিরীহ ব্যক্তিটিকে হত্যা করিয়া থাকে—তাহা হইলে তাহার মত নর-পিশাচের দ্বারা এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় নাই, এরূপ সিদ্ধান্ত করিবারই বা কারণ কি?—বিশেষতঃ, লণ্ডন হইতে ওয়েডিনের দূরত্ব অধিক নহে; সুতরাং পুলিশের চক্ষুতে ধূলা দিয়া ছদ্মবেশে তাহার সেখানে উপস্থিত হওয়া কঠিন হয় নাই, এরূপ অনুমান করাই বা অসঙ্গত কেন?"

মিঃ ব্লেক স্মিথের এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়া হাসিয়া বলিলেন, "কাল যদি সেণ্ট-পলের গীর্জ্জা কোন কারণে ভূমিসাৎ হয়, কিম্বা মিসেস্ বার্ডেলের বাক্‌শক্তি রহিত হয়, তাহা হইলে তুমি হয় ত বলিবে এজন্য সাটিরাই দায়ী!—সিঁড়িতে কাহার পদশব্দ শুনিতেছি না? আমি বাজি রাখিয়া বলিতে পারি ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেছে। গত বুধবার হইতে তাহার সঙ্গে আমার দেখা হয় নাই।"

মিঃ ব্লেকের কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স দরজা ঠেলিয়া মিঃ ব্লেকের উপবেশন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মাথায় ফেল্টের হ্যাট, কাঁধে ওভারকোট, এবং হাতে একটি সুটকেশ।

মিঃ ব্লেক সবিস্ময়ে বলিলেন, "হালো কুট্‌স! ছুটী পাইয়াছ না' কি? এ বেশে কোথায় চলিয়াছ?"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স একখানি চেয়ারে বসিয়া মিঃ ব্লেকের টেবিল হইতে একটি চুরুট তুলিয়া লইলেন, এবং অত্যন্ত গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়া বলিলেন, "ছুটী? পেয়াদার আবার শ্বশুরবাড়ী! সরকারী কাজে চলিয়াছি ভাই! এক মিনিট কি বিশ্রামের অবসর আছে? এখনই আমাকে হ্যাম্পসায়ারে যাইতে হইবে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হ্যাম্পসায়ার? হ্যাম্পসায়ারের পথ ত এ দিক দিয়া নয়! ভূগোলে আমার যে যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান আছে তাহাতে আমার ধারণা হ্যাম্পসায়ারের পথ বেকার ষ্ট্রীটের ঠিক বিপরীত দিকে অবস্থিত।—পথ ভুলিয়া এদিকে আসিয়াছ না কি?"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "পথ ভুলিব কেন? টাইম-টেবলে দেখিলাম ঘণ্টা-খানেকের মধ্যে আর কোন ট্রেণ নাই; তাই ভাবিলাম—একবার তোমার সঙ্গে দেখা করিয়া যাই। একটা চুরীর তদন্তে যাইতে হইতেছে; মনে হইতেছে এই চুরীর ভিতর কোন রহস্য আছে। তুমি আমার সঙ্গে যাইতে পারিবে না? আমার ইচ্ছা দু'জনে পরামর্শ করিয়া তদন্ত আরম্ভ করি। তুমি সঙ্গে থাকিলে সময়টা বেশ আনন্দে কাটিবে; তদন্তে কোন-রকম ভুল ভ্রান্তিরও আশঙ্কা থাকিবে না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ব্যাপার কি তাহাই আগে বল শুনি। কোথায় চুরী, কি রকম চুরী, কি চুরী গিয়াছে,—এ সকল কথা না শুনিয়া কি করিয়া মতামত প্রকাশ করি?"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "হ্যাম্পসায়ারের কিভার্ণ পল্লীতে লর্ড পাওয়ার্সের প্রকাণ্ড পল্লী-ভবন আছে জান? তাঁহার সেই কিভার্ণ ম্যানরে চুরী! তাঁহার ঘর হইতে লেডি পাওয়ার্সের হীরক জহরতের অলঙ্কারগুলি অপহৃত হইয়াছে। লর্ড পাওয়ার্স সেগুলি হারাইয়া প্রায় ক্ষেপিয়া উঠিয়াছেন! লেডি পাওয়ার্স দেশে নাই, তিনি ছেলে মেয়েদের সঙ্গে লইয়া ইউরোপ-ভ্রমণে গিয়াছেন, ফ্রান্সে কি ইটালীতে আছেন জানি না। লর্ড পাওয়ার্স কিভার্ণ ম্যানরে এখন একাকী বাস করিতেছেন। তাঁহার আদেশ—লেডি পাওয়ার্স দেশে ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বে অপহৃত অলঙ্কারগুলি উদ্ধার করাই চাই। পুলিশ-কমিশনর এই চুরীর তদন্তভার

আমার হাতে দিয়াছেন, কারণ আমি না-কি খুব 'ক্লেবর' (claver) ছোকরা! —কিন্তু সেখানে একাকী গিয়া কি চুরীর কোন 'কিনারা' করিতে পারিব? কে চোর, তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে; চোরামালগুলি তাহার কাছে থাক না থাক—তাহা উদ্ধার করিতে হইবে! কাজটা সহজ নহে। তুমি আমার সঙ্গে চল, তোমার কোন অসুবিধা হইবে না; লর্ড পাওয়ার্স আমাদিগকে তাঁহার আতিথ্য গ্রহণের জন্য নিশ্চয়ই অনুরোধ করিবেন। যে কয়েক দিন সেখানে থাকিব, দিনগুলি বেশ স্ফূর্ত্তিতেই কাটিবে; আর, সেখানে রাজভোগের ব্যবস্থা হইবে। কি বল, যাইবে?"

মিঃ ব্লেক চেয়ারে ঠেস দিয়া বলিলেন, "ছুত্তোর রাজভোগ! আমার হাতে এখন এত কাজ যে, এক মিনিট ফুরসৎ নাই। বিশেষতঃ জহরতচুরীর তদন্তে আমার আদৌ স্পৃহা নাই। অলঙ্কারগুলা চুরী গিয়াছে কি না—সেই বিষয়েই সন্দেহ আছে। লেডি পাওয়ার্স সেগুলি তাঁহার স্বামীর অজ্ঞাতসারে হয় ত সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন, না হয় কোন গুপ্ত স্থানে লুকাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন; তাহা না জানিয়াই লর্ড পাওয়ার্স এক নিমেষে সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়াছেন—চোরে সেগুলি আত্মসাৎ করিয়াছে!"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না হে! লর্ড পাওয়ার্স তত বোকা নহেন। অলঙ্কারগুলি না দেখিয়া প্রথমেই তিনি লেডি পাওয়ার্সকে তার করিয়াছিলেন। লেডি পাওয়ার্স উত্তরে জানাইয়াছেন—সেগুলি তিনি সঙ্গে লইয়া যান নাই, সিন্দুকেই রাখিয়া গিয়াছেন। তা তুমি যদি আমার সঙ্গে যাইতে না পার—তাহা হইলে আমি একাকীই চলিলাম। ফিরিয়া আসিয়া তোমার সঙ্গে দেখা করিব—এখন বিদায়।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স অপ্রসন্ন মনে মিঃ ব্লেকের গৃহত্যাগ করিলেন। তিনি লণ্ডনে প্রত্যাগমন করিয়া মিঃ ব্লেকের সঙ্গে দেখা করিবেন বলিলেন বটে, কিন্তু অতঃপর কোথায় কি অবস্থায় তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইবে, তাহা তাঁহাদের কাহারও অনুমান করিবার শক্তি ছিল না।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের প্রস্থানের পর মিঃ ব্লেক স্বকার্য্যে মনঃসংযোগ করিলেন;

ইন্স্পেক্টর কুট্স কোন্ কার্য্যের ভার লইয়া কোথায় গিয়াছেন তাহাও তিনি বিস্মৃত হইলেন। পরদিন প্রাভাতিক সংবাদপত্রে লর্ড পাওয়ার্সের জহরতচুরী-সংক্রান্ত কোন সংবাদও তিনি দেখিতে পাইলেন না। পরদিন অপরাহ্নে তিনি কোন কার্য্যোপলক্ষে বাহিরে গিয়াছিলেন ; সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাঁহাকে গৃহে প্রত্যাগমন করিতে দেখিয়া স্মিথ শঙ্কিতভাবে বলিল, "কর্ত্তা, একটা দারুণ বিভ্রাটের সংবাদ আছে ! কিরূপ বিভ্রাট অনুমান করিতে পারেন কি ?"

মিঃ ব্লেক তাঁহার চেয়ারে বসিয়া বলিলেন, "টাইগার আমার চটি-জোড়াটা চিবাইয়া সাবাড় করিয়াছে বুঝি ?"

স্মিথ বলিল, "না কর্ত্তা ! ইন্স্পেক্টর কুট্স ফেরার !"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ফেরার !—তোমার কথার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না ! সে ত কাল হাম্পসায়ারে গিয়াছে ; ষ্টেশনে যাইবার পূর্ব্বে আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল —তাহা কি তোমার স্মরণ নাই ? সে সময় তুমি ত এই ঘরেই ছিলে। সে লণ্ডনে নাই বলিয়াই কি তুমি বলিতেছ—সে ফেরার ? তাহার লণ্ডন-ত্যাগের সংবাদ আমার অজ্ঞাত নহে।"

স্মিথ বলিল, "লণ্ডন হইতে ফেরার নয় কর্ত্তা ! কুট্স লর্ড পাওয়ার্সের পল্লীভবন কিভার্ণ ম্যানর হইতে অদৃশ্য হইয়াছেন। লর্ড পাওয়ার্স কিছুকাল পূর্ব্বে টেলিফোনে আপনাকে এই সংবাদ দিয়াছেন। তাঁহার কথা শুনিয়া বুঝিলাম, ইন্স্পেক্টর কুট্স গতরাত্রে নিরাপদে কিভার্ণ ম্যানরে উপস্থিত হইয়াছিলেন ; আজ সকালে আর তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় নাই, যেন তিনি বাতাসে মিশিয়া গিয়াছেন ! কয়েক মিনিট পূর্ব্বে আপনার নামে একখান টেলিগ্রাম ও আসিয়াছে, আমি তাহা খুলি নাই ; কাহার টেলিগ্রাম দেখুন কর্ত্তা !"

মিঃ ব্লেক কৌতূহলভরে টেলিগ্রামখানি খুলিয়া পাঠ করিলেন ; তাহা লর্ড পাওয়ার্সের টেলিগ্রাম। কিভার্ণ হইতে তিনি মিঃ ব্লেকের নিকট এই টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছিলেন। তাহাতে লেখা ছিল :—

"মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া এখানে আসুন। ফি যাহা চাহিবেন, তাহাই পাইবেন। কুট্স অত্যন্ত রহস্যজনক ভাবে অদৃশ্য হইয়াছেন।"

লর্ড পাওয়ার্সের সহিত মিঃ ব্লেক ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন ; তিনি জানিতেন কুট্সের এইরূপ আকস্মিক অন্তর্দ্ধানে বিপদের আশঙ্কা না থাকিলে লর্ড পাওয়ার্স তাঁহাকে এইভাবে টেলিগ্রাম করিতেন না। লর্ড পাওয়ার্স সামান্ত কারণে বিচলিত হইতেন না, ইহাও তিনি জানিতেন ; কিন্তু লর্ড পাওয়ার্সের পল্লীভবনে চুরীর তদন্তে গিয়া ইন্স্পেক্টর কুট্স বিপন্ন হইয়াছেন, ইহা বিশ্বাস করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। মিঃ ব্লেকের অনুমান হইল, ইন্স্পেক্টর কুট্স পূর্ব্বরাত্রে লর্ড পাওয়ার্সের গৃহে উপস্থিত হইয়া চুরীর তদন্ত আরম্ভ করিবার পর, চোর কোন্ পথে কোন্ দিকে পলায়ন করিয়াছে—তাহা জানিতে পারিয়াছেন ; এইজন্ত কাহাকেও কোন সংবাদ না দিয়া প্রভাতের পূর্ব্বেই চোরের সন্ধানে বাহিরে গিয়াছেন। তাহার পর সারাদিন তাঁহাকে ফিরিতে না দেখিয়া লর্ড পাওয়ার্স অপরাহ্ণে উৎকণ্ঠিত হইয়া এই টেলিগ্রাম করিয়াছেন। ইন্স্পেক্টর কুট্স বহুদর্শী ও প্রবীণ ডিটেক্টিভ ; বিপদের সম্ভাবনা ঘটিলে কিরূপে আত্মরক্ষা করিতে হয়—তাহা তিনি জানেন। এ অবস্থায় লর্ড পাওয়ার্স তাঁহার অদর্শনে শঙ্কিত না হইলেও পারিতেন।

এই সকল কথা চিন্তা করিয়া মিঃ ব্লেক ডেস্ক হইতে একখানি 'রেলওয়ে-গাইড' বাহির করিলেন, এবং ট্রেণের সময়টি দেখিয়া—লইয়া স্মিথকে বলিলেন, "কুট্স হঠাৎ বিপন্ন হইয়াছে—ইহা আমি বিশ্বাস না করিলেও লর্ড পাওয়ার্সের অনুরোধ অগ্রাহ্য করা সঙ্গত মনে করি না। আমি সন্ধ্যার ট্রেণেই কিভার্ণে যাত্রা করিব। সেখানে আমাকে রাত্রিবাস করিতে হইবে। রাত্রিকালে ব্যবহারের উপযুক্ত পোষাক আমার সুটকেশে পুরিয়া রাখ। আমি কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওয়াটারলু ষ্টেশনে গিয়া সন্ধ্যার ট্রেণ ধরিব।"

স্মিথ বলিল, "আমার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিবেন ? আমি আপনার সঙ্গে যাইব কি ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমাকে সঙ্গে লইয়া যাওয়া নিষ্প্রয়োজন। আমি চলিয়া যাইতেছি, বাড়ীতে ত একজনের থাকা উচিত।"

স্মিথ বলিল, "মিসেস বার্ডেল ও টাইগার কি বাড়ী পাহারা দিতে পারিবে না?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “টাইগারকে ছাড়িয়া দেওয়া সঙ্গত হইবে না, কারণ তুমি না থাকিলে কেহ তাহাকে সামলাইয়া রাখিতে পারিবে না ; আর মিসেস্ বার্ডেল, সে তাহার ভুঁড়ি লইয়াই ব্যতিব্যস্ত ; সে ঘুমাইলে হাজার ডাকেও তাহার ঘুম ভাঙ্গে না, সে বাড়ী পাহারা দিবে ?—আমি কাল সকালেই চলিয়া আসিব ; রাত্রে সতর্ক থাকিবে।”

স্মিথ খুঁত খুঁত করিতে লাগিল, মিঃ ব্লেকের আদেশের প্রতিবাদ করিতে তাহার সাহস হইল না।

মিঃ ব্লেক সন্ধ্যার পর ওয়াটারলু ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন। ট্রেণ ছাড়িবার তখনও কয়েক মিনিট বিলম্ব ছিল। তিনি ষ্টেশন হইতেই লর্ড পাওয়ার্সকে টেলিগ্রাম করিয়া জানাইলেন—রাত্রির ট্রেণেই তিনি যাত্রা করিলেন। হ্যাম্বলটণ রেল-ষ্টেশন হইতে লর্ড পাওয়ার্সের কিভার্ণ পল্লীভবনের দূরত্ব তিন মাইল মাত্র।

মিঃ ব্লেক যে ট্রেণে যাত্রা করিলেন, তাহা প্রত্যেক ষ্টেশনে থামিতে থামিতে চলিল ; তিনি সেই মন্থরগতি ট্রেণে চাপিয়া অত্যন্ত অসচ্ছন্দতা অনুভব করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি অধিক রাত্রে হ্যাম্বলটন ষ্টেশনে অবতরণ করিলেন। মিঃ ব্লেক সেই ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়া দেখিলেন নৈশ প্রকৃতি গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। সেই ক্ষুদ্র ষ্টেশনে রাত্রিকালে যানবাহন পাইবার উপায় ছিল না ; কিন্তু সেজন্য তাঁহাকে অসুবিধা ভোগ করিতে হইল না। লর্ড পাওয়ার্স তাঁহার টেলিগ্রাম পাইয়া ষ্টেশনে একখানি উৎকৃষ্ট মোটর-কার পাঠাইয়াছিলেন। তিনি সেই শকটে লর্ড পাওয়ার্সের পল্লীভবনে উপস্থিত হইলেন।

মিঃ ব্লেক কিভার্ণ প্রাসাদের হল-ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র লর্ড পাওয়ার্স পরম সমাদরে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। মিঃ ব্লেক লর্ড পাওয়ার্সের পরিবর্ত্তন দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। প্রায় দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে লণ্ডনের একটি সান্ধ্য মজলিসে তিনি লর্ড পাওয়ার্সকে দেখিয়াছিলেন ; সে দিন তিনি তাঁহার হাস্যোজ্জ্বল চক্ষু, প্রফুল্ল মুখ, সমুন্নত দেহ, প্রত্যেক কার্য্যে তাঁহার সজীব উৎসাহ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন ; আজ দেখিলেন তাঁহার মুখ মলিন, চক্ষুতে কালী পড়িয়া গিয়াছে ; দেহ ঈষৎ কুব্জ, যেন সোজা হইয়া দাঁড়াইতে তাঁহার কষ্ট হইতেছিল।

মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিতেও তিনি যেন কুণ্ঠিত হইতেছিলেন। মিঃ ব্লেকের মনে হইল, এই কয়েক দিনেই তাঁহার বয়স যেন দশ বৎসর বাড়িয়া গিয়াছে!—কিন্তু মিঃ ব্লেক লর্ড পাওয়ার্সের এই পরিবর্ত্তনের কারণ বুঝিতে পারিলেন না। লর্ড পাওয়ার্সের সুনীল চক্ষু হইতে গম্ভীর অশান্তি ও উদ্বেগ যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছিল; যেন তিনি হৃদয়ের হাহাকার অতিকষ্টে গোপন করিতেছিলেন। মহামূল্য হীরকালঙ্কারগুলি অপহৃত হওয়াতেই তিনি এইরূপ হতাশ ও ম্রিয়মাণ হইয়াছেন, না ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের আকস্মিক অন্তর্দ্ধানে তাঁহার বিপদের আশঙ্কা করিয়াই লর্ড পাওয়ার্সের এই বিহ্বলতা—তাহা মিঃ ব্লেক স্থির করিতে পারিলেন না।

যাহা হউক, লর্ড পাওয়ার্স যথাসাধ্য চেষ্টায় আত্মসংবরণ করিয়া মিঃ ব্লেকের করমর্দ্দন করিলেন, এবং জোর করিয়া একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, মিঃ ব্লেক, আপনি যে আমার টেলিগ্রাম পাইবামাত্র সকল কাজ ফেলিয়া-রাখিয়া এখানে চলিয়া আসিয়াছেন, এজন্য আপনাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। আপনাকে একটু অসাধারণ কাজের ভার গ্রহণ করিতে হইবে। এ যে কি ব্যাপার, তাহা আমার বুঝিবার শক্তি নাই! আমাদের আহার প্রস্তুত, আমি অনেক পূর্ব্বেই নৈশ-ভোজন শেষ করিতাম; কিন্তু আপনি আমার অতিথি, আপনি আসিতেছেন সংবাদ পাইয়া আমি আপনারই প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। আমার সর্দ্দার-খানসামা পার্কিন্‌স আপনার শয়ন-কক্ষ ঠিক করিয়া রাখিয়াছে; আপনার আহার শেষ হইলে সে আপনাকে সেই কক্ষে রাখিয়া আসিবে। আপনি পথশ্রমে পরিশ্রান্ত, বোধ হয় ক্ষুধিতও হইয়াছেন। চলুন আমরা ভোজনাগারে যাই। আহারান্তে আপনাকে সকল কথা বলিব, সে বড় অদ্ভুত ব্যাপার মিঃ ব্লেক!”

নৈশ-ভোজনের পূর্ব্বে পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তনের নিয়ম থাকিলেও লর্ড পাওয়ার্স মিঃ ব্লেকের অসুবিধার আশঙ্কায় পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তনের জন্য সময় নষ্ট না করিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া সুপ্রশস্ত ও সুসজ্জিত ভোজনাগারে প্রবেশ করিলেন। মিঃ ব্লেক অত্যন্ত ক্ষুধিত হইয়াছিলেন; বিশেষতঃ লর্ড পাওয়ার্সের পাকশালা

হইতে যত প্রকার ভোজ্যদ্রব্য ভোজন-টেবিলে আনীত হইল, লণ্ডনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হোটেলেও সর্ব্বদা তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। মাংসের বহুবিধ ব্যঞ্জন, এবং সকলগুলিই পরম উপাদেয়, রসনা-তৃপ্তিকর। মিঃ ব্লেক পরম পরিতৃপ্তির সহিত আকণ্ঠ ভোজন করিলেন ; কিন্তু লর্ড পাওয়ার্স প্রায় কিছুই খাইলেন না। তিনি খাদ্যদ্রব্যগুলি লইয়া কেবল নাড়া-চাড়া করিতে লাগিলেন, ( merely toyed with his food ) এবং মধ্যে মধ্যে অন্যমনস্ক হইতে লাগিলেন।

আহারান্তে তাঁহারা উভয়ে ধূমপানের কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সেখানে কফি ও বিভিন্ন প্রকার সুরা আনীত হইল। সেই সময় লর্ড পাওয়ার্স যেন অনিচ্ছার সহিত বিষণ্ণভাবে বলিলেন, "দেখুন মিঃ ব্লেক, আমার মহামূল্য হীরকালঙ্কারগুলি হারাইয়াছে বটে, কিন্তু সেজন্য আমার যে ক্ষোভ ও দুশ্চিন্তা হইয়াছিল তাহা অপেক্ষা ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের জন্যই দুশ্চিন্তা এখন অধিক প্রবল হইয়া উঠিয়াছে ; কেবল দুশ্চিন্তা নহে, তাঁহার বিপদের আশঙ্কায় আমি কিরূপ বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছি তাহা আমার ভাব দেখিয়াই আপনি বুঝিতে পারিয়াছেন। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের অন্তর্দ্ধান বড়ই বিস্ময়কর ব্যাপার! এ যে কি রহস্য তাহা আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও বুঝিতে পারি নাই। এইজন্যই আমি অধিকতর ব্যাকুল হইয়াছি। আমি তাঁহার অনুসন্ধানের ত্রুটি করি নাই ; আমার বাস-ভবনের সর্ব্বস্থান, উদ্যান, অরণ্য, এমন কি, চতুর্দ্দিকের বিভিন্ন গ্রাম সর্ব্বত্রই তাঁহার খোঁজ করা হইয়াছে, কিন্তু তাঁহাকে কোথাও পাওয়া যায় নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাঁহার এখানে আগমনের পর যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা সমস্তই আমি জানিতে চাই ; তাহা শুনিলে হয় ত প্রকৃত ঘটনা কি, তাহা কতকটা বুঝিতে পারিব।"

লর্ড পাওয়ার্স বলিলেন, "আজ আপনি যে ট্রেণে এখানে আসিয়াছেন, ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সও সেই ট্রেণেই এখানে আসিয়াছিলেন। সুতরাং রাত্রি তখন একটু বেশীই হইয়াছিল। অল্পকাল বিশ্রাম করিয়া তিনি আমার সঙ্গে সিন্দুক দেখিতে চলিলেন ; যে সিন্দুক হইতে হীরকালঙ্কারগুলি অপহৃত হইয়াছে—সেই সিন্দুকটি তিনি দেখিলেন, তাহার পর স্থানীয় পুলিশের দারোগাকে ডাকিয়া

এই চুরী সম্বন্ধে তাহার সঙ্গে কিছুকাল আলোচনা করিলেন। প্রথমেই বলিয়াছি তখন রাত্রি অধিক হইয়াছিল, সুতরাং রাত্রিকালে তদন্ত আরম্ভ করিবার সুযোগ হইল না। তিনি রাত্রি প্রায় এগারটার সময় তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট শয়ন-কক্ষে শয়ন করিতে চলিলেন। আমিও আমার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিলাম। আজ প্রভাতে প্রাতর্ভোজনের সময় ইন্স্পেক্টর কুটসকে দেখিতে পাইলাম না। আমি তাঁহার শয়ন-কক্ষে একজন খানসামা পাঠাইলাম। আমার সন্দেহ হইয়াছিল তখন পর্য্যন্ত হয় ত তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই; কিন্তু খানসামা ফিরিয়া আসিয়া বলিল, ইন্স্পেক্টর কুটস তাঁহার শয়ন-কক্ষে নাই! তবে তিনি রাত্রিকালে শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন—শয্যার অবস্থা দেখিয়া তাহা সে বুঝিতে পারিয়াছিল। খানসামার কথা শুনিয়া কুটসের অনুসন্ধানে চারি দিকে লোক পাঠাইয়াছিলাম; কিন্তু তাঁহাকে পাওয়া যায় নাই।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “ইন্স্পেক্টর কুটস কি উদ্দেশ্যে কখন কি করেন, তাহা অন্যে জানিতে পারে না; সুতরাং তাঁহার এই বিচিত্র ব্যবহারের কথা শুনিয়া আমি বিস্মিত হই নাই। আমার বিশ্বাস, তিনি কোনও সূত্রে চোরের সন্ধান পাইয়া সকলের অজ্ঞাতসারে অতি প্রত্যুষেই স্থানান্তরে প্রস্থান করিয়াছেন; তিনি বহুদূরে চলিয়া গিয়াছেন বলিয়া আপনারা তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারেন নাই।”

লর্ড পাওয়ার্স বলিলেন, “কিন্তু তাঁহার পোষাক-পরিচ্ছদগুলি যে তাঁহার শয়ন-কক্ষেই পড়িয়া আছে! তিনি যে পাজামা পরিয়া রাত্রে শয়ন করিয়াছিলেন, সেই পাজামা পরিয়াই অদৃশ্য হইয়াছেন। নৈশ পরিচ্ছদেই তিনি রাত্রে চোরের সন্ধানে স্থানান্তরে গিয়াছেন, ইহা কে বিশ্বাস করিবে? তিনি একসুট পোষাক লইয়া এখানে তদন্তে আসিয়াছিলেন, তাহা এবং তাঁহার জুতা ও ওভারকোট তাঁহার শয়ন-কক্ষে পাওয়া গিয়াছে।”

লর্ড পাওয়ার্সের কথা শুনিয়া মিঃ ব্লেক অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া, ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন, তাঁহার ললাটে চিন্তার রেখা ফুটিয়া উঠিল। ইন্স্পেক্টর কুটস সকলের অজ্ঞাতসারে চোরের অনুসরণে স্থানান্তরে গিয়াছেন—এই অনুমানে নির্ভর

করিতে আর তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। ফ্লানেলের পাজামা পরিয়া তিনি গভীর রাত্রে স্বেচ্ছায় কিভার্ণ ম্যান্সর পরিত্যাগ করিয়াছেন—ইহা তিনি বিশ্বাস করিতে পারিলেন না।

মিঃ ব্লেক কয়েক মিনিট চিন্তার পর লর্ড পাওয়ার্সকে জেরা করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি লর্ড পাওয়ার্সের নিকট যে সকল উত্তর পাইলেন, তাহা হইতে জানিতে পারিলেন, চুরীর পর স্থানীয় পুলিশে সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল। পুলিশ লর্ড পাওয়ার্সের বাসভবনে উপস্থিত হইয়া সেই অট্টালিকার সর্ব্বস্থান পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পরীক্ষা করিয়াছিল। কোন কক্ষই তাঁহাদের তীক্ষ্ণদৃষ্টি অতিক্রম করে নাই। এমন কি, সেই অট্টালিকার ছাদ পর্য্যন্ত তাহারা পরীক্ষা করিয়াছিল। সেই অট্টালিকার সন্নিহিত ঝিলেও তাহারা জাল ফেলিয়াছিল; কিন্তু তাহাদের চেষ্টা সফল হয় নাই। লর্ড পাওয়ার্স কোন স্থানেই ইন্স্পেক্টর কুট্সের সন্ধান না পাইয়া অবশেষে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন, এবং মিঃ ব্লেক সেখানে আসিয়া যদি কোন উপায় স্থির করিতে পারেন—এই আশায় তাঁহাকেও আসিবার জন্য টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন।

মিঃ ব্লেক এই সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, “আপনার জহরতগুলি চুরী যাওয়াতে চোর ধরিবার জন্য আপনি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সহায়তা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ইন্স্পেক্টর কুট্স স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে কর্তৃপক্ষের আদেশে এখানে আসিয়াছিলেন। আপনি কি ইন্স্পেক্টর কুট্সকে এই ভার দিয়া এখানে পাঠাইবার জন্য পুলিশ-কমিশনরকে অনুরোধ করিয়াছিলেন?”

মিঃ ব্লেকের এই প্রশ্নে লর্ড পাওয়ার্স যেন একটু বিচলিত হইলেন; তিনি কুণ্ঠিত ভাবে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া অস্ফুট স্বরে বলিলেন, “আমি পুলিশ-কমিশনরকে লিখিয়াছিলাম—চুরীটা বড়ই রহস্যপূর্ণ, এই রহস্য ভেদ করা সাধারণ পুলিস-কর্ম্মচারীদের অসাধ্য; সুতরাং একজন বহুদর্শী, সুচতুর ও কর্ম্মঠ ডিটেক্টিভকেই এখানে প্রেরণ করা প্রয়োজন। ইন্স্পেক্টর কুট্সকে আমি পূর্ব্ব-হইতেই জানিতাম; তিনি সুদক্ষ ও চতুর ডিটেক্টিভ। এইজন্য আমি পুলিশ কমিশনরকে লিখিয়াছিলাম—ইন্স্পেক্টর কুট্সকে এখানে পাঠাইতে পারিলেই

ভাল হয়। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ভিন্ন অন্য কোন ডিটেক্‌টিভকে পাঠাইলে চলিবে না—এ কথা লিখি নাই।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “বুঝিয়াছি। আপনি ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের পক্ষপাতী, ইহা বুঝিতে পারিয়া পুলিশ-কমিশনর তাঁহাকেই তদন্তের ভার দিয়া এখানে পাঠাইয়াছিলেন। আপনি কুট্‌সের নাম না লিখিলে অন্য কোনও ডিটেক্‌টিভের হস্তে হয় ত এই ভার প্রদত্ত হইত।”

লর্ড পাওয়ার্সের নিকট অন্য কোন নূতন সংবাদ সংগ্রহের আশা নাই বুঝিয়া মিঃ ব্লেক তাঁহাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না; কিন্তু লর্ড পাওয়ার্সের কথা শুনিয়া ও ভাব ভঙ্গি দেখিয়া মিঃ ব্লেকের মনে একটু খট্‌কা বাধিল। তাঁহার সন্দেহ হইল, লর্ড পাওয়ার্স যেন কোন কোন কথা গোপন করিতেছেন! তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় তিনি কুণ্ঠিত ও অন্যমনস্ক হইতেছিলেন; কোনও অপরাধীকে প্রশ্ন করিলে সে যেমন অনিচ্ছার সহিত ভয়ে ভয়ে উত্তর দিয়া থাকে, মিঃ ব্লেকও লর্ড পাওয়ার্সের উত্তরে সেইরূপ কুণ্ঠিত ভাব লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইলেন। অবশেষে রাত্রি এগারটার সময় তিনি মিঃ ব্লেকের নিকট বিদায় লইয়া দ্বিতলস্থ শয়ন-কক্ষে শয়ন করিতে চলিলেন। মিঃ ব্লেকের মনে হইল—তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া লর্ড পাওয়ার্স যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন!

মিঃ ব্লেক আরও এক ঘণ্টা সেই কক্ষে বসিয়া রহিলেন, এবং ধূমপান করিতে করিতে নানা কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের অন্তর্দ্ধান কোনও জটিল গুপ্ত রহস্যের ফল, এ বিষয়ে তাঁহার আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না। তাঁহার মনে হইল—তিনি সেখানে আসিয়া ভালই করিয়াছেন। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের এই আকস্মিক অন্তর্দ্ধান—তাঁহার স্বেচ্ছাকৃত কার্য্য বলিয়া মিঃ ব্লেকের বিশ্বাস হইল না; ইহা কাহারও ষড়যন্ত্রের ফল বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইল। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স পূর্ব্বরাত্রে তাঁহার শয্যায় শয়ন করিয়া ছিলেন। শয়নের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াই তিনি সেই কক্ষ হইতে অদৃশ্য হইলেন; এমন কি, বাহিরে যাইবার পরিচ্ছদ পরিধান করিবার এবং জুতা ও টুপি পরিবারও অবসর পাইলেন না! এরূপ ব্যবস্থা তাঁহার ইচ্ছাকৃত হইতেই পারে না, মিঃ ব্লেক এইরূপই সিদ্ধান্ত

করিলেন। যদি তিনি স্বেচ্ছায় কোথাও যাইতেন, তাহা হইলে এই দীর্ঘকালের মধ্যে নিশ্চয়ই কিভার্ণ ভবনে প্রত্যাগমন করিতেন; অন্ততঃ একটা সংবাদও পাঠাইতেন। মিঃ ব্লেক ভাবিলেন, তবে কি কেহ তাঁহাকে শয়ন-কক্ষ হইতে চুরী করিয়া লইয়া গিয়াছে? লর্ড পাওয়ার্সের সুরক্ষিত বাসভবন হইতে রাত্রিকালে মানুষ চুরী! বিশেষতঃ, ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের মত ডিটেক্‌টিভকে গৃহবাসিগণের অজ্ঞাতসারে স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া কি সম্ভবপর?—ইহা কি বিশ্বাসযোগ্য?

মিঃ ব্লেক ভাবিলেন, যদি এইরূপই বিশ্বাস করিতে হয়, সত্যই যদি বাহির হইতে একদল লোক সংগোপনে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া, তাঁহাকে নিদ্রামগ্ন দেখিয়া, তাঁহার হাত মুখ বাঁধিয়া কোন কৌশলে গোপনে স্থানান্তরিত করিয়া থাকে, তাহা হইলে এই কার্য্য কাহারা করিয়াছে? যাহারা লর্ড পাওয়ার্সের অলঙ্কারগুলি চুরী করিয়া পলায়ন করিয়াছে, তাহারা কি উদ্দেশ্যে পুনর্ব্বার তাঁহার গৃহে ফিরিয়া আসিবে? আর কেনই বা তাহারা ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে চুরী করিয়া লইয়া যাইবে? চোরেরা কাহারও অট্টালিকা হইতে মূল্যবান দ্রব্যাদি অপহরণ করিয়া পলায়ন করিবার পর আর সেখানে ফিরিয়া আসে না; যে পুলিশ বা গোয়েন্দা চুরীর তদন্ত করিতে আসে—তাহাকে চুরী করিয়া লইয়া যাইতেও সাহস করে না। কোন্ প্রলোভনে তাহারা এই অসমসাহসের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে? আর যদি সেই তস্করেরা এই কার্য্য না করিয়া থাকে, তাহা হইলে অন্য কাহাকে সন্দেহ করা যাইতে পারে—মিঃ ব্লেক তাহা বুঝিতে পারিলেন না। রহস্যের নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে তিনি কোনও দিকে আলোক দেখিতে পাইলেন না।

অবশেষে মিঃ ব্লেক সেই কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার শয়ন-কক্ষে শয়ন করিতে চলিলেন, তখন রাত্রি বারটা। চলিতে চলিতে তিনি মনে মনে বলিলেন, “কাল প্রত্যুষে উঠিয়া আমি স্বয়ং এই অট্টালিকার প্রত্যেক অংশ পরীক্ষা করিব। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে চুরী করিয়া কেহ এই বাড়ীর বাহিরে লইয়া গিয়াছে, ইহা বিশ্বাস করিতে আমার প্রবৃত্তি হইতেছে না। এই প্রাচীন বিশাল অট্টালিকায় অসংখ্য কক্ষ বর্ত্তমান, গুপ্ত কক্ষও বিস্তর আছে। সেইরূপ কোন কক্ষে, কিম্বা কোন সুড়ঙ্গমধ্যে তাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে কি না তাহা পরীক্ষা

করিতে হইবে। লর্ড পাওয়ার্সের অজ্ঞাতসারে সে এই অট্টালিকার কোন্ গুপ্ত কক্ষে বন্দী হইয়া থাকিলে তাহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই। লর্ড পাওয়ার্সের জ্ঞাতসারে ইন্স্পেক্টর কুট্‌সের বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র হইয়া থাকিলে তিনি কুট্‌সকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য আমাকে এখানে আসিতে অনুরোধ করিতেন না। বিশেষতঃ, এরূপ নোংরা কাজে লর্ড পাওয়ার্স লিপ্ত থাকিতে পারেন—ইহা বিশ্বাসের অযোগ্য; তবে তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া সন্দেহ হয়—তিনি যেন কোন কোন কথা গোপন করিতেছিলেন!”

মিঃ ব্লেকের শয়নের জন্য একটি সুপ্রশস্ত কক্ষ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। সেই কক্ষের দ্বার জানালাগুলি সুচিত্রিত পর্দ্দা দ্বারা আচ্ছাদিত। একখানি বৃহৎ খাটে তাঁহার জন্য দুগ্ধফেননিভ শুভ্র, সুকোমল শয্যা প্রসারিত ছিল। খাটের চারিটি দাণ্ডির উপর একখানি সুদৃশ্য চন্দ্রাতপ শোভা পাইতেছিল। মশারীর ছাদের মত তাহা তাঁহার শয্যার ঊর্দ্ধে ঝুলিতেছিল।

মিঃ ব্লেক সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া, তাঁহার বৈদ্যুতিক বাতিটা মাথার বালিশের নীচে রাখিয়া শয়ন করিলেন। বলা বাহুল্য, তিনি শয়নের পূর্ব্বে পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিয়া শয়নের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছিলেন। তিনি পক্ষীপালকনির্ম্মিত লেপে আপাদকণ্ঠ আবৃত করিয়া শয্যায় সর্ব্বাঙ্গ প্রসারিত করিলেন; কিন্তু তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হইল না। তিনি মনে মনে বলিলেন, “লর্ড পাওয়ার্সের চেহারার পরিবর্ত্তন দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়!—অল্প দিন পূর্ব্বে লণ্ডনে তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম; আজ তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইল—তিনি যেন আধখানা হইয়া গিয়াছেন! মুখে সে হাসি নাই, কপালের হাড় বাহির হইয়া পড়িয়াছে, চোখ বসিয়া গিয়াছে; কয়েক দিনেই তিনি বুড়া হইয়া গিয়াছেন! কি একটা দুঃসহ দুশ্চিন্তা ও অশান্তি তাঁহাকে যেন অধীর করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু ইহার কারণ বুঝিতে পারিলাম না! তাঁহার বহুমূল্য হীরকালঙ্কারগুলি চুরী গিয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহার মত ধনাঢ্য ব্যক্তি সেই শোকে যে এতদূর কাতর ও বিহ্বল হইবেন—ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না।”

সেই কক্ষে তখনও দীপ জ্বলিতেছিল; দীপালোকে নিদ্রার ব্যাঘাত

হইতেছিল, এজন্য তিনি দীপ নির্ব্বাপিত করিলেন। সেই কক্ষ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হইল।

মিঃ ব্লেকের ঘুম অত্যন্ত পাতলা। তিনি কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিলেন তাহা বুঝিতে না পারিলেও, কি একটা শব্দে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল; তিনি তৎক্ষণাৎ শয্যায় উঠিয়া বসিলেন। কোথায় কি শব্দ হইল, তাহা শুনিবার জন্য তিনি উৎকর্ণ হইয়া বসিয়া রহিলেন; এবং তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সেই কক্ষের গাঢ় অন্ধকারের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার দেহের প্রত্যেক স্নায়ু যেন উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তাঁহার মনে হইল, সেই নিবিড় নৈশ অন্ধকারের মধ্যে যেন কোন বিরাট রহস্য ক্রমে পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছে!

মিঃ ব্লেক এই ভাবে শয্যায় দুই তিন মিনিট বসিয়া থাকিলেন কিন্তু কোন শব্দ শুনিতে পাইলেন না। তাঁহার মনে হইল নিদ্রাঘোরে কি একটা শব্দ শুনিয়াই তিনি জাগিয়া উঠিয়াছিলেন; অকারণে হঠাৎ তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে ইহা তিনি বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। নানাবিধ সন্দেহে তাঁহার বক্ষঃস্থল স্পন্দিত হইতে লাগিল। তাঁহার মনে হইল সেই কক্ষে যেন কেহ লুকাইয়া আছে। কোন লোক কোন দুরভিসন্ধিতে তাঁহার অজ্ঞাতসারে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়াছে কি না দেখিবার জন্য তিনি, বালিশের তলা হইতে তাঁহার বিজলি-বাতি বাহির করিলেন; তাহা প্রজ্বলিত হইবামাত্র তাহার উজ্জ্বল আলোকে সেই কক্ষ আলোকিত হইল। তিনি বাতিটা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া সেই কক্ষের প্রত্যেক অংশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন; কিন্তু কোন দিকে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। সেই কক্ষে অন্য কোন লোক নাই বুঝিতে পারিয়া অমূলক আশঙ্কা ও সন্দেহের জন্য নিজের উপর তাঁহার রাগ হইল। তিনি অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "কি বিড়ম্বনা! আমি ত কোন দিন এমন তরাসে ( nervous ) ছিলাম না!—নূতন যায়গায় আসিয়া অনভ্যস্ত বিছানায় শুইলে সুনিদ্রার ব্যাঘাত হয়—এ কথা মিথ্যা নহে। হয় ত ঘরের ভিতর ইঁদুর ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, কোন জিনিসে তাহার গায়ের ধাক্কা লাগায় শব্দ হইয়াছে,—সম্ভবতঃ সেই শব্দে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আবার ঘুমাইবার চেষ্টা করি; নতুবা—"

মিঃ ব্লেক হঠাৎ নীরব হইলেন। তাহার দেহে যেন বিদ্যুৎ-প্রবাহে সঞ্চারিত হইল; কি অজ্ঞাত ভয়ে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। বিজলি-বাতিটা তখনও তাঁহার হাতে ছিল। তাহার তীব্র আলোকরশ্মি তাঁহার মাথার উপর খাটের চাঁদোয়ায় প্রতিফলিত হইল। তাঁহার মনে হইল চাঁদোয়াখানি যেখানে ছিল—সেখানে নাই, তাহা যেন খানিক নীচে নামিয়া আসিয়াছে! ক্রমে তাহা এত নীচে নামিয়া আসিল যে, তাঁহার মনে হইল তাঁহার মস্তকের ও চাঁদোয়ার ব্যবধান এক গজের অধিক নহে! তিনি আতঙ্কে ও বিস্ময়ে অধীর হইয়া স্তব্ধ ভাবে শয্যায় বসিয়া রহিলেন। তাঁহার সন্দেহ হইল—তিনি নিদ্রাঘোরে স্বপ্ন দেখিতেছেন।

কিন্তু আর চিন্তা করিবার অবসর হইল না, চাঁদোয়াখানি এক মিনিটের মধ্যে তাঁহার মস্তক স্পর্শ করিল। তিনি বিপদের আশঙ্কায় খাট হইতে লাফাইয়া নীচে পড়িতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু তিনি নীচে লাফাইয়া পড়িবার পূর্ব্বেই চাঁদোয়াখানি তাঁহার দেহের উপর পড়িয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণ রূপে আচ্ছাদিত করিল। জেলেরা নদীতে জাল ফেলিলে সেই জালের নিম্নস্থিত মাছের অবস্থা যেরূপ হয়—তাঁহার অবস্থাও সেই রূপ শোচনীয় হইল! চক্ষুর নিমেষে তিনি সেই চাঁদোয়ার ভিতর আবদ্ধ হইলেন।

মিঃ ব্লেক সেই চাঁদোয়া সরাইয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। হঠাৎ কাহার হী-হী হাস্যধ্বনি শুনিয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন। সেই নীরস শুষ্ক হাস্যধ্বনি পরিচিত বলিয়াই তাঁহার মনে হইল। তিনি শ্বাস গ্রহণের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া যেন রহিত হইয়া আসিল। তাঁহার মনে হইল কেহ সেই চাঁদোয়া দ্বারা দৃঢ় রূপে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়াছে। তিনি সাহায্য প্রার্থনায় চিৎকার করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু অস্ফুট আর্ত্তনাদ ভিন্ন কোন শব্দই তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইল না। তাঁহার অবশ হস্ত হইতে বিজলি-বাতি খসিয়া পড়িল। তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে যেন একশত হাউই এক সঙ্গে জ্বলিয়া উঠিল, পরমুহূর্ত্তে তাঁহার চক্ষু অন্ধপ্রায় হইল। চাঁদোয়া-চাপা পড়িয়া সেই গভীর অন্ধকারে তিনি কিছুই দেখিতে পাইলেন না;

কিন্তু তাঁহার মনে হইল তিনি শূন্যমার্গ হইতে বিদ্যুদ্বেগে ধরাতলে নিক্ষিপ্ত হইতেছেন! তাহার পর তাঁহার চেতনা বিলুপ্ত হইল; কিন্তু তাঁহার চেতনা-বিলোপের পূর্ব্বমুহূর্ত্তেও তিনি পুনর্ব্বার সেইরূপ হী-হী হাস্যধ্বনি শুনিতে পাইলেন। মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার মনে হইল—সে হাসি সাটিরার!

সাটিরা লর্ড পাওয়ার্স'র সেই সুদূর পল্লীভবনে সাটিরার হাস্যধ্বনি তাঁহার কর্ণগোচর হইল।—তিনি কি ক্ষেপিয়াছেন, না স্বপ্ন দেখিতেছেন? কিন্তু তাঁহার কিছুই বুঝিবার, ভাবিবার সময় হইল না। অচেতন অবস্থায় তিনি বিস্মৃতির অতলস্পর্শ তিমির-তলে তলাইয়া গেলেন!

## পঞ্চম প্রবাহ

### অদ্ভুত কাণ্ড

**মিঃ** ব্লেকের সহিত লর্ড পাওয়ার্সের পল্লীভবনে যাইবার জন্য স্মিথের প্রবল আগ্রহ হইয়াছিল; কিন্তু মিঃ ব্লেক তাহাকে সঙ্গে না লইয়া একাকী ওয়াটারলু ষ্টেশনে প্রস্থান করিলেন এজন্য তাহার মন অভিমানে পূর্ণ হইল। মিঃ ব্লেকের উপবেশন-কক্ষে সে নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিল। তাহার মুখ তখন অত্যন্ত অপ্রসন্ন।

ক্রমে সন্ধ্যা অতীত হইল; রাত্রি প্রায় আটটার সময় মিসেস্ বার্ডেল যথানিয়মে তাহার খাবার আনিয়া দিল। মিঃ ব্লেক অনাহারেই চলিয়া গিয়াছিলেন, এজন্য স্মিথের ভাগ্যে যে আহার জুটিল, তাহার পরিমাণ অনেক অধিক। খাদ্য দ্রব্যের প্রাচুর্য্যে ও উপাদেয়তায় স্মিথের ক্ষোভ ও অভিমান অন্তর্হিত হইল। তাহার মনে হইল খালি-পেটে রেলের গাড়ীতে বসিয়া হটর-হটর করিতে করিতে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করা অপেক্ষা ঘরে বসিয়া নিশ্চিন্ত মনে পেট ভরিয়া আহার করা অনেক বেশী আরামদায়ক।

টাইগার স্মিথের ভোজন-টেবিলের অদূরে বসিয়া লুব্ধ নেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিতেছিল; তাহার লোল-জিহ্বা হইতে লালা নিঃসৃত হইতেছিল। স্মিথ তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া একখানি অর্দ্ধভুক্ত কাট্লেট তাহার সম্মুখে নিক্ষেপ করিল এবং হাসিয়া বলিল, "খালি-পেটে রেলের গাড়ীতে বসিয়া মাঠের ধুলো আর ঠাণ্ডা হাওয়া খাওয়ার চেয়ে নিশ্চিন্ত মনে ঘরে বসিয়া এই সকল খাবার খাওয়া অনেক ভাল; কি বলিস্ রে বুড়ো বদ্‌মায়েস্! (old ruffian) কর্ত্তার সেখানে গিয়া কেবল হয়রান হওয়াই সার হইবে। তিনি ও-ভাবে তাড়াতাড়ি না যাইলেই ভাল করিতেন। ইন্‌স্পেক্টর কুট্স সেখানে গিয়া হঠাৎ না কি হারাইয়া গিয়াছে! আমি বাজি রাখিয়া বলিতে পারি সে নিজের ইচ্ছায়

কোথাও সরিয়া পড়িয়াছে; যে কাজে গিয়াছে তাহা শেষ করিয়া ফিরিয়া আসিবে। এখন দেখিতেছি কর্ত্তার সঙ্গে না গিয়া ভালই করিয়াছি। বিদেশে রাত্রি-বাস বড় অল্প ঝক্মারি নয়।”

টাইগার কোন মতামত প্রকাশ না করিয়া স্মিথের প্রদত্ত হাড় ও মাংসগুলি উৎসাহ ভরে চর্ব্বণ করিতে লাগিল। স্মিথ আশা করিল, মিঃ ব্লেক পরদিন মধ্যাহ্ন কালেই বাড়ী ফিরিবেন।

পরদিন অপরাহ্ণ তিনটা পর্য্যন্ত স্মিথ মিঃ ব্লেকের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় ঘরে বসিয়া রহিল; কিন্তু তিনি ফিরিলেন না। স্মিথ ভাবিয়াছিল, কোন কারণে তিনি সেদিন বাড়ী ফিরিতে না পারিলে তাহাকে টেলিগ্রাম করিবেন, বা টেলিফোনে সংবাদ দিবেন; কিন্তু সে তাঁহার কোন সংবাদও পাইল না। অপরাহ্ণ চারিটার সময় স্মিথ টাইগারকে সঙ্গে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইল।—মিঃ ব্লেকের কোন সংবাদ না পাওয়ায় তাহার একটু দুশ্চিন্তা হইয়াছিল।

স্মিথ ঘণ্টা-খানেক রিজেণ্ট পার্ক নামক উদ্যানে বায়ু সেবন করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বাড়ী ফিরিল। সে মিঃ ব্লেকের উপবেশন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল একটি বিরাটবপু চারি হাঁত লম্বা জোয়ান টেবিল-সন্নিহিত চেয়ারে বসিয়া পাইপ টানিতেছেন। তাঁহার দাড়ি গোঁফ হীন, হাঁড়ির মত গোল গাল মুখ দেখিয়াই স্মিথ চিনিতে পারিল, তিনি স্কট্ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের প্রবীণ ডিটেক্টিভ—ইন্স্পেক্টর উইজন।

স্মিথ ইন্স্পেক্টর উইজনের মুখের দিকে চাহিয়া সবিস্ময়ে বলিল, “কি আশ্চর্য্য! ইন্স্পেক্টর উইজন, আপনি হঠাৎ এখানে? বহুদিন আপনি এদিকে আসেন নাই, আপনি লণ্ডনে আছেন কি না তাহাও জানিতাম না; এই জন্য হঠাৎ আপনাকে এখানে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া প্রথমটা একটু ধাঁধায় পড়িয়াছিলাম। কোন কাজ না থাকিলে আপনি নিশ্চয়ই কর্ত্তার সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেন না; কিন্তু তিনি ত বাড়ী নাই, কাল সন্ধ্যার ট্রেণে হ্যাম্পসায়ারে গিয়াছেন। যেমন এক টেলিগ্রাম পাইলেন, অমনই একখান ট্যাক্সি লইয়া ওয়াটারলু ষ্টেশনে ছুটিলেন।”

ইন্‌স্পেক্টর উইজন গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "সে সকল কথাই আমি জানি স্মিথ! উহার অতিরিক্ত যে সকল কথা তুমি জান না তাহা বলিবার জন্যই আমাকে এখানে আসিতে হইয়াছে। প্রথমে আমি জানিতে চাই তুমি আমার সঙ্গে কিভার্ণ ম্যানরে যাইতে প্রস্তুত আছ কি না?—আমাকে সেখানে আজই যাইতে হইবে।"

স্মিথ ইন্‌স্পেক্টর উইজনের মুখের দিকে বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া সবিস্ময়ে বলিল, "আপনাকেও কিভার্ণ ম্যানরে যাইতে হইবে? ব্যাপার কি? ইন্‌স্পেক্টর কুটস গিয়াছেন, কর্ত্তা তাঁহার অনুসরণ করিয়াছেন, আবার আপনিও আজ সেখানে যাইতেছেন! স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের পাকা পাকা ঝুনো ডিটেক্‌টিভ যে কয়জন আছেন—একে একে সকলকেই কি সেখানে যাইতে হইবে? সেখানে এমন কি কাণ্ড ঘটিয়াছে যে, স্থানীয় পুলিশ কিছুই করিতে পারিল না, শেষে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের বড় বড় মাথালো ডিটেক্‌টিভদের লইয়া টানাটানি—এমন কি, আমাদের কর্ত্তাকে পর্য্যন্ত?"

ইন্‌স্পেক্টর উইজন বলিলেন, "দেখ ছোকরা, তোমার কাছে প্রকৃত ঘটনার কথা গোপন করিতে আমার ইচ্ছা নাই। সকল কথা শুনিয়া তুমি বড়ই ব্যাকুল হইবে; কিন্তু উপায় কি? কিভার্ণ ম্যানরে বোধ হয় কোন বিষম অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিয়াছে; ( there's something mighty strange happenning. ) একটা দুঃসংবাদ শুনিবার জন্য প্রস্তুত হও। কেবল ইন্‌স্পেক্টর কুটস নহেন, মিঃ ব্লেকও হঠাৎ অদৃশ্য হইয়াছেন!"

ইন্‌স্পেক্টর উইজনের কথা শুনিয়া স্মিথ হা করিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পর মাথা নাড়িয়া আপনমনে বিড়-বিড় করিয়া কি বলিল। ইন্‌স্পেক্টর উইজনের কথা বিশ্বাস করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। ইন্‌স্পেক্টর কুটস ফেরার হইয়াছেন—এ সংবাদ সে বিশ্বাস করে নাই; তাহার পর মিঃ ব্লেক সেখানে গিয়া অদৃশ্য হইয়াছেন—ইহা বড়ই অদ্ভুত ও অসম্ভব ব্যাপার! লর্ড পাওয়ার্সের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া তিনি বিপন্ন হইয়াছেন? ইন্‌স্পেক্টর উইজন কি তাহার সঙ্গে পরিহাস করিতেছেন?

কিন্তু স্মিথ ইন্‌স্পেক্টর উইজনের মুখে পরিহাসের কোন চিহ্ন দেখিতে পাইল

না। তাঁহার মুখ অত্যন্ত গম্ভীর, ললাটে চিন্তার রেখা পরিস্ফুট; তাহা দেখিয়া স্মিথ ভীত হইল। সে উৎকণ্ঠিত স্বরে বলিল, "আপনার কথা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। আপনি কি কর্ত্তার কোন বিপদের সংবাদ পাইয়াছেন ইন্‌স্পেক্টর!"

ইন্‌স্পেক্টর উইজন মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "মিঃ ব্লেক বিপদে পড়িয়াছেন কি না, কিরূপে বলিব? আমরা শুধু এই সংবাদ পাইয়াছি যে, ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স যে ভাবে অদৃশ্য হইয়াছিলেন, মিঃ ব্লেকও ঠিক সেই ভাবেই অদৃশ্য হইয়াছেন। তিনি কাল রাত্রে লর্ড পাওয়ার্সের পল্লীভবনে উপস্থিত হইয়া, লর্ড পাওয়ার্সের সহিত একত্র বসিয়া নৈশভোজন শেষ করিয়াছিলেন; তাহার পর দীর্ঘকাল তাঁহার সহিত নানা কথার আলোচনা করিয়া শয়ন করিতে গিয়াছিলেন; আজ সকালে তিনি নিরুদ্দেশ! তিনি যে সকল পরিচ্ছদ লইয়া গিয়াছিলেন, সেগুলি সমস্তই তাঁহার শয়ন-কক্ষে পাওয়া গিয়াছে, কেবল তাঁহার পা-জামা পাওয়া যায় নাই; এই জন্য মনে হয় তিনি তাহা পরিধান করিয়া শয়ন করিয়াছিলেন, এবং সেই অবস্থায় অদৃশ্য হইয়াছেন।—ইহার অধিক আর কোন সংবাদ জানিতে পারি নাই। এই অদ্ভুত রহস্য ভেদের জন্য আমাকে অবিলম্বে কিভার্ণ ম্যানরে যাইতে হইতেছে; সকল কথা শুনিয়া তোমারও আমার সঙ্গে যাইবার জন্য আগ্রহ হইতে পারে ভাবিয়া আমি তোমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছি। যদি তুমি আমার সঙ্গে যাইতে চাও তাহা হইলে অবিলম্বে তোমাকে প্রস্তুত হইতে হইবে।"

ইন্‌স্পেক্টর উইজনের কথা শুনিয়া স্মিথের মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইল। মিঃ ব্লেক লর্ড পাওয়ার্সের পল্লীভবন হইতে অদ্ভুতভাবে অদৃশ্য হইয়াছেন, সম্ভবতঃ তিনি বিপন্ন হইয়াছেন; এ সংবাদ শুনিয়া সে কি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে?—সে ইন্‌স্পেক্টর উইজনকে আর কোন কথা না বলিয়া তাড়াতাড়ি পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিল। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ও মিঃ ব্লেক উপর্য্যুপরি দুই রাত্রিতে ঠিক একইভাবে অদৃশ্য হইয়াছেন, ইহা নিশ্চয়ই কোন দুর্ভেদ্য ও জটিল রহস্যের ফল। সেই রহস্যভেদের জন্য তাঁহার প্রবল আগ্রহ হইল। যদিও ইন্‌স্পেক্টর উইজনের বুদ্ধিমত্তায় ও কার্য্যদক্ষতায় তাহার সন্দেহ ছিল না, তথাপি মিঃ ব্লেকের উদ্ধারের জন্য নিজের

বুদ্ধি বিবেচনা অনুসারে স্বাধীনভাবে চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য বলিয়া তাহার মনে হইল। ইন্‌স্পেক্টর উইজন ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া যে ভাবে ইচ্ছা তদন্ত করিতে পারেন। স্মিথ ভিন্ন পন্থায় তদন্ত করিয়া রহস্য ভেদে কৃতসঙ্কল্প হইল। দীর্ঘকাল মিঃ ব্লেকের সাকরেদী করিয়া সে আত্মনির্ভরের শক্তি লাভ করিয়াছিল; সে জানিত, যে সকল জটিল গুপ্ত রহস্যের সূত্র বহুদর্শী চতুর ডিটেক্‌টিভগণের দৃষ্টি অতিক্রম করে—তাহা তাহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াইতে পারে না।

স্মিথ মনে মনে সকল ঘটনার কথা আলোচনা করিল। সে জানিত লর্ড পাওয়ার্সের পল্লীভবন কিভার্ণ ম্যানর হইতে কতকগুলি মহামূল্য হীরকালঙ্কার অপহৃত হওয়ায় সেই চুরীর তদন্তের ভার ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের হস্তে প্রদত্ত হইয়াছিল; তদনুসারে তিনি তিন দিন পূর্ব্বে কিভার্ণ ম্যানরে যাত্রা করিয়াছিলেন। সেই রাত্রে তিনি লর্ড পাওয়ার্সের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া তাঁহার গৃহেই শয়ন করিয়াছিলেন। সেই রাত্রেই তিনি তাঁহার শয়ন-কক্ষ হইতে অদৃশ্য হইয়াছিলেন। নৈশ-বাস পা-জামা ভিন্ন সে সময় তাঁহার অঙ্গে অন্য কোন পরিচ্ছদ ছিল না। রাত্রিকালে তিনি শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন, শয্যার অবস্থা দেখিয়া তাহা বুঝিতে পারা গিয়াছিল; কিন্তু তাঁহার অন্তর্ধানের বিবরণ এতই বিচিত্র যে, তাহা শুনিয়া মনে হয় সেই কক্ষের মেঝে যেন হঠাৎ মুখব্যাদান করিয়া তাঁহাকে গ্রাস করিয়াছিল। ( Sowallowed him up. )

মিঃ ব্লেকও ঠিক এইভাবেই অদৃশ্য হইয়াছিলেন! ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স অত্যন্ত রহস্যজনক ভাবে তাঁহার শয়ন-কক্ষ হইতে অদৃশ্য হওয়ায় লর্ড পাওয়ার্স উৎকণ্ঠিত হইয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য মিঃ ব্লেককে টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন; মিঃ ব্লেক এই ভার গ্রহণ করিয়া পূর্ব্ব-রাত্রে লর্ড পাওয়ার্সের পল্লী-ভবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেখানে তিনি নৈশভোজন শেষ করিয়া কিছুকাল লর্ড পাওয়ার্সের সহিত নানা কথার আলোচনা করিয়াছিলেন, তাহার পর তিনি শয়নের জন্য নির্দ্দিষ্ট কক্ষে শয়ন করিতে গিয়াছিলেন; কিন্তু পরদিন প্রভাতে আর তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় নাই। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের মত তিনিও রাত্রিকালে শয়ন-কক্ষ হইতে অদৃশ্য হইয়াছিলেন।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের ন্যায় মিঃ ব্লেকও শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন—শয্যার অবস্থা দেখিয়া তাহা নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারা গিয়াছিল। তাঁহার নিজের যে সকল জিনিসপত্র ছিল, যে সকল পরিচ্ছদ তিনি সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন, তাহা সমস্তই সেই কক্ষে পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার কোন দ্রব্য অপহৃত বা স্থানান্তরিত হয় নাই; কেবল তিনি পা-জামা মাত্র পরিধান করিয়া অন্তর্হিত হইয়াছেন! তাঁহার অন্যান্য পরিচ্ছদ—ওভারকোট, বুট, হ্যাট কেহই স্পর্শ করে নাই; এমন কি, তাঁহার ঘড়ি চেন, চুরুটের বাক্স তাঁহার শয্যা-সন্নিহিত টেবিলের উপর যে ভাবে রাখিয়াছিলেন, ঠিক সেই ভাবেই পাওয়া গিয়াছে!—সুতরাং ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ও মিঃ ব্লেকের অন্তর্দ্ধানের কারণ অভিন্ন, এবং এই উভয় কাণ্ডের মূলে একই রহস্য বর্ত্তমান—ইহাই স্মিথের ধারণা হইল।

ইন্‌স্পেক্টর উইজন যাত্রার আয়োজনাদি শেষ করিয়া আসিয়া ষ্টেশনে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, এজন্য স্মিথ এই প্রসঙ্গে তাঁহার সহিত আলোচনা করিবার সুযোগ পাইল না। সে যথাসময়ে ওয়াটারলু-ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া ইন্‌স্পেক্টর উইজনের সাক্ষাৎ পাইল। স্মিথ টিকিট লইয়া তাঁহার সহিত ট্রেণের এক কামরায় উঠিয়া বসিল। ট্রেণ চলিতে আরম্ভ করিলে স্মিথ ইন্‌স্পেক্টর উইজনকে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ও মিঃ ব্লেকের রহস্যজনক অন্তর্দ্ধানের কারণ সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত জিজ্ঞাসা করিল।

ইন্‌স্পেক্টর উইজন পাইপে তামাক সাজিয়া লইলেন, তাহার পর তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিয়া বলিলেন, "আমার অভিমত, অর্থাৎ সকল কথা শুনিয়া আমি কি সিদ্ধান্ত করিয়াছি তাহাই শুনিতে চাও? কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, এই ব্যাপারের মাথামুণ্ড কিছুই আমি বুঝিতে পারি নাই; স্থানীয় পুলিশ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও কুট্‌স বা মিঃ ব্লেকের বিস্ময়জনক অন্তর্দ্ধানের কোন সূত্র আবিষ্কার করিতে পারে নাই। তাহারা কিভার্ণ পল্লীর কোন স্থানে খুঁজিতে বাকি রাখে নাই। এমন কি, এই পল্লীর চতুর্দ্দিকে যে সকল গ্রাম, অরণ্য, প্রান্তর আছে—সর্ব্বত্র তাঁহাদের অনুসন্ধান করিয়াছে। তাঁহারা উভয়ে হঠাৎ বাতাসে মিশিয়া গিয়াছেন—এ কথা বলিলে কেহই তাহা বিশ্বাস করিবে না। বিশেষতঃ তাঁহারা

যে-সে লোক নহেন ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ও মিঃ ব্লেককে কৌশলে কয়েদ করিয়া সাম্‌লাইয়া রাখা সহজ ব্যাপার নহে ; এ অবস্থায় তাঁহারা কোথায় কি ভাবে অদৃশ্য হইলেন, এবং ইহার কারণ কি, তাহা অনুমান করা আমার অসাধ্য স্মিথ !—ভাবিয়া-চিন্তিয়া আমি কিছুই সিদ্ধান্ত করিতে পারি নাই।"

স্মিথ বলিল, "ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে আমরা কিছুই স্থির করিতে পারিব না ; তবে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, নিজের ইচ্ছায় তাঁহারা সেই অট্টালিকা ত্যাগ করেন নাই—যদি সত্যই তাঁহারা সেই অট্টালিকার বাহিরে গিয়া থাকেন। তাঁহারা উভয়েই পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন না করিয়া নৈশ-বেশেই রাত্রিকালে বাহিরে যাইতে বাধ্য হইলেন, এমন কি, ওভারকোটটি হাত বাড়াইয়া টানিয়া লইয়া পরিধানেরও অবসর পাইলেন না, জুতা পর্য্যন্ত পায়ে দেওয়ার সুযোগ পাইলেন না,—ইহা বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার বলিয়া মনে হয়! প্রধান কথা এই যে, ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স লর্ড পাওয়ার্সের হীরা জহরতের অলঙ্কার-অপহরণের তদন্তে গিয়াছিলেন, এবং কর্ত্তা ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের আকস্মিক অন্তর্দ্ধানের সংবাদ শুনিয়া তাঁহার সন্ধান করিতে গিয়াছেন। তাঁহাদের উভয়ের নিরুদ্দেশের সহিত উক্ত চৌর্য্য-ব্যাপারের কোন সম্বন্ধ আছে কি ?"

ইন্‌স্পেক্টর উইজন গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "তোমার এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়াও আমার অসাধ্য স্মিথ! ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ও মিঃ ব্লেককে চুরী করিবার জন্য চোরেরা লর্ড পাওয়ার্সের গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছিল—এ কথা বিশ্বাস করিবার কি কোন কারণ আছে ? তাহারা ত হীরকালঙ্কারগুলি অপহরণ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে সরিয়া পড়িয়াছিল, ডিটেক্‌টিভদেরও ধরিয়া লইয়া যাইবার জন্য তাহাদের মাথাব্যথা করিবে কেন ?"

স্মিথ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, "এই ব্যাপারে লর্ড পাওয়ার্সকে সন্দেহ করিবার কোন কারণ আছে কি না বুঝিতে পারিতেছি না! তিনি গৃহস্বামী, তাঁহার উপস্থিতিতে তাঁহার বাড়ী হইতে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ও মিঃ ব্লেকের মত দুইজন লোক পর পর দুই রাত্রে অদৃশ্য হইলেন ; অথচ তিনি বা তাঁহার দ্বারবান, আর্দ্দালী, খানসামারা কিছুই জানিতে পারিল না ! এই ব্যাপারে তাহাদের কোন

হাত নাই—ইহা বিশ্বাস করা কি একটু কঠিন নয়? লর্ড পাওয়ার্সের সুরক্ষিত গৃহের সিন্দুক হইতে জহরতের অলঙ্কারগুলি অপহৃত হইয়াছে কি না তাহাই বা কে বলিবে? হয় ত' অলঙ্কার অপহরণের সংবাদটিই মিথ্যা, আদৌ তাহা অপহৃত হয় নাই।"

স্মিথের কথা শুনিয়া সুবিজ্ঞ ইন্স্পেক্টর উইজন এভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন যেন সে একটি বদ্ধ পাগল, হঠাৎ ক্ষেপিয়া উঠিয়া সে প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করিয়াছে!—তিনি দুই এক মিনিট নিস্তব্ধ থাকিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "দেখ ছোকরা! তুমি বহুদিন হইতে মিঃ ব্লেকের সাগরেদী করিতেছ। আমার বিশ্বাস ছিল—তোমার ঘটে একটু-আধটু বুদ্ধি আছে; কিন্তু তোমার কথা শুনিয়া বুঝিলাম—তোমার বিন্দুমাত্র কাণ্ডজ্ঞান নাই। তুমি কাহার সম্বন্ধে কি কথা বলিতেছ তাহা বুঝিবারও তোমার শক্তি নাই! লর্ড পাওয়ার্স এ দেশের একজন প্রধান লোক। তাঁহার মান সম্ভ্রম প্রভাব প্রতিপত্তি অসাধারণ। তিনি রাজকীয় মন্ত্রণা-সভার একজন সদস্য; তিনি অগাধ ধনসম্পত্তির অধিকারী। তাঁহার এতই ঐশ্বর্য্য যে, দুই হাতে মুঠা মুঠা টাকা উড়াইলেও তাঁহার ভাণ্ডার নিঃশেষিত হইবার আশঙ্কা নাই—সেই লর্ড পাওয়ার্সের সম্বন্ধে এ রকম একটা বেথাপ কথা বলিতে তোমার সাহস হইল? তুমি কি বলিতে চাও তিনি নিজেই তাঁহার অলঙ্কারগুলি চুরী করিয়াছেন? চুরী না হইলেও চুরী গিয়াছে বলা—আর নিজের জিনিস চুরী করা—এ একই কথা! তিনি নিজের জিনিস চুরী করিয়া, চৌরা মালের সন্ধান করিবার জন্য পুলিশের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন—এ রকম অসংলগ্ন কথা যাহার মুখ দিয়া বাহির হয়—সে যদি পাগল না হয়—তাহা হইলে পাগল কে? হাঁ, নিশ্চয়ই তোমার মাথা খারাপ হইয়াছে।"

স্মিথ বলিল, "লর্ড পাওয়ার্স নিজের জিনিস চুরী করিয়াছেন, এ কথা বলিতেছি না। কোন্ দিক দিয়া তদন্ত আরম্ভ করিলে এই দুর্ব্বোধ্য রহস্যের সূত্র আবিষ্কৃত হইতে পারে তাহা স্থির করিতে না পারিয়া, ঐরূপ একটা সম্ভাবনা থাকিতে পারে কি না তাহারই আলোচনা করিতেছি। লর্ড পাওয়ার্স যে এদেশের প্রধান ব্যক্তি, তাঁহার মান সম্ভ্রম, প্রভাব প্রতিপত্তি অসাধারণ, এ সংবাদ আমার অজ্ঞাত নহে;

তাঁহার নৈতিক চরিত্র অপাপবিদ্ধ হওয়াও বিচিত্র নহে ; কিন্তু চক্ষুর উপর যে ঘটনা ঘটিল, তাহা তাঁহার পদমর্য্যাদা ও ঐশ্বর্য্যের খাতিরে কি করিয়া উড়াইয়া দিব ? তাঁহার অতিথিরূপে তাঁহার গৃহে আশ্রয় লইয়া, ইন্‌স্পেক্টর কুটস ও আমাদের কর্ত্তা দুই জনেই তাঁহাদের শয়ন-কক্ষ হইতে অদৃশ্য হইলেন ; অথচ লর্ড পাওয়ার্স কিছুই জানিতে পারিলেন না—ইহা আপনি বিশ্বাস করিতে পারেন, কিন্তু আমি বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। এই অপরাধে যদি আমাকে পাগল মনে করিয়া আপনি তৃপ্তিলাভ করেন—তাহাতে আমার আপত্তি নাই। তবে আমার মনে হয় আমরা লর্ড পাওয়ার্সের গৃহে উপস্থিত হইয়াই দেখিতে পাইব—ইন্‌স্পেক্টর কুটস ও কর্ত্তা উভয়েই অজ্ঞাতবাসের অবসানে সেখানে ফিরিয়া আসিয়াছেন।"

কিন্তু স্মিথের এই আশা পূর্ণ হয় নাই। ইন্‌স্পেক্টর উইজনের গোড়ামীর পরিচয় পাইয়া তাঁহার সহিত আর কোন কথার আলোচনা করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না ; অবশিষ্ট পথ উভয়ে নীরবেই অতিক্রম করিলেন। নির্দ্দিষ্ট ষ্টেশনে ট্রেণ আসিলে তাঁহারা ট্রেণ হইতে অবতরণ করিয়া দেখিলেন লর্ড পাওয়ার্সের একখানি মোটর-কার তাঁহাদের জন্য ষ্টেশনের বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিল। তাঁহারা সেই 'কারে' উঠিয়া লর্ড পাওয়ার্সের পল্লীভবনে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা তৎক্ষণাৎ লর্ড পাওয়ার্সের উপবেশন-কক্ষে নীত হইলেন। সেখানে তখন লর্ড পাওয়ার্স স্থানীয় পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর হাষ্টনের সহিত পরামর্শ করিতেছিলেন।

লর্ড পাওয়ার্স তাঁহাদের উভয়কে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। তাঁহারা উভয়ে তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া চেয়ারে বসিলে ইন্‌স্পেক্টর হাষ্টন বলিলেন, "ইন্‌স্পেক্টর কুটস ও মিঃ ব্লেক এখনও ফিরিয়া আসেন নাই ; তাঁহাদের কোন সংবাদও পাওয়া যায় নাই ইন্‌স্পেক্টর উইজন! এরূপ অদ্ভূত কাণ্ড আর কখন ঘটিয়াছে বলিয়া শুনি নাই, আমার অভিজ্ঞতায় এরূপ ব্যাপার নূতন! আমরা এই পল্লীর চতুর্দ্দিকে দশ বার মাইলের মধ্যে কোন স্থান খুঁজিয়া দেখিতে বাকি রাখি নাই। ইন্‌স্পেক্টর কুটস ও মিঃ ব্লেক রাত্রিকালে কি উপায়ে তাঁহাদের শয়ন-কক্ষের বাহিরে আসিলেন তাহাও বুঝিতে পারি নাই ; তাঁহারা তাঁহাদের শয়ন-কক্ষের উর্দ্ধস্থিত জানালার ভিতর দিয়া বাহিরে লাফাইয়া পড়িলে হয় ত গৃহত্যাগ

করিতে পারিতেন, কিন্তু সেই ভাবে গৃহত্যাগ করা তাঁহাদের সাধ্যাতীত। তাঁহাদের অন্তর্দ্ধানের পরদিন প্রভাতে ইঁহার পরিচারকেরা তাঁহাদের উভয় শয়ন-কক্ষেরই দ্বার ভিতর হইতে রুদ্ধ দেখিয়াছিল; তাহারা কোন উপায়ে দ্বার খুলিয়া, কক্ষমধ্যে তাঁহাদিগকে দেখিতে পায় নাই। সুতরাং কি উপায়ে তাঁহারা স্ব স্ব শয়ন-কক্ষ হইতে অদৃশ্য হইয়াছেন—তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই।"

স্মিথ লর্ড পাওয়ার্সের মুখের দিকে চাহিয়া বুঝিতে পারিল—এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় তিনি অত্যন্ত মর্ম্মাহত ও ব্যাকুল হইয়াছেন। তিনি তাঁহার মানসিক উৎকণ্ঠা গোপন করিতে পারিলেন না। তাঁহার মুখ শুকাইয়া বিবর্ণ হইয়াছিল; আশঙ্কায় ও উদ্বেগে তাঁহার চক্ষু জ্যোতিহীন হইয়াছিল, এবং তাঁহার শূন্যদৃষ্টিতে যেন বিহ্বলতা ফুটিয়া বাহির হইতেছিল।

লর্ড পাওয়ার্স ক্ষণকাল নত মস্তকে চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আমার বহুমূল্য হীরকালঙ্কার অপহৃত হইয়াছে; কিন্তু সেই ক্ষতির কথা আমি ভুলিয়াই গিয়াছি। আমার বাসগৃহ হইতে আমার নিমন্ত্রিত দুইজন অতিথি অদ্ভুতভাবে অদৃশ্য হইলেন, ইহা কি আমার সামান্য দুর্নামের বিষয়? ছি, ছি! জনসমাজে আমার যে মুখ দেখাইতে লজ্জা হইতেছে! লোকে ত অনায়াসে বলিতে পারে—উঁহার বাড়ী হইতে দুইজন ডিটেক্‌টিভ অন্তর্হিত হইয়াছে—এ কাণ্ড উঁহার অজ্ঞাতসারে হয় নাই, এবং এজন্য উনিই দায়ী। এ কথার প্রতিবাদ করিবার কি আমার মুখ আছে? আমি কি বলিয়া আত্মসমর্থন করিব? আমার বন্ধু-সমাজ আমাকে অপরাধী মনে করিলে আমি কি কৈফিয়ৎ দিব?—ইহা অপেক্ষা আমার শতগুণ অধিক আর্থিক ক্ষতি হইলেও আমি এত দূর কাতর ও বিচলিত হইতাম না। এরূপ বিভ্রাট ঘটিবে জানিলে আমি কি তাঁহাদিগকে এখানে আসিতে অনুরোধ করিতাম? তাঁহারা কোথায় গিয়াছেন, কোন বিপদে পড়িয়াছেন কি না বুঝিতে পারিতেছি না। তাঁহারা জুতা জামা পর্য্যন্ত না পরিয়া কি উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করিলেন—তাহাও বুঝিবার উপায় নাই।"

স্মিথকে বালক দেখিয়া লর্ড পাওয়ার্স যেন তাহার প্রতি কিঞ্চিৎ অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেছিলেন; তিনি ঐ সকল কথা ইন্‌স্পেক্টর উইজনকেই লক্ষ্য করিয়া

বলিতেছিলেন, কিন্তু ইন্‌স্পেক্টর উইজনের পরিবর্ত্তে স্মিথই প্রথমে কথা বলিল; সে লর্ড পাওয়ার্সের সকল কথা শুনিয়া বলিল, "তাঁহারা যে যে কক্ষে রাত্রে শয়ন করিয়াছিলেন, সেখানে কোন রকম ধস্তাধস্তির চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গিয়াছে?"

ইন্‌স্পেক্টর হাষ্টন স্মিথের প্রশ্ন শুনিয়া বিস্মিত ভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিলেন।—এটুকু ছেলে (this mare lad) তাঁহাদের ন্যায় মাতব্বর লোককে প্রশ্ন করিতে সাহস করিল?—কিন্তু ইন্‌স্পেক্টর হাষ্টন চিরদিন মফস্বলেই ইন্‌স্পেক্টরী করিয়া আসিয়াছেন; এজন্য তিনি জানিতেন না যে, তিনি দীর্ঘকালের গোয়েন্দাগিরিতে চুল পাকাইয়া যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন, বালক স্মিথের অভিজ্ঞতা তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক, এবং সে বুদ্ধিবলে ও চাতুর্য্য-কৌশলে যে সকল গুপ্ত-রহস্য ভেদ করিয়াছে—ইন্‌স্পেক্টর হাষ্টনকে সেরূপ জটিল রহস্য লইয়া কোন দিন মাথা ঘামাইতে হয় নাই। অনেক লোক আছে যাহারা মনে করে চুল পাকিলেই মানুষ বিজ্ঞ হয়, এবং অভিজ্ঞতা বয়সের উপরেই নির্ভর করে—ইন্‌স্পেক্টর হাষ্টন ছিলেন সেই শ্রেণীর মানুষ।

কিন্তু ইন্‌স্পেক্টর উইজন যাহাকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছেন সে বালক হইলেও নিতান্ত উপেক্ষার যোগ্য নহে, ভাবিয়া ইন্‌স্পেক্টর হাষ্টন স্মিথের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অনাবশ্যক মনে করিলেন না; তাচ্ছিল্য ভরে বলিলেন, "না হে ছোকরা! সেখানে ধস্তাধস্তির কোন চিহ্ন নাই; ইচ্ছা হইলে তুমি সেই কক্ষে গিয়া পরীক্ষা করিতে পার। সেই কক্ষের কোন জিনিসপত্রও কেহ স্পর্শ করে নাই। যে জিনিস যেখানে ছিল—তাহা সেইস্থানেই আছে। আমরা যে রহস্য যথাসাধ্য চেষ্টায় ভেদ করিতে পারি নাই; তুমি লণ্ডন হইতে আসিয়া সেই রহস্য ভেদ করিতে পারিলে ত বুঝিব তুমি বাহাদুর ছেলে!"

ইন্‌স্পেক্টর উইজন বলিলেন, "স্মিথ সত্যই বাহাদুর ছেলে। ও মিঃ ব্লেকের সহকারী। মিঃ ব্লেক উহার সহিত পরামর্শ না করিয়া কোন কাজ করেন না। আমরাই অনেক সময় উহার ফন্দী-ফিকির বুঝিতে পারি না!"

এই প্রশংসায় স্মিথ মস্তক অবনত করিয়া বিকট মুখভঙ্গি করিল। তাহার পর মিঃ ব্লেকের শয়ন-কক্ষে উপস্থিত হইল। সে মিঃ ব্লেকের পরিচ্ছদগুলি

একখানি চেয়ারে সংস্থাপিত দেখিল। সেই কক্ষ পরিষ্কার করিবার সময় তাঁহার জুতা-জোড়াটা দ্বারের বাহিরে রাখা হইয়াছিল; সেখানেই তাহা পড়িয়া ছিল। স্মিথ জানিত মিঃ ব্লেক যে জুতা-জোড়াটা পায়ে দিয়া সেখানে আসিয়াছিলেন, তাহা ব্যতীত অন্য কোন জুতা লইয়া আসেন নাই। সুতরাং তিনি যে খালি-পায়ে সেই কক্ষ হইতে অদৃশ্য হইয়াছেন—এ বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ হইল।

স্মিথ মিঃ ব্লেকের ক্ষুর, বুরুস, সাবান, আয়না প্রভৃতি ক্ষৌরকর্ম্মের সরঞ্জামগুলি সেই কক্ষের এক কোণে প্রসাধনের টেবিলের উপর দেখিতে পাইল। তাঁহার শয্যাপ্রান্তে আর একখানি ক্ষুদ্র টেবিল ছিল, তাহার উপর সে মিঃ ব্লেকের ঘড়ি ও সিগার-কেশ দেখিতে পাইল। সেই কক্ষের ঊর্দ্ধদেশে একটি জানালা ছিল, সেই জানালা তখন খোলা ছিল। সেই জানালার বাহিরে কিভার্ণ প্রাসাদের পশ্চাদ্বর্ত্তী আঙ্গিনা।

স্মিথ সেই কক্ষের সকল সামগ্রী পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত করিল—মিঃ ব্লেক রাত্রিকালে হঠাৎ শয্যাত্যাগ করিয়া শয়নের পরিচ্ছদেই নগ্নপদে কোনও অজ্ঞাত উপায়ে সেই কক্ষ ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি যে সকল জিনিসপত্র লইয়া আসিয়াছিলেন, তাহার একটিও সঙ্গে লইয়া যান নাই; এমন কি, তাঁহার নিত্যসঙ্গী চুরুটের বাক্সটাও ফেলিয়া গিয়াছেন!

অতঃপর স্মিথ ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের শয়ন-কক্ষ পরীক্ষা করিল। সে বুঝিতে পারিল ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সও ঠিক সেই ভাবেই অদৃশ্য হইয়াছিলেন; খালি-পায়ে নৈশ-পরিচ্ছদে তিনিও তাঁহার শয়ন-কক্ষ ত্যাগ করিয়াছিলেন। কোন আততায়ী তাঁহাদের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের প্রতি বল-প্রয়োগ করিয়াছিল, বা তাঁহাদের সহিত ধস্তাধস্তি করিয়া তাঁহাদিগকে টানিয়া লইয়া গিয়াছিল, ইহার কোন চিহ্নই সে মিঃ ব্লেকের বা কুট্‌সের শয়ন-কক্ষে দেখিতে পাইল না।

লর্ড পাওয়ার্সের পরিচারকগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া স্মিথ কোন সদুত্তর পাইল না; মিঃ ব্লেক ও ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স কিরূপে অদৃশ্য হইলেন—তাহা তাহাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, এই কথাই তাহারা বলিল। স্মিথ সেই অট্টালিকার সকল কক্ষ এবং ঘরের ভিতরে ও বাহিরের সকল স্থান সতর্ক ভাবে পরীক্ষা করিয়া মিঃ ব্লেক ও

ইন্‌স্পেক্টর কুটসের আকস্মিক অন্তর্দ্ধান-সংক্রান্ত কোন সূত্র আবিষ্কার করিতে পারিল না।

স্মিথ তদন্ত আরম্ভ করিলে ইন্‌স্পেক্টর উইজন লর্ড পাওয়ার্সকে বলিয়াছিলেন স্মিথ মিঃ ব্লেকের বিশ্বস্ত সহকারী; সে তাহার মনিবের সন্ধানে আসিয়াছে; সুতরাং সে তাঁহার নিকট যখন যে সাহায্য চাহিবে তাহাকে যেন তখনই সেই প্রকার সাহায্য করা হয়, এবং বালক বলিয়া উপেক্ষা করা না হয়।

স্মিথ সেই সুপ্রশস্ত অট্টালিকায় তদন্ত আরম্ভ করিলে লর্ড পাওয়ার্স তাহার সঙ্গেই ছিলেন, এবং তাহার সকল প্রশ্নেরই উত্তর দিতেছিলেন। বিভিন্ন স্থান পরীক্ষার পর স্মিথ লর্ড পাওয়ার্সকে বলিল, "এই বিশাল অট্টালিকা বহু প্রাচীন, ইহা বোধ হয় আপনার পূর্ব্ব-পুরুষগণের নির্ম্মিত; সুতরাং এই অট্টালিকার কোন কক্ষে গুপ্তসুড়ঙ্গ-পথ এবং কোন অংশে আপনার ভৃত্য ও পরিজনবর্গের অজ্ঞাত কোন গুপ্ত-কক্ষ আছে কি না বলিতে পারেন?"

লর্ড পাওয়ার্স বলিলেন, "এই অট্টালিকা অতীত যুগে আমার পূর্ব্ব-পুরুষ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইলেও আমি বাল্যকাল হইতে আমার এই পল্লীভবনে বাস করিয়া আসিতেছি, সুতরাং ইহার প্রত্যেক অংশ আমার সুপরিচিত। তুমি যেরূপ গুপ্ত-কক্ষ বা সুড়ঙ্গ-পথের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ—এই অট্টালিকায় তাহার অস্তিত্ব বর্ত্তমান নাই। অট্টালিকা শতাব্দীপূর্ব্বে নির্ম্মিত হওয়ায় ইহা আধুনিক রুচির উপযোগী ছিল না। আমি জমীদারী হাতে পাইবার পর এই অট্টালিকার আমূল সংস্কার করিয়াছিলাম, ইহার কিয়দংশ আধুনিক ভাবে পুনর্নির্ম্মিত হইয়াছে; সুতরাং ইহার কোথায় কি আছে তাহা আমার অজ্ঞাত নহে। যদি কোন কক্ষের ভিতর দিয়া কোন গুপ্ত সুড়ঙ্গ-পথ থাকিত, তাহা আমি নিশ্চয়ই জানিতে পারিতাম।"

স্মিথ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও ইন্‌স্পেক্টর কুটস ও মিঃ ব্লেকের অন্তর্দ্ধান-রহস্য ভেদ করিতে পারিল না। তাঁহাদের ভাগ্যে কি ঘটিয়াছে, তাহাও বুঝিতে পারিল না। সে নত মস্তকে চিন্তা করিতে লাগিল।

ইন্‌স্পেক্টর উইজন স্মিথের সঙ্গেই ছিলেন। তিনি তাহার কার্য্যপ্রণালী লক্ষ্য

করিতেছিলেন; কিন্তু এতক্ষণ পর্য্যন্ত কোন কথাই বলেন নাই। তিনি স্মিথকে অকৃতকার্য্য হইয়া হতাশভাবে চিন্তা করিতে দেখিয়া লর্ড পাওয়ার্সকে বলিলেন, "আপনার জহরতের অলঙ্কারগুলি চুরী গিয়াছে, তাহার কোন সন্ধান হইয়াছে কি? কাহারা তাহা চুরী করিয়াছে—জানিতে পারেন নাই?—ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ও মিঃ ব্লেকের অন্তর্দ্ধানের সহিত এই ব্যাপারের সম্বন্ধ আছে বলিয়াই সন্দেহ হয়।"

লর্ড পাওয়ার্স কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই স্থানীয় ইন্‌স্পেক্টর হাষ্টন বলিলেন, "আপনার ঐরূপ সন্দেহের কোন কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না; মিঃ ব্লেক তাঁহার শয়ন-কক্ষ হইতে অদৃশ্য হইবার পূর্ব্বে ঐ সকল জহরত চুরী গিয়াছিল। আমার বিশ্বাস, তস্করেরা সে সময় শত শত মাইল দূরে পলায়ন করিয়াছিল। তাহারা দুইদিন পরে এই অট্টালিকায় ফিরিয়া আসিয়াছিল এরূপ সন্দেহের কোন কারণ দেখি না। তাহাদের কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া মনে হয় তাহারা পাকা চোর, চৌর্য্যবৃত্তিতে তাহারা বিশেষজ্ঞ, এবং অত্যন্ত চতুর ও ফন্দীবাজ! তাহারা চুরী করিয়া পলায়ন করিয়াছে, কিন্তু তাহাদের গমনাগমনের কোন চিহ্নই রাখিয়া যায় নাই; সুতরাং তাহাদের অনুসরণ করিবার কোন উপায় নাই। আমরা চুরীর পর সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিয়াছি—সিন্দুক খোলা; যে সকল বাক্সে অলঙ্কারগুলি ছিল, সেই সকল বাক্স লইয়া তাহারা পলায়ন করিয়াছে; কিন্তু সিন্দুকের কোন অংশে একটিও অঙ্গুলি-চিহ্ন রাখিয়া যায় নাই; তাহারা দরজা ভাঙ্গিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল—ইহারও কোন প্রমাণ নাই; তাহারা যে কি কৌশলে রুদ্ধদ্বার-কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল, ইহা বুঝিবার উপায় নাই!"

স্মিথ ইন্‌স্পেক্টর হাষ্টনের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "আপনার কথা শুনিয়া স্বতঃই মনে হয় বাড়ীর লোকের সাহায্য ভিন্ন এরূপ চুরী হইতে পারে না; এই ব্যাপারে বাড়ীর লোকের যোগ ছিল। সুতরাং যাহার সাহায্যে এই চুরী হইয়াছে—সে এখন এই বাড়ীতেই আছে এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে।"

লর্ড পাওয়ার্স স্মিথের কথা শুনিয়া চঞ্চল দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে

চাহিলেন, মুহূর্ত্তের জন্য যেন তিনি বিচলিত হইয়া উঠিলেন ; কিন্তু তৎক্ষণাৎ আত্মসংবরণ করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না, না, এ একেবারেই অসম্ভব। আমার স্ত্রী অন্যান্য পরিজনবর্গ সহ দেশান্তরে গিয়াছেন ; এখন এ বাড়ীতে আমি ও চারিজন চাকর ভিন্ন আর কেহই নাই। আমার এই চাকরেরা বহুকাল হইতে আমার বাড়ীতে আছে ; তাহারা সকলেই বিশ্বাসী। তাহাদের কাহারও দ্বারা এ কাজ হইয়াছে—ইহা বিশ্বাসের অযোগ্য। হাঁ, ইহা অসম্ভব। এই চুরী তাহাদের অজ্ঞাতসারে হইয়াছে—এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। তোমার অনুমান নিতান্তই অসঙ্গত। চুরীর প্রকৃত রহস্য ভেদ করিতে না পারিয়া আমার চাকরদের উপর অন্যায় দোষারোপ করিও না।"

ইন্‌স্পেক্টর হাষ্টন রহস্যভেদের কোন ব্যবস্থা করিতে না পারিয়া কয়েক মিনিট পরে ইন্‌স্পেক্টর উইজনের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। লর্ড পাওয়ার্স ও 'কাজ আছে' বলিয়া সরিয়া পড়িলেন। ইন্‌স্পেক্টর উইজন ও স্মিথ মিঃ ব্লেকের শয়ন-কক্ষের বাহিরে দাঁড়াইয়া ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন।

লর্ড পাওয়ার্স সেই অট্টালিকার প্রত্যেক অংশ অবাধে পরীক্ষার জন্য সমগ্র অট্টালিকা ইন্‌স্পেক্টর উইজন ও স্মিথের হাতে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার পরিচারকবর্গকে আদেশ করিয়াছিলেন—ইন্‌স্পেক্টর উইজন ও স্মিথ সেই অট্টালিকার যে কক্ষে যখন প্রবেশ করিতে চাহিবেন—তখনই তাঁহাদিগকে সেই কক্ষে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে, তাঁহাদের কোন কার্য্যে কেহ বাধা দিবে না। সুতরাং সেই বিশাল অট্টালিকার প্রত্যেক কক্ষই তাঁহাদের পক্ষে তখন অবারিতদ্বার। ইন্‌স্পেক্টর উইজন স্মিথের সহিত পরামর্শ করিয়া, যে কক্ষ হইতে জহরতের অলঙ্কারগুলি অপহৃত হইয়াছিল—সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। ইন্‌স্পেক্টর উইজন লোহার সিন্দুকটি পরীক্ষা করিয়া অনুবীক্ষণের সাহায্যেও সিন্দুকে “চোরের অঙ্গুলি-চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না। অবশেষে তিনি স্মিথকে বলিলেন, চোর যে অত্যন্ত চতুর ও সতর্ক, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই ; কিন্তু মিঃ ব্লেক ও ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স রহস্যজনক ভাবে অদৃশ্য হইলেও তাঁহারা কোন রকম বিপদে

পড়িয়াছেন—ইহা বিশ্বাস করিতে আমার প্রবৃত্তি হইতেছে না। তাঁহারা উভয়েই যে কোন সঙ্কটে আত্মরক্ষায় সমর্থ।"

স্মিথ সঙ্ক্ষেপে বলিল, "হাঁ, সে কথা সত্য। কিন্তু তাঁহারা কি ভাবে কোথায় অদৃশ্য হইলেন—তাহা ত বুঝিতে পারিতেছি না! তাঁহারা স্বেচ্ছায় স্থানান্তরে গমন করিলে নৈশ-পরিচ্ছদ মাত্র সম্বল করিয়া খালি-পায়ে যাইতেন না, এবং ঐ ভাবে স্থানান্তরে গমন করিলে তাঁহাদের প্রতি কাহারও দৃষ্টি আকৃষ্ট হইত না, এ কথাই বা কি করিয়া বলি? অথচ কেহই তাঁহাদিগকে কোথাও যাইতে দেখে নাই! ইহা বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার ইন্‌স্পেক্টর!"

ইন্‌স্পেক্টর উইজন ও স্মিথ সেই অট্টালিকার চতুর্দ্দিকে বহুদূর পর্য্যন্ত ঘুরিয়া আসিলেন; কিন্তু তাঁহাদের সকল চেষ্টাই বৃথা হইল। সেই অট্টালিকার অসংখ্য কক্ষের অভ্যন্তর ও বহির্ভাগ পরীক্ষা করিয়া তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন—ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বা মিঃ ব্লেককে সেই অট্টালিকার কোন কক্ষে লুকাইয়া রাখা হয় নাই। পাতলা নৈশ-পরিচ্ছদে ও খালি-পায়ে তাঁহারা সেই অট্টালিকা হইতে অদৃশ্য হইয়াছেন—এ বিষয়ে তাঁহারা উভয়েই নিঃসন্দেহ হইলেন।

রাত্রি ক্রমে গভীর হইল; চতুর্দ্দিকে ক্রমাগত ঘুরিয়া-বেড়াইয়া ইন্‌স্পেক্টর উইজন ও স্মিথ উভয়েই পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মানসিক অবসাদও বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তাঁহারা পরদিন পুনর্ব্বার অনুসন্ধান আরম্ভ করিবেন, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া আহার করিতে চলিলেন। লর্ড পাওয়ার্স তাঁহাদের ভোজনের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারা ভোজন করিতে বসিবার পূর্ব্বে লর্ড পাওয়ার্স পুনর্ব্বার তাঁহাদের সঙ্গে দেখা করিলেন; এবং তাঁহাদের ভোজনের ও শয়নের কোন অসুবিধা হইবে না, চাকরদের যথাযোগ্য আদেশ প্রদান করা হইয়াছে, তাহারা তাঁহাদের সুখসচ্ছন্দতার প্রতি দৃষ্টি রাখিবে,—ইত্যাদি দুই চারিটি কথা বলিয়া তিনি তাঁহাদের নিকট বিদায় লইয়া শয়ন করিতে চলিলেন।

ইন্‌স্পেক্টর উইজন বলিলেন, "আমরা আপনার অতিথি; কিন্তু আমাদিগের এখানে কয় দিন থাকিতে হইবে, কয় দিন আপনাকে বিরক্ত করিব,—কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

লর্ড পাওয়ার্স দ্বারপ্রান্তে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তিনি হঠাৎ ফিরিয়া-দাঁড়াইয়া বলিলেন, "সে জন্য আপনাদের কুণ্ঠিত হইবার কারণ নাই। আপনারা আমার আহ্বানেই আসিয়াছেন, আমি আপনাদের সাহায্যপ্রার্থী। যে পর্য্যন্ত আপনারা এই জটিল রহস্যভেদ করিতে না পারেন, মিঃ ব্লেক ও ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের সন্ধান না হয়—সে পর্য্যন্ত আপনাদের এখানে থাকিতেই হইবে। আমার অলঙ্কারগুলি চুরী গিয়াছে এ জন্য আমি তত উৎকণ্ঠিত হই নাই; ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ও মিঃ ব্লেকের আকস্মিক অন্তর্দ্ধানেই আমি অত্যন্ত ভীত ও উৎকণ্ঠিত হইয়াছি। তাঁহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে; আপনাদের আহারের পর আমার খানসামা কার্ক আপনাদের শয়নকক্ষে রাখিয়া আসিবে। রাত্রে এই অট্টালিকার দরজাগুলি কিরূপ সতর্কতার সহিত বন্ধ করা হয় তাহা দেখিবার ইচ্ছা হইলে আপনারা কার্কের সঙ্গে গিয়া তাহা দেখিতে পারেন। এরূপ সতর্কতা সত্তেও এ রকম কাণ্ড ঘটিল ইহা বড়ই বিস্ময়ের বিষয়।"

লর্ড পাওয়ার্স প্রস্থান করিলে স্মিথ চিন্তাকুল ভাবে দ্বারের দিকে চাহিয়া রহিল; তাহার পর সে ইন্‌স্পেক্টর উইজনকে বলিল, "লর্ড পাওয়ার্সের ভাবভঙ্গি দেখিয়া আমার মনে কেমন একটা খট্‌কা বাধিয়াছে! আমার মনে হইতেছে তিনি সরলভাবে সকল কথা খুলিয়া বলিতেছেন না।"

ইন্‌স্পেক্টর উইজন বলিলেন, "ও তোমার ভুল, তিনি আবার আরও কি খুলিয়া বলিবেন? তিনি ত তদন্তের সকল ভার আমাদের উপর ছাড়িয়া দিয়াছেন।"

স্মিথ বলিল, "হাঁ, সে সম্বন্ধে তাঁহার কোন দোষ দিতে পারি না। তিনি ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকেও সকল ভার দিয়াছিলেন, মিঃ ব্লেককেও টেলিগ্রাম করিয়া এখানে আনিয়াছিলেন; সে বিষয়ে তাঁহার কোন ত্রুটি নাই। কিন্তু আমার সন্দেহ, তিনি কোন কোন কথা গোপন করিতেছেন, অর্থাৎ তিনি এই গুপ্ত রহস্য সম্বন্ধে যে সকল কথা আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক কথাই জানেন; কিন্তু তাহা কেন বলিতেছেন না, ইহা বুঝিতে পারিতেছি না। উহার চোখ মুখের ভাব দেখিয়া মনে হয়—উহার বুকের ভিতর দিবারাত্রি

অশান্তির আগুন জ্বলিতেছে; যেন কি একটা আতঙ্কে তিনি অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন, অথচ সে কথা প্রকাশ করিতে উঁহার সাহস হইতেছে না।"

ইন্‌স্পেক্টর উইজন তাচ্ছিল্যভরে বলিলেন, "এ সকল তোমার কল্পনামাত্র! যেখানে অন্ধকারের ছায়া ভিন্ন আর কিছুই নাই, সেখানে তুমি ভূত দেখিতে পাও! মিঃ ব্লেকের সাকরেদী করিয়া তোমার এই লাভ হইয়াছে। লর্ড পাওয়ার্সের হাজার হাজার পাউণ্ড মূল্যের জহরতের অলঙ্কারগুলি চোরে চুরী করিয়া অদৃশ্য হইল; চুরীর তদন্ত করিতে আসিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স নিরুদ্দেশ; তাঁহার সন্ধানে আসিয়া মিঃ ব্লেক অদ্ভুতভাবে অদৃশ্য হইলেন।— এই সকল কাণ্ডের পরও যদি আমরা লর্ড পাওয়ার্সকে নিশ্চিন্ত ও প্রফুল্ল দেখিতাম—তাহা হইলেই তাহা অস্বাভাবিক মনে হইত। তিনি এই সকল দুর্ঘটনায় অধীর ও বিহ্বল হইয়াছেন—ইহাতে বিস্ময়ের কি কারণ থাকিতে পারে? উঁহার আরও বিপদের কথা এই যে, অলঙ্কার চুরীর কথা এবং ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ও মিঃ ব্লেকের অন্তর্দ্ধানের সংবাদ উঁহাকে গোপন করিতে হইয়াছে। সংবাদপত্রে এ সকল কথা প্রকাশিত হইলে চতুর্দ্দিকে আন্দোলন আলোচনা আরম্ভ হইবে, অনেকে অনেক রকম মন্তব্য প্রকাশ করিবে, উঁহার ন্যায় মহাসম্মানিত পদস্থ রাজপুরুষের পক্ষে তাহা গৌরবের বিষয় নহে। উঁহার বাড়ীতে এই সকল রহস্যজনক কাণ্ড ঘটিয়াছে শুনিলে লোকে একটা হুজুগ পাইবে। উনি সেই হুজুগের ভয়ে আরও অধিক বিচলিত হইয়াছেন, ইহা কি বুঝিতে পারিতেছ না?"

স্মিথ বলিল, "আপনার কথা সত্য হইতে পারে, কিন্তু উনি যে কোন কোন কথা আমাদের নিকট গোপন করিয়াছেন—এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। উঁহার জহরত চুরীর সহিত সে সকল কথার কোন সম্বন্ধ আছে কি না জানি না, তবে তাহার গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক। এরূপ কোন গুপ্ত কারণ আছে—যে কারণে তিনি সে সকল কথা বলিতে পারিতেছেন না। কেবল দুশ্চিন্তা নহে, কি একটা আতঙ্কে তিনি বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছেন; অথচ তিনি অসীম শক্তিশালী লোক হইলেও সেই আতঙ্কের কারণ দূর করিতে পারিতেছেন না। আমার বিশ্বাস, ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ও মিঃ ব্লেকের অন্তর্দ্ধান-রহস্য তাঁহার অজ্ঞাত নহে। তাঁহারা

কোথায় গিয়াছেন তাহা তিনি নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছেন, কিন্তু কি কারণে জানি না, তাহা প্রকাশ করিতে সাহস করিতেছেন না; এবং এইজন্য উনি এতই ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন যে, সেই ব্যাকুলতা গোপন করা উঁহার একান্ত অসাধ্য হইয়াছে।—আপনি যাহাই বলুন, এই জটিল রহস্যভেদ না করিয়া আমি এ স্থান ত্যাগ করিব না।—কর্ত্তার অন্তর্দ্ধানের পর আমি ও আপনি এখানে তদন্তে আসিয়াছি। কাজ কিছুই হইল না, এখন আমরা শয়ন করিতে যাইব; কিন্তু আমার বিশ্বাস, আজ রাত্রেই আমাদের দু'জনের একজনকে অদৃশ্য হইতে হইবে। কাল প্রভাতে হয় আমাকে না হয় আপনাকে শয়ন-কক্ষে দেখিতে পাওয়া যাইবে না; হাঁ, আমরা একজন নিশ্চয়ই অদৃশ্য হইব। আপনি এ জন্য প্রস্তুত থাকিবেন, আমিও অবশ্য প্রস্তুত থাকিব।"

ইন্‌স্পেক্টর উইজনকেও অদৃশ্য হইতে হইবে! মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহার সাহস উৎসাহ অন্তর্হিত হইল; তাঁহার চক্ষুতে আতঙ্কের চিহ্ন পরিস্ফুট হইল, তিনি আড়ষ্ট স্বরে বলিলেন, "কি করিয়া জানিলে আমাদের একজনকে অদৃশ্য হইতে হইবে?"

স্মিথ বলিল, "ঘটনাচক্র দেখিয়া কি ইহা বুঝিতে পারা যায় না? লর্ড পাওয়ার্স বলিলেন না—রাত্রে এই অট্টালিকার দরজাগুলি কিরূপ সতর্কতার সহিত বন্ধ করা হয় তাহা দেখিবার ইচ্ছা হইলে আমরা তাঁহার খানসামা কার্কের সঙ্গে গিয়া দেখিতে পারি। ও কথা উঁহার বলিবার কি প্রয়োজন ছিল?—উহা তাঁহার সাফাই বলিয়াই আমার মনে হইয়াছিল। যাহা হউক, কাল সকালে আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ না হইবার সম্ভাবনাই প্রবল।"

ইন্‌স্পেক্টর উইজন মানসিক দুর্ব্বলতা গোপন করিবার জন্য শুভ্র দন্ত পাঁতির আড়াল হইতে ঈষৎ হাসি বাহির করিলেন, এবং মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "ও তোমার বাজে কথা! ও রকম সন্দেহ মুহূর্ত্তের জন্য আমার মনে উদিত হয় নাই। আমাদের একজন আজ রাত্রে শয়ন-কক্ষ হইতে অদৃশ্য হইবে? অসম্ভব! তা' সম্ভবই হউক, আর অসম্ভই হউক, আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত থাকিব।"

স্মিথ বলিল, "মিঃ ব্লেকের মনে বোধ হয় ঐরূপ সন্দেহ মুহূর্ত্তের জন্য স্থান পায় নাই, এবং তিনিও সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলেন; কিন্তু তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও

যে আত্মরক্ষা করিতে পারেন নাই, তাঁহার অন্তর্দ্ধানই তাহার প্রমাণ। আমার অদৃশ্য হইতে আপত্তি নাই, বরং অদৃশ্য হইলে প্রকৃত ব্যাপার কি—তাহা হয় ত জানিতে বা বুঝিতে পারিব। কিন্তু খালি-পায়ে কেবল পাতলা নৈশ-বাস পরিয়া আমি অদৃশ্য হইতে রাজী নই; এইজন্য আমি মনে করিয়াছি—যে পোষাকে আছি, এই পোষাক পরিয়াই শুইয়া থাকিব।”

স্মিথ বিদ্রূপচ্ছলেই এ সকল কথা বলিল বটে, কিন্তু তাহার কথা যে সত্যই কার্য্যে পরিণত হইবে—ইহা সে তখন কল্পনা করিতেও পারে নাই; বরং তাহার মনে এতই কৌতূহলের সঞ্চার হইয়াছিল যে, সে ইন্‌স্পেক্টর উইজনকে বলিল, পূর্ব্বরাত্রে মিঃ ব্লেক যে কক্ষ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, সে সেই কক্ষেই শয়ন করিবে, এবং সেরূপ কোন ঘটনা ঘটে কি না তাহা পরীক্ষা করিবে। তাহার কথা শুনিয়া ইন্‌স্পেক্টর উইজন বলিলেন, ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স যে কক্ষ হইতে অদৃশ্য হইয়াছিলেন, তিনিও সেই কক্ষে শয়ন করিবেন, এবং অবশিষ্ট রাত্রিটুকু জাগিয়া কাটাইবারই চেষ্টা করিবেন।

বিভিন্ন কক্ষে ইন্‌স্পেক্টর উইজন ও স্মিথের শয়নের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, খানসামা কার্ক তাঁহাদিগকে তাঁহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট শয়ন-কক্ষে লইয়া যাইতে উদ্যত হইলে স্মিথ বলিল, মিঃ ব্লেক যে কক্ষে শয়ন করিয়াছিলেন, সেই কক্ষে সে শয়ন করিবে। ইন্‌স্পেক্টর উইজনও ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের শয়ন-কক্ষে শয়ন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কার্ক তাঁহাদের প্রস্তাব শুনিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিল বটে, কিন্তু তাঁহাদের প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিল না। সে তাঁহাদিগকে তাঁহাদের অভিপ্সিত কক্ষে লইয়া চলিল। সেই দুইটি কক্ষ দোতালার পশ্চাদ্ভাগে পাশাপাশি অবস্থিত।

স্মিথ মিঃ ব্লেকের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া ‘সুইচ’ টিপিয়া সেই কক্ষ আলোকিত করিল; সে দেখিল খাটের পাশে একখানি টেবিলের উপর মিঃ ব্লেকের পরিচ্ছদ ও চুরুটের বাক্সটি পড়িয়াছিল, তাহা লইয়া যাইবার সুযোগ থাকিলে তিনি তাহা রাখিয়া যাইতেন না—ইহা সে বুঝিতে পারিল। বিনা-পরিচ্ছদেই বা তিনি কেন বাহিরে যাইবেন? কেহ কি তাঁহাকে

নিদ্রাঘোরে চুরী করিয়া লইয়া গিয়াছে? যদি তাহা অসম্ভব না হয় তাহা হইলে কে কি কৌশলে তাঁহাকে সেই রুদ্ধদ্বার কক্ষ হইতে অপসারিত করিল? সেই অট্টালিকার কোন কক্ষেই তাঁহাকে পাওয়া যায় নাই; সুতরাং তাঁহাকে স্থানান্তরে অপসারিত করা হইয়াছিল। ইহাই বা কিরূপে ঘটিল? যদি কেহ তাঁহাকে চুরী করিয়া থাকে, তাহা হইলে সে কি উদ্দেশ্যে এই কাজ করিয়াছিল?

স্মিথ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া খাটের এক পাশে বসিয়া সেই কক্ষের চতুর্দ্দিকে চাহিতে লাগিল। সেই কক্ষে আসবাব-পত্রের প্রাচুর্য্য না থাকিলেও শয্যাটি আরামপ্রদ, এবং রাত্রিবাসের জন্য যে সকল সামগ্রীর প্রয়োজন—তাহা সমস্তই সেই কক্ষে ছিল। সে দেখিল খাটখানি অতি বৃহৎ। সেকেলে খাট। খাটের ছত্রির উপর সুদৃশ্য চাঁদোয়া প্রসারিত; তাহার চারি পাশে পর্দ্দা ঝুলিতেছিল। খাটখানিতে স্মিথের মত চারি জন লোক দিব্য আরামে পাশাপাশি শুইতে পারিত। স্মিথ পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন না করিয়া শয্যায় শয়ন করিল। মিঃ ব্লেক পূর্ব্বরাত্রে সেই খাটে শয়ন করিয়া কিরূপে অদৃশ্য হইয়াছিলেন তাহা স্মিথ কোন ক্রমেই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। নানা চিন্তায় তাহার মন এরূপ বিক্ষিপ্ত ও ব্যাকুল হইয়া উঠিল যে, তাহার নিদ্রাকর্ষণ হইল না।

# ষষ্ঠ প্রবাহ

## স্মিথের তৎপরতা

স্মিথ খাটে চিৎ হইয়া শুইয়া, উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া নানা কথা চিন্তা করিতেছিল ; হঠাৎ তাহার মনে হইল খাটের উর্দ্ধস্থিত পুরু চাঁদোয়াখানি যেন অতি ধীরে কাঁপিয়া উঠিল ! ইহার কারণ সে বুঝিতে পারিল না। সে সভয়ে চারি দিকে চাহিতে লাগিল ; সেই রাত্রে সে নিদ্রার আশা ত্যাগ করিল। একে নূতন স্থান, তাহার উপর পূর্ব্বরাত্রে মিঃ ব্লেক অজ্ঞাত উপায়ে সেই কক্ষ হইতে অদৃশ্য হইয়াছিলেন ; তাহার উদ্বেগ ও আশঙ্কার যথেষ্ট কারণ ছিল। বিশেষতঃ খাটের উর্দ্ধস্থিত চাঁদোয়া ও পর্দ্দাগুলি তাহার দারুণ অস্বস্তির কারণ হইল, তাহার মনে হইল সে একটি বাক্সের ভিতর শয়ন করিয়া আছে! শেষে কি চাঁদোয়াখানির নীচে সে চাপা পড়িবে ?—এ যে বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার!

অবশেষে স্মিথের ইচ্ছা হইল চাঁদেয়াখানির অন্তরালে কেহ লুকাইয়া আছে কি না পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। চাঁদোয়ার উপর কেহ লুকাইয়া থাকিতে পারে—ইহা সে বিশ্বাস করিতে না পারিলেও চাঁদোয়ার উপর পিঠ হইতে সেই কক্ষের কড়ি বরগা পর্য্যন্ত ঘরের যে অংশ চাঁদোয়ার আড়ালে থাকায় তাহার দৃষ্টির অন্তরালে ছিল, সেই অংশ পরীক্ষা না করিয়া স্মিথ স্থির থাকিতে পারিল না। কারণ সেই স্থানে দুই একজন লোক অনায়াসেই লুকাইয়া থাকিতে পারিত।

স্মিথ শয্যাত্যাগ করিয়া সেই কক্ষের এক কোণ হইতে একখানি চেয়ার তুলিয়া আনিয়া খাটের উপর রাখিল, এবং তাহার বিজলি-বাতি হাতে লইয়া সেই চেয়ারে উঠিয়া দাঁড়াইল। সে চাঁদোয়ার এক প্রান্ত সরাইয়া সেই ফাঁক দিয়া উর্দ্ধে মাথা তুলিল; কিন্তু বিজলি-বাতির সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া চাঁদোয়ার উর্দ্ধে জনপ্রাণীকেও দেখিতে পাইল না। কড়িকাঠের নীচে চাঁদোয়ার আড়ালে কেহই লুকাইয়া ছিল না ; তবে চাঁদোয়ার উপর পিঠ পরীক্ষা করিয়া সে বিস্মিত হইল। সে

চাঁদোয়ার উপর ধূলার পুরু স্তর দেখিতে পাইল, এবং চাঁদোয়ার প্রান্তভাগে সেই ধূলিস্তরের উপর দুইখানি হাতের চিহ্ন সে সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইল! দেখিয়া তাহার মনে হইল কেহ দুই হাত বাড়াইয়া চাঁদোয়ার প্রান্তভাগ আঙ্গুল দিয়া চাপিয়া ধরিয়াছিল!—সুতরাং তখন সেখানে কেহ না থাকিলেও কোন সময় কেহ যে সেখানে লুকাইয়া ছিল—এ বিষয়ে স্মিথের সন্দেহ রহিল না।

এ যে কি রহস্য তাহা স্থির করিতে না পারিয়া স্মিথ দুশ্চিন্তায় অধীর হইয়া উঠিল, তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। তাহার বক্ষের স্পন্দন দ্রুততর হইল। সে চেয়ার নামাইয়া রাখিয়া পুনর্ব্বার শয্যায় শয়ন করিল। সে ভাবিতে লাগিল—চাঁদোয়ার আড়ালে কে কি উদ্দেশ্যে লুকাইয়া ছিল? মিঃ ব্লেকের আকস্মিক অন্তর্দ্ধানের সহিত তাহার কি কোন সম্বন্ধ ছিল? মিঃ ব্লেক পূর্ব্বরাত্রে সেই কক্ষে শয়ন করিতে আসিবার পূর্ব্বে কেহ কি সেখানে লুকাইয়া থাকিয়া তাঁহার নিদ্রার প্রতীক্ষা করিতেছিল

স্মিথের আরও মনে হইল—চাঁদোয়ার উপর ধূলিরাশিতে হাতের যে দাগ পড়িয়াছিল—সেই দাগ নীচের দিক্ হইতে সে ভাবে পড়িবার সম্ভাবনা ছিল না। চাঁদোয়ার যে পিঠ উর্দ্ধে ছিল—তাহা যদি কোন কারণে উল্টাইয়া নীচে আসিত—তাহা হইলে সেভাবে কাহারও হাতের দাগ পড়িতে পারিত বটে, কিন্তু যদি কেহ কোন কারণে চাঁদোয়া উল্টাইয়া ফেলিত তাহা হইলে তাহার উপর ঐ ভাবে ধূলা জমিত না। ধূলা না থাকিলে তাহার উপর হাতের দাগও দেখা যাইত না। যাহা হউক, স্মিথের ধারণা হইল—গুপ্ত-রহস্যের একটি সূত্র সে আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছে। তাহার ইচ্ছা হইল, সে ইন্‌স্পেক্টর উইজনের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া তখনই তাঁহাকে এ কথা বলিয়া আসিবে; কিন্তু অতঃপর কি ঘটে তাহা দেখিয়া প্রভাতে তাঁহাকে সকল কথা বলিলেই চলিবে ভাবিয়া সে শয্যাত্যাগ করিল না। বিশেষতঃ সেই গভীর রাত্রে ইন্‌স্পেক্টর উইজন নিদ্রিত হইয়াছেন বুঝিয়া তাঁহার বিশ্রামে ব্যাঘাত করাও সে সঙ্গত মনে করিল না। ইন্‌স্পেক্টর উইজন সেই কক্ষের পাশের কক্ষে শয়ন করিয়াছিলেন; এ জন্য স্মিথ তাঁহার নাসাগর্জ্জন শুনিতে পাইতেছিল।

স্মিথ স্থির করিল—রাত্রে সে না ঘুমাইয়া—যদি নূতন কিছু ঘটে, তাহা লক্ষ্য করিবে। কিন্তু শয্যায় শুইয়া থাকিলে নিদ্রাকর্ষণ হইতে পারে এই আশঙ্কায় সে শয্যাত্যাগ করিল, এবং অদূরে যে আরাম-কেদারা ছিল—তাহাতেই বসিয়া ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে বাতায়নের দিকে চাহিয়া রহিল।

স্মিথ অবশিষ্ট রাত্রিটুকু চেয়ারে বসিয়া জাগিয়া কাটাইবে—এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াও শেষ পর্য্যন্ত সঙ্কল্পানুযায়ী কাজ করিতে পারিল না। সে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছিল; কিছু কাল বসিয়া থাকিতে থাকিতে তাহার নিদ্রাকর্ষণ হইল। তখন সে একটা বালিশ আনিয়া সেই চেয়ারে ঠেস দিয়া চক্ষু মুদিত করিল। আলোটা পূর্ব্বেই সে নিবাইয়া দিয়াছিল। কখন তাহার নিদ্রাকর্ষণ হইল—তাহা সে বুঝিতে পারিল না।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে স্মিথ জাগিয়া চেয়ারের উপর সোজা হইয়া বসিল। তাহার মনে হইল হঠাৎ কি একটা শব্দে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে! কয়েক মিনিট সে রুদ্ধ নিশ্বাসে উত্তকর্ণে বসিয়া রহিল; কিন্তু সে আর কোন শব্দ শুনিতে পাইল না। তথাপি কোনও একটা শব্দ শুনিয়াই যে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল—এ বিষয়ে তাহার সন্দেহ রহিল না; তবে শব্দটা ইন্‌স্পেক্টর উইজনের শয়ন-কক্ষ হইতে আসিয়াছিল, কি সেই কক্ষের বহির্দ্দেশ হইতে আসিয়াছিল, তাহা সে স্থির করিতে পারিল না। একবার তাহার মনে হইল ইন্‌স্পেক্টর উইজন নিদ্রাঘোরে পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করায় স্প্রিংএর খাট মস্‌-মস্‌ শব্দ করিয়া থাকিবে—সেই শব্দেই তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল; আবার তাহার মনে হইল, সেই অট্টালিকার বাহিরে যে বাগান ছিল, সেই বাগানের কোন গাছে বসিয়া কোন নিশাচর পক্ষী হঠাৎ চিৎকার করিয়া থাকিবে,—সেই শব্দ তাহার কর্ণগোচর হইয়াছিল। সে সেই শব্দের প্রকৃত কারণ স্থির করিতে পারিল না; তাহার মন নানা দুশ্চিন্তায় পূর্ণ হইল, এবং সেই শব্দ কোনও আকস্মিক বিপদের পূর্ব্বলক্ষণ বলিয়াই তাহার ধারণা হইল।

স্মিথ ধীরে ধীরে চেয়ার হইতে উঠিল, এবং তাহার মস্তকের ঊর্দ্ধে যে জানালা ছিল, তাহার পর্দ্দা সরাইয়া বাহিরের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার

বুকের ভিতর যেন হাতুড়ির ঘা পড়িতে আরম্ভ হইল ; ( his heart had commenced to beat like a drum ) সে অদূরে কাহাদের মৃদু কণ্ঠধ্বনি শুনিতে পাইল, সেই সঙ্গে ঘস্‌-ঘস্‌—ঘস্‌-ঘস্‌ শব্দও তাহার কর্ণগোচর হইল। সে সেই শব্দের কারণ বুঝিতে পারিল না। জানালার বাহিরে গাঢ় অন্ধকার বলিয়া সে কিছুই দেখিতে পাইল না। তথাপি সে সেই স্থান ত্যাগ না করিয়া একবার দক্ষিণে একবার বামে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল ; ক্রমে তাহার চক্ষুতে অন্ধকার সহিয়া আসিল। তখন সেই অন্ধকারের মধ্যে একটি অদ্ভুত দৃশ্য অস্ফুট ছায়ার মত তাহার দৃষ্টিগোচর হইল। ইন্‌স্পেক্টর উইজন যে কক্ষে শয়ন করিয়া ছিলেন, সেই কক্ষের বাহিরের জানালার ঠিক নীচেই প্রকাণ্ড ঝোড়ার মত কি একটা জিনিস যেন সে ঝুলিতে দেখিল ; তাহা ধীরে ধীরে ক্রমে নীচে নামিতে লাগিল। যেন কেহ সেই কক্ষ হইতেই রজ্জুর সাহায্যে তাহা নীচে নামাইয়া দিতেছিল ! সেই ঝোড়া অদৃশ্য হইবার দুই এক মিনিট পরে একজন লোক সেই রজ্জু অবলম্বন করিয়া নীচে নামিয়া গেল। সে যে ইন্‌স্পেক্টর উইজনের শয়ন-কক্ষ হইতে সেই জানালা দিয়া বাহির হইল—ইহা স্মিথ স্পষ্টই বুঝিতে পারিল। তাহার পর সে সেই অট্টালিকার নীচে বাগানের ভিতর ফিস্‌-ফিস্‌ শব্দ শুনিতে পাইল ; অবশেষে সেই অট্টালিকার নীচে অনেকের পদশব্দ তাহার কর্ণগোচর হইল। যেন কয়েকজন লোক দ্রুতপদে দূরে চলিয়া গেল !

স্মিথ মনে মনে বলিল, “ইন্‌স্পেক্টর উইজনের বোধ হয় কোন বিপদ ঘটিয়াছে! ঐ লোকগুলো তাঁহাকেও চুরী করিয়া লইয়া গেল কি না ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। তাঁহার শয়ন-কক্ষের জানালা হইতে বড় ঝোড়ার মত কি একটা জিনিস নীচে নামাইয়া দেওয়া হইল, তাহার পর একজন লোক তাঁহার শয়ন-কক্ষের জানালা দিয়া বাহিরে আসিয়া দড়ি ধরিয়া নামিয়া পড়িল ; ইহা দেখিয়া মনে হয়—ইন্‌স্পেক্টর উইজনকে ঝোড়ায় পুরিয়া ঐ লোকটা নীচে নামাইয়া দিয়াছিল ; তাহার পর নীচে নামিয়া তাহার সঙ্গীগণের সাহায্যে তাঁহাকে চুরী করিয়া লইয়া গেল !—আমি পূর্ব্বেই অনুমান করিয়াছিলাম—আজ রাত্রিকালে আমাদের শয়ন-কক্ষ হইতে একজন অপসারিত হইবে। আমার এই অনুমান মিথ্যা হয় নাই।

ইন্‌স্পেক্টর উইজনের নাসাগর্জ্জন আর শুনিতে পাইতেছি না ; নিশ্চয়ই তাঁহাকে ঐভাবে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

উদ্বেগে আতঙ্কে স্মিথের সর্ব্বাঙ্গ থর-থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। সে আর নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিল না, তৎক্ষণাৎ ওভারকোটটি গায়ে দিয়া চটিজোড়াটা পরিয়া লইল। বুট জুতা পরিতে বিলম্ব হইবে ভাবিয়া সে সেই চেষ্টা করিল না। সে তাড়াতাড়ি শয়ন-কক্ষের দ্বার খুলিয়া দর-দালানে বাহির হইয়া পড়িল, এবং তাহার শয়ন-কক্ষের পার্শ্বস্থিত ইন্‌স্পেক্টর উইজনের শয়ন-কক্ষের দ্বারে ধাক্কা দিল। ইন্‌স্পেক্টর উইজনকে আহ্বান করিতে তাহার সাহস হইল না, এবং তাহার প্রয়োজনও ছিল না ; কারণ তাহার হাতের ধাক্কাতেই সেই কক্ষের দ্বার খুলিয়া গেল। সে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল—তাহা গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। সেই কক্ষের বৈদ্যুতিক দীপের 'সুইচ' কোথায় ছিল—তাহা সে পূর্ব্বেই দেখিয়াছিল ; সুতরাং অন্ধকারে হাতড়াইয়া দ্বারপ্রান্তবর্ত্তী 'সুইচ' খুঁজিয়া পাইতে তাহার বিলম্ব হইল না। মুহূর্ত্তমধ্যে সেই কক্ষ আলোকিত হইল।

স্মিথ ইন্‌স্পেক্টর উইজনের শয্যার দিকে চাহিয়া দেখিল—শয্যা খালি পড়িয়া আছে, ইন্‌স্পেক্টর উইজন শয্যায় নাই! সেই কক্ষের কোন দিকেই সে তাঁহাকে দেখিতে পাইল না ; খাটের রেলিংএর উপর সে ইন্‌স্পেক্টর উইজনের পরিচ্ছদ দেখিতে পাইল। তাঁহার বুট জুতা-জোড়াটা খাটের কাছেই পড়িয়া ছিল। খাটে শয়ন করিবার সময় তিনি তাহা খুলিয়া সেই স্থানে ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন। —ইন্‌স্পেক্টর উইজনের পরিচ্ছদাদি সমস্তই সেই কক্ষে পড়িয়া আছে—অথচ উইজন নাই, ইহা দেখিয়া স্মিথ বুঝিতে পারিল—মিঃ ব্লেক ও ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স যে ভাবে তাঁহাদের শয়ন-কক্ষ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, ইন্‌স্পেক্টর উইজনও ঠিক সেই ভাবেই অদৃশ্য হইয়াছেন!

স্মিথের ধারণা হইল—ইন্‌স্পেক্টর উইজনকে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া সেই আততায়ী তাঁহার নিদ্রাঘোরেই তাঁহার মুখ বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল, এবং সম্ভবতঃ তাঁহার হাত পা বাঁধিয়া অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিয়াছিল ; সুতরাং হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইলেও তিনি আত্মরক্ষা করিবার সুযোগ পান নাই, চিৎকার করিতেও পারেন

নাই। সেই অবস্থায় কি ভাবে তাঁহাকে সেই কক্ষ হইতে অপসারিত করা হইয়াছিল, স্মিথ তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছিল। যাহারা তাঁহাকে চুরী করিয়া লইয়া যাইতেছিল, স্মিথ তাহাদের অস্ফুট কণ্ঠস্বর এবং পদশব্দও শুনিতে পাইয়াছিল। সুতরাং ইন্‌স্পেক্টর উইজনকে সেই কক্ষে না দেখিয়া স্মিথ বিস্মিত হইল না।

স্মিথ বুঝিতে পারিল ইন্‌স্পেক্টর উইজনের আততায়ীরা তাঁহাকে চুরী করিয়া তখনও অধিক দূর যাইতে পারে নাই। সে ভাবিল, যদি সে তাড়াতাড়ি তাহাদের অনুসরণ করিতে পারে—তাহা হইলে তাহারা যেখানেই যাউক—তাহার দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিবে না; কিন্তু যদি তাহাকে সিঁড়ি দিয়া দোতালা হইতে নামিয়া যাইতে হয় তাহা হইলে নীচে দরজা খুলিয়া সদর দেউড়ীর বাহিরে যাইবার পূর্ব্বেই তাহারা হয় ত অদৃশ্য হইবে, এবং তাহারা তাহার দৃষ্টি অতিক্রম করিলে সে তাহাদের অনুসরণ করিতে পারিবে না।

এই সকল কথা চিন্তা করিয়া স্মিথ তৎক্ষণাৎ তাহার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিল, এবং তাহার সুট-কেসের ভিতর হইতে একতাল দড়ি বাহির করিয়া সেই দড়ির এক-প্রান্ত সেই কক্ষের বাতায়নের খড়খড়ির সঙ্গে দৃঢ়রূপে বাঁধিল, তাহার পর সেই দড়ি ধরিয়া জানালা দিয়া নীচের বাগানের ভিতর নামিয়া পড়িল। এই কাজ শেষ করিতে তাহার তিন মিনিটও লাগিল না।

বাগানে নামিয়া সে কোন্ দিকে যাইবে তাহাই ভাবিতে লাগিল। মিঃ ব্লেক ও ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের অনুসন্ধানে সে পূর্ব্বেই সেই বাগানে প্রবেশ করিয়াছিল। সে দেখিয়াছিল বাগানটি উচ্চ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত; সেই প্রাচীরের এক ধারে একটি দরজা ছিল। সেই দরজার সাহায্য না লইলে বাগান হইতে বাহির হইবার উপায় ছিল না; এজন্য স্মিথের ধারণা হইল—তস্করেরা ইন্‌স্পেক্টর উইজনকে চুরী করিয়া সেই পথেই পলায়ন করিয়াছে। এজন্য স্মিথ বাগানের দ্বার লক্ষ্য করিয়া দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই স্মিথ বাগানের বাহিরে আসিল।

বাগানের বাহিরেই পথ। স্মিথ সেই পথে অগ্রসর হইতেই অদূরে মোটর-গাড়ীর ইঞ্জিনের ঘস্‌-ঘস্ শব্দ শুনিতে পাইল। সেই গভীর রাত্রে কে কি উদ্দেশ্যে

সেখানে মোটর-কার আনিয়াছিল তাহা বুঝিতে পারিয়া স্মিথ সেই গাড়ীর দিকে দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। কয়েক গজ অগ্রসর হইয়া স্মিথ সেই অন্ধকারের মধ্যেই একখানি বৃহৎ মোটর-কার দেখিতে পাইল; তাহা আলোগুলি নিবাইয়া কিভার্ণ প্রাসাদের সদর দেউড়ীর সম্মুখে, পথের ধারে দাঁড়াইয়া ছিল।

স্মিথ লঘু পদবিক্ষেপে সেই মোটর-কারের পশ্চাতে উপস্থিত হইল। যদি তাহার সেখানে উপস্থিত হইতে আর আধ মিনিটও বিলম্ব হইত তাহা হইলে তাহার সকল চেষ্টাই বিফল হইত। কারণ সে মোটর-কারের পশ্চাতে উপস্থিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীখানি চলিতে আরম্ভ করিল। স্মিথ আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া সেই গাড়ীর পশ্চাৎস্থিত 'লগেজ ক্যারিয়ারে' (luggage carrier) উঠিয়া বসিয়া দুই হাতে তাহা চাপিয়া ধরিল। সে যদিও সেই গাড়ীতে ইন্‌স্পেক্টর উইজনকে প্রবেশ করিতে দেখে নাই, বা তিনি সেই গাড়ীতে আছেন ইহার অকাট্য প্রমাণ পায় নাই, তথাপি তাঁহাকে সেই গাড়ীতেই স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া হইতেছিল—ইহা সে বুঝিতে পারিয়াছিল; সে আরও বুঝিয়াছিল—মিঃ ব্লেক ও ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ঠিক এই ভাবেই স্থানান্তরিত হইয়াছিলেন। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ও মিঃ ব্লেক যে স্থানে নীত হইয়াছেন, ইন্‌স্পেক্টর উইজনকেও উহারা সেই স্থানে লইয়া যাইবে এই বিশ্বাসে স্মিথ শকটের পশ্চাৎস্থিত 'ক্যারিয়ারে' আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অত্যন্ত উৎসাহিত ও উৎফুল্ল হইল। সে সেই সকল দস্যুর গুপ্ত আড্ডার সন্ধান পাইবে, এবং কাহারা কি উদ্দেশ্যে তাঁহাদিগকে অপহরণ করিয়াছে তাহাও জানিতে পারিবে ভাবিয়া সে কতকটা নিশ্চিন্ত হইল; কিন্তু হঠাৎ ধরা পড়িলে কিরূপ বিপন্ন হইবে—সে আশঙ্কা স্মিথের মনে স্থান পাইল না।

ক্রমশঃ শকটের বেগ বর্দ্ধিত হইল, সেই পল্লীর অন্ধকারাচ্ছন্ন পথ দিয়া শকটখানি ঘণ্টায় প্রায় বিশ মাইল বেগে দৌড়াইতে লাগিল। স্মিথ হঠাৎ বিপন্ন হইতে পারে, এমন কি, তাহার নিহত হইবারও আশঙ্কা আছে—এ চিন্তা তাহার মনে স্থান পাইল না। সে দ্রুতগামী মোটর-কারের পশ্চাতে বসিয়া ভাবিতে লাগিল—কোথায় কি ভাবে সে মিঃ ব্লেক ও ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের সাক্ষাৎ পাইবে? সে কি তাঁহাদিগকে জীবিত দেখিতে পাইবে? অথবা সে এই সকল দস্যুর গুপ্ত

আড্ডায় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই ধরা পড়িয়া বন্দী হইবে, এবং তাহাকে তাঁহাদের সহিত মিলিত হইবার আশা ত্যাগ করিতে হইবে?—পরদিন প্রভাতে কিভার্ণ প্রাসাদে কিরূপ কোলাহল উপস্থিত হইবে, তাহাকে ও ইন্‌স্পেক্টর উইজনকে অদৃশ্য হইতে দেখিয়া লর্ড পাওয়ার্সের মানসিক অবস্থা কিরূপ হইবে, এবং স্থানীয় পুলিশ যখন শুনিতে পাইবে—লর্ড পাওয়ার্সের আরও দুই জন অতিথি রাত্রিকালে অদৃশ্য হইয়াছেন, তখন পুলিশ-কর্ম্মচারীরা কিরূপ আতঙ্কবিহ্বল ও বিব্রত হইয়া পড়িবে—তাহা চিন্তা করিতে করিতে স্মিথ দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিল। মোটর-কার গ্রাম, প্রান্তর, অরণ্য অতিক্রম করিয়া কোথায় যাইতেছিল—স্মিথ তাহা বুঝিতে পারিল না।

# সপ্তম প্রবাহ

## "আমি কোথায় ?"

**মিঃ** ব্লেক নিদ্রাভঙ্গের পর যেরূপ বিস্মিত ও হতবুদ্ধি হইলেন, তাহা তাঁহার জীবনে সেই প্রথম !—তিনি হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া নিদ্রালস নেত্রে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তিনি গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়াছিলেন ; নিদ্রাভঙ্গেও তাঁহার মস্তিষ্কের জড়তা অপসারিত না হওয়ায় তাঁহার মনে হইল তিনি তাঁহার বেকার ষ্ট্রীটের বাড়ীতে—তাঁহারই শয়ন-কক্ষে নিদ্রামগ্ন ছিলেন। কিন্তু মুহূর্ত্ত পরেই তাঁহার মনে পড়িল—লর্ড পাওয়ার্সের আহ্বানে তিনি কিভার্ণ প্রাসাদে আসিয়াছিলেন, এবং লর্ড পাওয়ার্সের সুবিস্তীর্ণ প্রাসাদে দ্বিতলস্থ কক্ষের খাটে শয়ন করিয়া ছিলেন। হঠাৎ পূর্ব্ব রাত্রের অদ্ভুত ঘটনা তাঁহার স্মরণ হইল। তিনি যে খাটে শয়ন করিয়াছিলেন, সেই খাটের চাঁদোয়া তাঁহার শয্যার উপর নামিয়া পড়িয়াছিল, এবং তাহাতেই তিনি বিজড়িত হইয়াছিলেন, তাহা হইতে তাঁহার পরিত্রাণের উপায় ছিল না। ক্রমশঃ তাঁহার শ্বাসরুদ্ধ হওয়ায় শেষে তিনি অচেতন হইয়াছিলেন ; কিন্তু তাহার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে তাঁহার মনে হইতেছিল যেন তিনি শূন্যমার্গ হইতে মহাবেগে রসাতল-গর্ভে নিক্ষিপ্ত হইতেছিলেন। অতঃপর তাঁহার সংজ্ঞা লোপ হওয়ায় তিনি কিছুই জানিতে পারেন নাই।—এ সকলই স্বপ্ন বলিয়া তাঁহার মনে হইল।

তিনি চক্ষু খুলিয়া দেখিলেন প্রভাত হইয়াছে। তিনি তখনও শয্যায় শায়িত আছেন বটে, কিন্তু পূর্ব্ব-রাত্রে লর্ড পাওয়ার্সের পল্লীভবনে যে খাটে শয়ন করিয়া ছিলেন সেই খাট কোথায় ? খাট অদৃশ্য হইয়াছে, এবং যে স্প্রিংএর গদীর উপর তাঁহার দেহভার প্রসারিত ছিল—সেই দুগ্ধ-ফেন-নিভ শুভ্র সুকোমল শয্যায় স্প্রীংএর গদীর পরিবর্ত্তে তিনি যে শয্যায় শায়িত আছেন তাহা অত্যন্ত কঠিন ও অপ্রীতিকর মনে হইল। পক্ষী-পালকনির্ম্মিত নরম গরম লেপের পরিবর্ত্তে একখানি খস্‌খসে পুরু সাধারণ কম্বল দ্বারা তাঁহার পা হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত আবৃত ! খাট নাই,

খাটের সে চাঁদোয়াও অদৃশ্য হইয়াছে! তিনি ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া বিবর্ণ কড়ি বরগা দেখিতে পাইলেন। মিঃ ব্লেকের মনে হইল তাহা লর্ড পাওয়ার্সের প্রাসাদের কড়ি বরগা হইতেই পারে না।

তিনি ধীরে ধীরে শয্যায় উঠিয়া বসিলেন। চতুর্দ্দিকের দৃশ্য দেখিয়া তাঁহার বিস্ময় শতগুণ বর্দ্ধিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে কি এক অজ্ঞাত ভয়ে তাঁহার হৃদয় আচ্ছন্ন হইল। তিনি দেখিলেন তক্তানির্ম্মিত শয্যা মেঝের উপর দুই ইঞ্চি মাত্র ঊর্দ্ধে সংস্থাপিত। কক্ষটি ক্ষুদ্র, প্রস্তরনির্ম্মিত দেওয়ালগুলি চুণকাম করা; ছাদের নিকট একটি মাত্র ক্ষুদ্র জানালা, তাহা লোহার স্থূল গরাদে দ্বারা আবদ্ধ।

সেই কক্ষে ধনাঢ্য ব্যক্তির ব্যবহারোপযোগী কোন আসবাব-পত্র ছিল না। একখানি আগড়া কাঠের টেবিল, একখানি অল্প মূল্যের চেয়ার, এবং এক কোণে একটি সেল্ফ ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। তিনি দ্বারের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, দ্বার লৌহ-নির্ম্মিত, তাহাতে হাতল ছিল না।

মিঃ ব্লেক বিস্ফারিত নেত্রে এই সকল গৃহ সজ্জা দেখিতে লাগিলেন। তিনি জাগিয়া আছেন, কি স্বপ্ন দেখিতেছেন তাহা বুঝিতে পারিলেন না।—তিনি যে কক্ষে শায়িত আছেন—তাহা যে কারাকক্ষ, এ বিষয়ে তাঁহার অণুমাত্র সন্দেহ রহিল না। কিন্তু তিনি এই কারাকক্ষে কেন আসিয়াছেন, কিরূপেই বা আসিয়াছেন—তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তিনি তাঁহার শয্যাপ্রান্তে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন সেখানে কয়েদীর পরিচ্ছদ ভাঁজ করিয়া রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে! তাঁহার অঙ্গে যে সার্ট ছিল, তাহা দেখিয়া তিনি অধিকতর বিচলিত হইলেন; সেই সার্টটি কয়েদীদের সার্ট, তাহাতে তীরের চিহ্ন অঙ্কিত! ইংলণ্ডের জেলখানার কয়েদীদের পরিচ্ছদগুলি তীর-মার্কা। (bore the stamp of the broad arrow) তিনি পদপ্রান্তে যে কোটটি দেখিলেন, তাহাও তীর-মার্কা, তাহার গলার নীচে একটি গোলাকার পটি-আঁটা; সেই পটিতে একটি নম্বর লিখিত ছিল।

মিঃ ব্লেক অধীর ভাবে বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! আমি কি এক রাত্রির মধ্যে পাগল হইয়া গিয়াছি? যদি পাগল না হইয়া থাকি, তাহা হইলে এ সকল কি ব্যাপার তাহা ত বুঝিতে পারিতেছি না! আমি এখানে কিরূপে আসিলাম?

কেমই বা আসিলাম? আমি কি জেলখানার কয়েদী? কি অপরাধে কোন্ বিচারকের আদেশে আমার কারাদণ্ড হইয়াছে? এ কোন্ জেলখানা?—না, আমি নিশ্চয়ই পাগল হইয়াছি।”—তিনি শয্যা ত্যাগ করিয়া ব্যাকুলভাবে সেই কক্ষে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।—তিনি রাত্রিকালে লর্ড পাওয়ার্সের পল্লী-ভবনের সুসজ্জিত শয়ন-কক্ষে শয়ন করিয়া ছিলেন, প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গে দেখিতেছেন —কয়েদীর পরিচ্ছদে এক জেলখানার ক্ষুদ্রকক্ষে আবদ্ধ রহিয়াছেন! এরূপ অদ্ভুত, বিস্ময়কর, অবিশ্বাস্য ব্যাপার তাঁহার চিন্তার অতীত, এবং মানববুদ্ধির অগোচর বলিয়াই তাঁহার মনে হইল!

মিঃ ব্লেক কয়েক মিনিট চিন্তা করিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন, “কেহ কি আমার সঙ্গে তামাসা করিয়া আমাকে জেলে পুরিয়াছে? না, এ রকম তামাসা করিতে কাহারও সাহস হইবে না। কিছুই জানিতে পারিলাম না, অথচ রাতারাতি জেলখানায় ঢুকিয়া কয়েদী সাজিয়াছি! কেহ কি ভুল করিয়া আমাকে এখানে আনিয়াছে? এ কি ইন্দ্রজাল, না সত্য ঘটনা? কিছুই ত বুঝিবার উপায় নাই। আমি সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধার পাত্র, আমি অসংখ্য চোর ডাকাতকে জেলে পুরিয়াছি, —শেষে আমিই জেলখানায় বন্দী! এ কি বিড়ম্বনা!”

সেই কক্ষের একপ্রান্তে একখানি কাঠের টুল ছিল। মিঃ ব্লেক সেই টুলখানি জানালার নীচে আনিয়া তাহাতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং জানালা দিয়া বাহিরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; কিন্তু জেলখানার চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর থাকায় তিনি সেই জানালা দিয়া প্রাচীরের বাহিরের কোন দৃশ্য দেখিতে পাইলেন না, কেবল নীল আকাশ তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ; তিনি কোন শব্দ শুনিতে পাইলেন না। সেই জেলখানায় আর কোন কয়েদী আছে কি না তাহাও তিনি বুঝিতে পারিলেন না।

হঠাৎ সেই কক্ষের বাহিরে কাহার পদশব্দ শুনিয়া তিনি টুল হইতে নামিয়া পড়িলেন। সেই কক্ষের প্রবেশদ্বার রুদ্ধ ছিল। দ্বার খুলিবার শব্দ তাঁহার কর্ণগোচর হইল। একজন ওয়ার্ডার সেই কক্ষে প্রবেশ করিল; তাহার অঙ্গে নীল পরিচ্ছদ, মূর্ত্তি গম্ভীর। তাহার কোমরবন্দে একগোছা চাবি ঝুলিতেছিল।

তাহার হাতে কোকোয়া ( cocoa ) পূর্ণ একটি টিনের মগ। ওয়ার্ডার সেই মগটি সেই কক্ষের টেবিলের উপর নামাইয়া রাখিয়া নিঃশব্দে প্রস্থানোদ্যত হইল।

মিঃ ব্লেক তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ওহে বাপু শোন ত! তোমার পোষাক দেখিয়া বুঝিতেছি তুমি জেলখানার ওয়ার্ডার; আমি কোথায় আসিয়াছি বলিবে কি? আমি এখানে কেন আসিয়াছি?"

ওয়ার্ডার গম্ভীরভাবে তাঁহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া নীরস স্বরে বলিল, "তুমি এখনও পোষাক পর নাই? কি রকম কয়েদী তুমি? শীঘ্র পোষাক পর।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু এ কোন্ স্থান? আমাকে এখানে কে আনিল, কেনই বা আনিয়াছে—আগে আমার এই প্রশ্নের উত্তর দাও।"

ওয়ার্ডার বলিল, "এ কোন্ স্থান তাহা জান না? পাগলামীর ভান করিতেছ? —এ বাকিংহাম প্রাসাদ, ( Bucking'am Pallis ) তুমি রাজার অতিথি, তোমাকে এখানে রাজভোগ সেবা করাইতে আনা হইয়াছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমার সঙ্গে রসিকতা করিতে হইবে না; আমি কোথায় আসিয়াছি—তাহা জানিতে চাই। আমাকে এখানে কেন আনা হইয়াছে, তাহা আমার জানিবার অধিকার আছে,—ইহা যে জেলখানা তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি।"

ওয়ার্ডার বলিল, "তোমার যখন সেটুকু বুদ্ধি আছে—তখন তোমাকে পাগল মনে করা ভুল। ইহা জেলখানাই বটে।"

মিঃ ব্লেক ওয়ার্ডারের স্পর্দ্ধার পরিচয় পাইয়া ক্রুদ্ধ হইলেন, কিন্তু তিনি জানিতেন ওয়ার্ডারেরা কয়েদীদের প্রতি এইরূপ ব্যবহারে অভ্যস্ত; কিন্তু তিনি কে তাহা জানিয়াও এই ওয়ার্ডারটা এরূপ অভদ্র ব্যবহার করিতেছে—ইহা অসহ্য; তিনি উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "তুমি অত্যন্ত বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছ! তোমার এই ধৃষ্টতা ক্ষমার অযোগ্য। আমি এখানে কিরূপে আসিলাম জানিতে চাই। আমি কে তাহা জান কি?"

ওয়ার্ডার অম্লান বদনে বলিল, "নিশ্চয়ই জানি। তুমি বি, আই, ১২৪নং। তোমার স্মরণ শক্তি নষ্ট হইয়াছে এইরূপ ভান করিতেছ; কিন্তু আমার কাছে

ওরকম চালাকি করিয়া কোন লাভ নাই। তোমার কিছু বলিবার থাকিলে জেলখানার ডাক্তারকে বলিতে পার। তাঁহার সঙ্গে দেখা করিবে কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, ডাক্তারের সঙ্গে আমার দেখা করিবার প্রয়োজন নাই; আমি এই জেলখানার কর্ত্তার সঙ্গে দেখা করিতে চাই। তাঁহার সঙ্গে দেখা হইলেই আমি তাঁহার ভ্রম দূর করিতে পারিব। আমি কে, তাহা তোমরা নিশ্চয়ই জান না। আমি লণ্ডনের ডিটেক্‌টিভ, আমার নাম রবার্ট ব্লেক।"

ওয়ার্ডার বলিল, "তোমার নাম রবার্ট ব্লেক!—তুমি বিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ মিঃ ব্লেক? আমার নাম ডিউক অফ ওয়েলিংটন, এ কথা তোমার বিশ্বাস হয় কি? উনি ডিটেক্‌টিভ রবার্ট ব্লেক! যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা! তুমি যদি পাগল না হও তাহা হইলে পাগল কে জানি না!—তা যদি কর্ত্তার সঙ্গে দেখা করিতে চাও—তাহা হইলে আর বেশী পাগলামী না করিয়া আধ ঘণ্টা মুখ বুঁজিয়া বসিয়া থাক। যদি গোলমাল কর—তাহা হইলে বেত খাইবে। শীঘ্র তোমার পোষাক পর।"

ওয়ার্ডার দ্বার রুদ্ধ করিয়া প্রস্থান করিল। মিঃ ব্লেক টুলের উপর বসিয়া হতাশ ভাবে দুই হাতে মাথা চুলকাইতে লাগিলেন। তিনি জেলখানার আসামী হইয়া সেখানে কেন আসিয়াছেন, কিরূপেই বা আসিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারিলেন না। এরূপ অদ্ভুত ব্যাপার তাঁহার জীবনে আর কখন ঘটে নাই। সেই দিন প্রভাতে লর্ড পাওয়ার্সের কিভার্ণ প্রাসাদস্থিত শয়ন-কক্ষে তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইবার কথা, কিন্তু এক অপরিচিত কারাগারের ক্ষুদ্র কক্ষে কয়েদীর শয্যায় তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল! কয়েদীর ব্যবহার্য্য সার্টে তাঁহার দেহ আচ্ছাদিত! পূর্ব্বরাত্রে তিনি যে খাটের চাঁদোয়ার নীচে শয়ন করিয়াছিলেন, তাহার সহিত এই পরিবর্ত্তনের কি কোন সম্বন্ধ আছে? পূর্ব্বরাত্রের সকল ঘটনা কি স্বপ্ন?—এই সকল চিন্তায় তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তিনি কোন্ কারাগারে আবদ্ধ হইয়াছেন তাহাও জানিতে না পারায় কারাধ্যক্ষের সহিত সাক্ষাতের জন্য অধীর হইলেন। তাঁহার মনে হইল কারাগারের নিয়মানুসারে কারাধ্যক্ষের সহিত সাক্ষাতের সময় কারাগারের পরিচ্ছদ ব্যবহার করাই

উচিত। এই জন্য তিনি অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিত শয্যাপ্রান্ত হইতে কারাগারের পরিচ্ছদটি তুলিয়া লইয়া তাহা পরিধান করিলেন; তাঁহাকে বি, আই, ১২৪ নং কয়েদী সাজিতে হইল।

ক্রমেই বেলা অধিক হইতে লাগিল; এক এক মিনিট তাঁহার এক এক ঘণ্টা দীর্ঘ মনে হইতে লাগিল। তাঁহার মানসিক অশান্তি ও উৎকণ্ঠা ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনে ভয়েরও সঞ্চার হইল। প্রাণভয়ে তিনি কাতর হন নাই; কিন্তু দীর্ঘকাল যদি তাঁহাকে সেখানে আবদ্ধ থাকিতে হয় তাহা হইলে কি উপায়ে মুক্তিলাভ করিবেন তাহা স্থির করিতে না পারিয়া তিনি ভীত হইলেন। এমন কি, তিনি কি উদ্দেশ্যে লর্ড পাওয়ার্সের পল্লীভবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন—তাহাও বিস্মৃত হইলেন। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের কথাও তাঁহার স্মরণ হইল না।

কোকোয়াপূর্ণ মগটা তখনও টেবিলের উপর পড়িয়া ছিল, তাহা স্পর্শ করিতেও তাঁহার ঘৃণা হইল। কয়েদীর জন্য আনীত পানীয় তাঁহাকে পান করিতে হইবে—এ চিন্তাও তাঁহার অসহ্য হইল। তাঁহার মাথা টন্‌টন্ করিতেছিল; গলা শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছিল—এজন্য তাঁহার সন্দেহ হইল পূর্ব্বরাত্রে তাঁহার অজ্ঞাতসারে কোন প্রকার মাদক দ্রব্য দ্বারা তাঁহাকে অচেতন করা হইয়াছিল। অচেতন অবস্থায় তিনি সেখানে আনীত হইয়াছেন—ইহাই তাঁহার ধারণা হইল। তাঁহাকে কখন সেখানে আনিয়া কয়েদীর শয্যায় ফেলিয়া রাখা হইয়াছিল তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই;—ইহার অন্য কোন কারণ থাকিতে পারে ইহা তিনি বিশ্বাস করিতে পারিলেন না, এবং এই কারাগারে কে তাঁহাকে আনিল, কেন আনিল, আর তাঁহার প্রতি কোন্ অপরাধের আরোপ করিয়া কাহার আদেশেই বা তাঁহাকে সেখানে আনা হইল—তাহাও তিনি বুঝিতে পারিলেন না। এই কারাগার যে গবর্মেণ্টের জেলখানা—এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ হইয়াছিলেন। তিনি কোন অপরাধ করিলেন না; কোন বিচারালয়ে তাঁহার বিচার হইল না, অথচ তিনি কারারুদ্ধ হইলেন! এরূপ অদ্ভুত ব্যাপার কোন সভ্য দেশে ঘটিতে পারে—ইহা বিশ্বাসের অযোগ্য বলিয়াই তাঁহার মনে হইল।

তিনি দীর্ঘকাল চিন্তার পর মনে মনে বলিলেন, "যদি আমি আর অধিককাল এই সকল কথা চিন্তা করি—তাহা হইলে নিশ্চয়ই ক্ষেপিয়া যাইব। লর্ড পাওয়াসের কিভার্ণ প্রাসাদের সহিত এই জেলখানার কি সম্বন্ধ তাহা নিরূপণ করা আমার অসাধ্য।"

কিছুকাল পরে মিঃ ব্লেক সেই কক্ষের দ্বারের বাহিরে পদশব্দ শুনিয়া বুঝিতে পারিলেন—ওয়ার্ডার তাঁহার কক্ষের দিকে ফিরিয়া আসিতেছে। তাঁহার এই অনুমান সত্য হইল। ওয়ার্ডার দ্বার খুলিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিল, এবং গম্ভীর-স্বরে বলিল, "পোষাক পরিয়াছ দেখিতেছি! যদি তুমি জেলখানার কর্ত্তার সঙ্গে দেখা করিতে চাও—তাহা হইলে টুপি মাথায় দিয়া আমার সঙ্গে এস।"

মিঃ ব্লেক মুখ বিকৃত করিয়া খাকি রঙ্গের কদাকার কয়েদীর টুপিটা কুড়াইয়া লইয়া মাথায় দিলেন। কিন্তু এই অপমান ধীরভাবে সহ্য করা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইল; তিনি স্থির করিলেন এই অপমানের প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করিবেন, এবং এই ভ্রমের জন্য কে দায়ী তাহা নির্ণয়ের জন্য 'হোম-আফিসে' তদন্তের প্রার্থনা করিবেন। 'হোম-সেক্রেটারী' এরূপ ভ্রম কখন উপেক্ষা করিতে পারিবেন না। তিনি সেই কক্ষের বাহিরে আসিয়া ওয়ার্ডারের অনুসরণ করিলেন; কিন্তু কোন কয়েদীকে দেখিতে পাইলেন না। লোহার সিঁড়ি দিয়া নামিবার সময় চতুর্দ্দিকে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারাকক্ষ তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল; কিন্তু সকল কক্ষই নির্জ্জন; চারি দিকে চাহিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন, তাহা সত্যই জেলখানা।

ওয়ার্ডার মিঃ ব্লেককে সঙ্গে লইয়া কতকগুলি কক্ষদ্বার অতিক্রম করিল; অবশেষে সে একটি দ্বারের সম্মুখে আসিয়া তাঁহাকে বলিল, "টুপিটা খুলিয়া রাখিয়া ঐ কামরায় প্রবেশ কর।"—সে সেই দ্বারে ধাক্কা দিতেই দ্বার খুলিয়া গেল। তখন সে মিঃ ব্লেকের পিঠে আর এক ধাক্কা দিয়া তাঁহাকে সেই কক্ষের ভিতর ঠেলিয়া দিল।

মিঃ ব্লেক সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—কক্ষটি নানাবিধ আসবাবপত্রে সুসজ্জিত; তাহা কয়েদীর কক্ষের মত ঠাণ্ডা নয়, কোন বিলাসী ব্যক্তির বাস-কক্ষ বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইল। কক্ষের মেঝেটি স্থূল ও মোলায়েম গালিচা দ্বারা

আচ্ছাদিত; অগ্নিকুণ্ডের অগ্নিতে কক্ষটি উত্তপ্ত। তিনি সেই কক্ষের মধ্যস্থলে একখানি বৃহৎ টেবিল দেখিতে পাইলেন। সেই টেবিলের কাছে একটি লোক বসিয়া কি একখানি কাগজ দেখিতেছিল। মিঃ ব্লেক বুঝিলেন—এই ব্যক্তিই কারাধ্যক্ষ। কিন্তু মিঃ ব্লেক টেবিলের কাছে দাঁড়াইয়া থাকিলেও কয়েক মিনিট সে মুখ তুলিল না, তিনি যে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন—ইহা যেন সে জানিতেও পারে নাই, এই ভাবে তাহার হাতের কাগজখানি দেখিতে লাগিল। মিঃ ব্লেক তাহার ব্যবহারে অপমান ও বিরক্তি বোধ করিলেন। তিনি যে কয়েদী এ কথা তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

যাহা হউক, কয়েক মিনিট পরে লোকটি মাথা তুলিয়া মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিল, এবং তাঁহাকে নীরস স্বরে বলিল, “তোমার কি অভিযোগ আছে বলিতে পার।”

মিঃ ব্লেক তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আতঙ্কে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন; কারণ তিনি যাহাকে কারাধ্যক্ষ মনে করিয়াছিলেন, সে ডাক্তার সাটিরা! তিনি তাহাকে চিনিতে পারিয়া স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন; তাঁহার মুখে কথা সরিল না। তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল, এবং চিন্তাশক্তি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইল। তিনি জীবনে বহুবার অনেক সঙ্কটে পড়িয়াছিলেন, কিন্তু আর কখন এরূপ সঙ্কটজনক অবস্থায় নিপতিত হন নাই। ডাক্তার সাটিরা—ফেরারী আসামী সাটিরা পুলিশের ভয়ে নানা স্থানে পলায়ন করিয়া নানা কৌশলে আত্মরক্ষা করিতেছিল—আজ সে কারাধ্যক্ষ!—ইহা ইন্দ্রজাল, স্বপ্ন, না সত্য?—কিছুই বুঝিতে না পারিয়া সাটিরার সম্মুখে তিনি নিশ্চল প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। যদিও সাটিরার মাথায় পরচুলা ছিল, এবং কৃত্রিম উপায়ে সে মুখের পরিবর্ত্তন করিয়াছিল—তথাপি তিনি তাহাকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিয়াছিলেন। তাহার শঠতাপূর্ণ ক্রূর দৃষ্টি, বাজের ঠোঁটের মত ঈষৎ-বক্র সুদীর্ঘ নাসিকা, এবং কদাকার মুখের কুৎসিত ভঙ্গি ত লুকাইবার নহে। মিঃ ব্লেকের নিকট আত্মগোপন করিবারও তাহার ইচ্ছা ছিল না। সে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার বিহ্বলতা বুঝিতে পারিল; তাঁহাকে হতবুদ্ধি হইয়া নির্ব্বাক ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে

দেখিয়া সে বড় আমোদ বোধ করিল। সে ভালুকের মত মুখভঙ্গি করিয়া হী-হী শব্দে হাসিয়া উঠিল, তাহার পর বিদ্রূপভরে বলিল, "কি হে মিঃ ব্লেক! আমাকে দেখিয়া ভারি খুসী হইয়াছ, কেমন? তুমি জানিতে, তোমার সঙ্গে আমার আবার দেখা হইবে; কিন্তু এভাবে তোমাকে আমার সম্মুখে আসিতে হইবে—ইহা আশা কর নাই। আমার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা কিরূপ কঠিন, তাহার পরিচয় অনেকবার পাইয়াছ। তোমার ধারণা ছিল—তুমি আমার অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান, অধিক চতুর; আশা করি তোমার সেই ভ্রম দূর হইয়াছে। আমি তোমাকে সামান্য কীট মনে করি। যাহা হউক, শুনিলাম—তোমার কি অভিযোগ আছে। কয়েদীর অভিযোগ শুনিতে আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত; এজন্য আমার আদেশে তুমি আমার সম্মুখে নীত হইয়াছ।—তোমার কি অভিযোগ বলিতে পার।"

মিঃ ব্লেকের মস্তিষ্কের জড়তা তখনও দূর হয় নাই। তিনি পূর্ব্বরাত্রে লর্ড পাওয়ার্সের পল্লীভবনের শয়ন-কক্ষে নিদ্রামগ্ন হইয়াছিলেন, প্রভাতে তিনি এই অপরিচিত কারাগারে কিরূপে উপস্থিত হইলেন, কেনই বা তাঁহাকে এখানে আসিতে হইল, তাহা বুঝিতে না পারিয়া একেই ত হতবুদ্ধি হইয়াছিলেন; তাহার উপর ফেরারী আসামী সাটিরাকে এই কারাগারের অধ্যক্ষের স্থান অধিকার করিতে দেখিয়া তাঁহার চিন্তাশক্তি পর্য্যন্ত যেন বিলুপ্ত হইয়াছিল। তিনি কি বলিবেন, কি করিবেন তাহা স্থির করিতে পারিলেন না; কিন্তু অপরাধীর ন্যায় নির্ব্বাক ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতেও তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। নরহন্তা দস্যু কোন কৌশলে তাঁহাকে আয়ত্ত করিয়া দম্ভভরে তাঁহাকে উপহাস করিতেছে, ক্ষুদ্র কীটের সহিত তাঁহার তুলনা করিতেছে—ইহা তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি উচ্ছ্বসিত ক্রোধ দমন করিতে না পারিয়া তীব্র স্বরে বলিলেন, "তুমি নরহন্তা দস্যু, তুমি নর-পিশাচ, তুমি এখানে কেন? এ আবার তোমার কি খেলা? এ কোন্ কারাগার, এবং আমাকে এখানে কিরূপে লইয়া আসিয়াছ—তাহা জানিতে চাই।"

ডাক্তার সাটিরা মিঃ ব্লেকের প্রশ্ন শুনিয়া ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিল, তাহার পর চেয়ারে ঠেস দিয়া বসিয়া তীব্র স্বরে বলিল, "তুমি কয়েদী, বন্দী ভাবে আমার সম্মুখে নীত হইয়াছ; কিন্তু তুমি যে ভাষায় আমাকে সম্বোধন

করিতেছ—তাহা অত্যন্ত আপত্তিজনক, কোনও কারাগারের কোন কয়েদী কারাধ্যক্ষের প্রতি ঐরূপ অপমানসূচক ভাষা প্রয়োগ করিলে তাহাকে কিরূপ শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা বোধ হয় তোমার জানা নাই; কিন্তু স্মরণ রাখিও আমি দ্বিতীয় বার তোমাকে সতর্ক করিব না। তবে তোমার কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিতে আমার আপত্তি নাই। তুমি যে কারাগারে নীত হইয়াছ—আমি স্বয়ং সেই কারাগারের অধিকারী, এবং আমারই আদেশে তোমাকে এখানে ধরিয়া আনা হইয়াছে। কয়েক দিনের মধ্যেই তোমাকে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা-প্রাপ্ত কয়েদীর কামরায় স্থানান্তরিত করা হইবে, এবং সেখান হইতে তুমি বধ্যমঞ্চে নীত হইবে। হাঁ, এই কারাগারের প্রাঙ্গণেই তোমার ফাঁসি হইবে। সুতরাং এখন তুমি যে কামরায় আছ—তাহা তোমার বাসের অযোগ্য বলিয়া অভিযোগ করিবার কোন কারণ নাই। তুমি আমাকে ফাঁসিতে লটকাইয়া হত্যা করিবার আয়োজন করিয়াছিলে; আমার বুদ্ধি-কৌশলে তোমার সেই আয়োজন পণ্ড হইয়াছে। এবার তোমার পালা; এবার তোমাকে ফাঁসে ঝুলিয়া মরিতে হইবে। তোমাদের দলের মৃত্যুর পরোয়ানা আমি পূর্ব্বেই বাহির করিয়াছিলাম। যেদিন নিউবেলির দায়রা আদালতে আমার বিচার হইবার কথা—সেই দিনই কাহারও কাহারও ফাঁসি দেওয়া হইয়াছে; এবার তোমাদের অন্য কয়েক জনের ফাঁসি হইবে। আমার আদেশের 'আপিল' নাই।"

মিঃ ব্লেক অবিশ্বাসভরে বলিলেন, "তুমি এই কারাগারের মালিক?"

ডাক্তার সাটিরা বলিল, "সে কথা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আমিই এই কারাগারের বর্ত্তমান অধিকারী। আমি মূল্য দিয়া ইহা ক্রয় করিয়াছি। মূল্য প্রদান করা হইয়াছে, এবং আমি ইহা দখল করিয়াছি। তোমার মত আসামীদের কয়েদ করিয়া যথাযোগ্য দণ্ডে দণ্ডিত করিবার উদ্দেশ্যেই এই কারাগার বহু অর্থে ক্রয় করিয়াছি। অর্থবিনিময়ে তোমাদের দেশে কোন্ জিনিসটা না কিনিতে পাওয়া যায়? সুতরাং এই কারাগারও ক্রয় করা আমার অসাধ্য হয় নাই, এ কথা শুনিয়া তোমার বিস্ময়ের কারণ নাই। তুমি একাকী এখানে বড়ই নির্জ্জনতা অনুভব করিতেছ; কিন্তু সেই অসুবিধা শীঘ্রই অপসারিত হইবে। দুই এক দিনের

মধ্যেই তুমি অনেক সঙ্গী পাইবে। তোমাদের দলের সকলেরই একত্র প্রাণদণ্ড হইবে। বস্তুতঃ তোমার অভিযোগের কোন কারণ নাই; তুমি অন্যের প্রতি যে ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছ—সেই ঔষধ সেবনে তোমার আপত্তির সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না। তোমার চেষ্টায় কত হতভাগ্য ব্যক্তিকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইয়াছে তাহা কি তোমার স্মরণ নাই? তুমি মনে করিও না তাহাদের অন্তিম কালের অভিসম্পাত ব্যর্থ হইবে। তাহারা কিরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া অকালে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল, এবার তুমি স্বয়ং তাহা বুঝিতে পারিবে।—তোমার স্বকৃত কর্ম্মের পুরস্কার লাভ করিবে।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আমি জানি তুমি নরপিশাচ, কোন পাপেই তোমার কুণ্ঠা নাই; তথাপি তোমার এই আশা কখন পূর্ণ হইবে না। আমার প্রাণদণ্ড করিবার সাধ্য তোমার নাই, তোমার সে চেষ্টা বিফল হইবে।”

সাটিরা কুৎসিত মুখভঙ্গি করিয়া সরোষে বলিল, “আমার চেষ্টা বিফল হইবে? ফাঁসের দড়ি তোমার গলায় ঝুলাইয়া দিয়াছি, তাহা দেখিয়াও বলিতেছ—আমার আশা পূর্ণ হইবে না? মৃত্যুকালে মানুষের বুদ্ধি বিলুপ্ত হয়;—এখন তোমারও সেই অবস্থা। তোমার সহিত আমার তর্ক করিবার আগ্রহ নাই। জানিয়া রাখ, আমার এই ইচ্ছা কার্য্যে পরিগত হইবে। আমার কোন সঙ্কল্প অসম্পন্ন থাকে না—তাহা তুমি শীঘ্রই জানিতে পারিবে। তোমাদের কয়েক জনকে হত্যা করিব—ইহা আমার বহুদিনের সঙ্কল্প; নানা বাধা-বিঘ্নবশতঃ ইহা কার্য্যে পরিণত করিতে কিছু বিলম্ব হইয়াছে, এজন্য আমি দুঃখিত। কিন্তু শীঘ্রই আমার এই দুঃখ দূর হইবে। আমি বহু লোকের আশীর্ব্বাদভাজন হইব।”

এই পর্য্যন্ত বলিয়া, সাটিরা পকেট হইতে নস্যদানী বাহির করিয়া দুই টিপ নস্য নাসারন্ধ্রে গুঁজিয়া দিল; তাহার পর রুমালে নাক মুছিয়া বলিতে লাগিল, “আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি তুমি নিঃসঙ্গ ভাবে একাকী মরিবে না, শীঘ্রই তোমার সঙ্গীদের দেখিতে পাইবে। পরলোকের পথে তাহারা তোমার সহযাত্রী। যাহারা যে কোন উপলক্ষে আমার শত্রুতা সাধন করিয়াছে—তাহাদের সকলকেই এখানে

আনিয়া ফাঁসি দিব, আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিব—এই উদ্দেশ্যেই ত এই জেলখানা বহু অর্থে ক্রয় করিয়াছি। তোমার কোন কোন বন্ধু পূর্ব্বেই এখানে আনীত হইয়াছে; আরও কয়েক জনকে শীঘ্রই ধরিয়া আনিবার ব্যবস্থা করিয়াছি। মৃত্যুর প্রাক্কালে তুমি তাহাদিগকে দেখিয়া আনন্দ লাভ করিবে।"

মিঃ ব্লেক সাটিরার কথা শুনিয়া ভীতি-বিস্ফারিত নেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সে যাহাদিগকে আনিয়াছে বলিল—ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স তাহাদের অন্যতম, ইহা তিনি বুঝিতে পারিলেন; কিন্তু সে আর কাহাকে ধরিয়া আনিয়াছে?—স্মিথও সেই দলে আছে না কি? তাঁহার যেন হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। তিনি সাটিরার অদ্ভুত শক্তির কথা ভাবিতে লাগিলেন। সে পূর্ব্বে অনেক অসাধ্যসাধন করিয়াছে; কিন্তু এবার সে এক কারাগারের অধিকারী হইয়া সম্পূর্ণ অজ্ঞাত উপায়ে তাঁহাদিগকে সেই কারাগারে আনিয়া আবদ্ধ করিয়াছে—তাহার এই কৌশলের তুলনা ছিল না। তিনি জীবনে কখন এরূপ বিস্ময়জনক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেন নাই। এই কারাগার যে রাজ-কারাগার, ইহা অবিশ্বাস করিবার কারণ ছিল না। তাঁহার অনুমান হইল, গবর্মেণ্ট এই কারাগার কোন কারণে উঠাইয়া দিয়াছেন, সাটিরা সংপ্রতি সেই পরিত্যক্ত বাড়ী কিনিয়া লইয়া অধিকার করিয়াছে। সে অনেকের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া বহু ধনরত্ন সঞ্চয় করিয়াছিল, সুতরাং এরূপ একটি পরিত্যক্ত কারাগার ক্রয় করা তাহার অসাধ্য না হইতেও পারে; কিন্তু সে ফেরারী আসামী, বিচারের পূর্ব্বে সে জেলখানার গাড়ী হইতে পলায়ন করায় পুলিশ চতুর্দ্দিকে তাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল, এ অবস্থায় সে কি উপায়ে এবং কাহার সাহায্যে এই কারাগার ক্রয় করিয়া ইহার মালিক হইয়া বসিল, মিঃ ব্লেক তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। সে স্বয়ং ইহা ক্রয় করিবার চেষ্টা করিলে তাহার চেষ্টা সফল হইত না, এবং তাহার সন্ধান পাইলে পুলিশ বহুপূর্ব্বেই তাহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিত; সে কারাগারের মালিক হইবার সুযোগ পাইত না। সে মার্ল-হাউস হইতে পলায়নের পর দুই সপ্তাহ অতীত হইয়াছিল, এই দুই সপ্তাহের মধ্যে সে সকলের অজ্ঞাতসারে এই কারাগার ক্রয় করিয়াছে, এবং পুলিশের চোখে ধূলা দিয়া কারাধ্যক্ষ রূপে এখানে বাস করিতেছে,

ইহা এরূপ অসম্ভব কাণ্ড যে, স্বচক্ষে না দেখিলে মিঃ ব্লেক বিশ্বাস করিতে পারিতেন না।

মিঃ ব্লেক ভাবিতে লাগিলেন, এ কোন্ কারাগার? যদি গবর্মেণ্ট কর্তৃক এই কারাগার পরিত্যক্ত না হইয়া থাকে,—তাহা হইলে ইহার যে সকল কর্ম্মচারী ও ওয়ার্ডার প্রভৃতি সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইয়াছিল—তাহারা কোথায়? যে সকল অপরাধী বিচারকের আদেশে কারাদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া এখানে আবদ্ধ ছিল—তাহারাই বা কাহার আদেশে কোথায় প্রেরিত হইয়াছে? সাটিরা একাকী বা তাঁহার মুষ্টিমেয় অনুচরবর্গের সাহায্যে এই কারাগারের কর্ম্মচারী ও প্রহরীগণকে বিতাড়িত করিয়া ইহা অধিকার করিতে সমর্থ হয় নাই; সুতরাং এ সকল ব্যাপার দুর্ব্বোধ্য রহস্য বলিয়াই তাঁহার প্রতীতি হইল।

মিঃ ব্লেককে এইরূপ বিহ্বলভাবে চিন্তামগ্ন দেখিয়া সাটিরা অত্যন্ত আমোদ বোধ করিল। তিনি যে কিরূপ ভীত ও বিস্মিত হইয়াছেন, ও কতদূর অসচ্ছন্দতা অনুভব করিতেছেন তাহা তাঁহার মুখ দেখিয়াই সে বুঝিতে পারিল। সে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া বিদ্রূপ ভরে বলিল, "বেকার ষ্ট্রীটের সবজান্তা ডিটেক্‌টিভ, আমার শক্তি সামর্থ্যের পরিচয় পাইয়া, এবং কি উপায়ে আমি এই সকল অদ্ভুত কার্য্য সম্পন্ন করিলাম তাহা বুঝিতে না পারিয়া হতবুদ্ধি হইয়াছ? হাঁ, তুমি যে আমার তুলনায় কত ক্ষুদ্র, আমার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবৃত্ত হওয়া তোমার পক্ষে কিরূপ মূঢ়তা, তাহা বোধ হয় এখন বুঝিতে পারিয়াছ। কিন্তু ইহা যদি পূর্ব্বে বুঝিয়া আমাকে না ঘাঁটাইতে, আমাকে বিপন্ন ও অপদস্থ করিবার চেষ্টা না করিতে, তাহা হইলে আজ তোমার এ দুর্দ্দশা হইত না; আমার ক্রোধানলে তোমাকে ভস্মীভূত হইতে হইত না। এই সকল দুর্ব্বোধ্য রহস্যের কথা চিন্তা করিতে করিতেই তুমি মৃত্যুকবলে নিপতিত হইবে। কিন্তু এ রহস্য ভেদ করা তোমার অসাধ্য হইবে।"

ডাক্তার সাটিরার এই দম্ভপূর্ণ বিদ্রূপে মিঃ ব্লেক ক্রোধে অধীর হইলেন; তিনি সেখানে কিরূপ অসহায় ও বিপন্ন, ইহা চিন্তা না করিয়াই সম্মুখে লাফাইয়া পড়িলেন, এবং সাটিরার গলা টিপিয়া ধরিবার জন্য উভয় হস্ত প্রসারিত করিলেন।

তিনি বোধ হয় মনে করিয়াছিলেন সাটিরা কৃশকায় দুর্ব্বল ব্যক্তি, তিনি তাহাকে অনায়াসেই পরাস্ত করিতে পারিবেন, তাঁহার ধৃষ্টতার উপযুক্ত প্রতিফল প্রদান করিবেন; কিন্তু ক্রোধের আতিশয্যে ও আকস্মিক উত্তেজনায় তিনি একটি কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন; যে ওয়ার্ডার তাঁহাকে সেই কক্ষে রাখিয়া গিয়াছিল, সে সাটিরার দলভুক্ত একজন দুর্দ্দান্ত দস্যু; মিঃ ব্লেক অপেক্ষা সে অনেক অধিক বলবান। তিনি সাটিরাকে আক্রমণ করিলে সে তাঁহার কার্য্যে বাধা দিবে না, বা তাঁহাকে লাঞ্ছিত করিবার চেষ্টা করিবে না, ইহা তাঁহার আশা করা সঙ্গত হয় নাই। সে যে কখন তাঁহার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল—তাহাও তিনি লক্ষ্য করেন নাই। মিঃ ব্লেক সাটিরাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইবামাত্র ওয়ার্ডারের বেশধারী সেই দস্যু তাঁহার পিঠের উপর লাফাইয়া পড়িল, এবং দুই হাত তাঁহার পিঠের দিকে টানিয়া আনিয়া চক্ষুর নিমেষে সম্মিলিত উভয় প্রকোষ্ঠে হাতকড়ি আঁটিয়া দিল!

মিঃ ব্লেককে আক্রমণোদ্যত দেখিয়া সাটিরা বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় নাই। সে যে ভাবে বসিয়া ছিল, সেই ভাবেই বসিয়া রহিল; কারণ সে জানিত মিঃ ব্লেক তাহার ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া যদি তাহাকে আক্রমণের চেষ্টা করেন তাহা হইলে তাহার অনুচর তাঁহার কবল হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে পারিবে। অনুচরের সামর্থ্য ও তৎপরতায় তাহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল।

ওয়ার্ডারবেশী দস্যু মিঃ ব্লেকের উভয় হস্ত শৃঙ্খলিত করিলে সাটিরা সক্রোধে একবার মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া অস্ফুট হুঙ্কার করিল, তাহার পর নস্যদানী হইতে দুই টিপ নস্য নাসারন্ধ্রে পুরিয়া রুমালে নাক মুখ মুছিল। অনন্তর সে নস্যদানী ও রুমালখানি পকেটে রাখিয়া তাহার অনুচরকে বলিল, "ক্রেসন, এই বদমায়েস কয়েদীটাকে লইয়া গিয়া নির্জ্জন কক্ষে পুরিয়া রাখ। এই শয়তান কারাধ্যক্ষকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল—এজন্য ইহাকে পোড়া রুটি ও জল ভিন্ন আর কিছুই খাইতে দিবে না। কয়েকদিন ঐ রকম খাবার খাইতে হইলেই উহার মেজাজ ঠাণ্ডা হইবে, এবং এই অন্যায় কার্য্যের জন্য আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। যদি তাহা না করে তাহা হইলে আমি চাবুক

মারিবার হুকুম দিব। এই সকল কুকুরকে সায়েস্তা করিবার জন্য চাবুকই অব্যর্থ অস্ত্র।”

মিঃ ব্লেক ক্রোধে অপমানে কাঁপিতে লাগিলেন ; কিন্তু তিনি তখন আত্মরক্ষায় অসমর্থ। নিজের অসহায় অবস্থা বুঝিতে পারিয়া এই লাঞ্ছনায় তাঁহার আত্মহত্যা করিবার ইচ্ছা হইল। পিঞ্জরাবদ্ধ লগুড়াহত সিংহের ন্যায় তাঁহাকে গর্জ্জন করিতে দেখিয়া ওয়ার্ডারবেশধারী দস্যু তাঁহাকে ধাক্কা দিতে দিতে সেই কক্ষের বাহিরে লইয়া গেল। হঠাৎ নিজের পরিচ্ছদের প্রতি মিঃ ব্লেকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল ; তাঁহার মনে হইল কয়েদীর পরিচ্ছদে তাঁহাকে কয়েদী সাজিতে হইয়াছে। কয়েদী নিজের অবস্থা বিস্মৃত হইয়া কারাধ্যক্ষকে আক্রমণ করিলে তাহাকে যেরূপ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়—তিনিও সেইরূপই লাঞ্ছিত হইলেন। ইহার প্রতিকারের কোন উপায় নাই। সাটিরা যে উপায়েই হউক সেখানে কারাধ্যক্ষের পদ লাভ করিয়াছে ; সেখানে সে সর্ব্বশক্তিমান, তিনি দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহারই জেলখানার কয়েদী। তিনি একাকী অসহায় অবস্থায় কিরূপে এই অপমানের প্রতিফল দিবেন—তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইল। তাঁহার চক্ষু হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। ওয়ার্ডারের ধাক্কা খাইয়া তিনি উন্মত্তপ্রায় হইয়া দাঁতে দাঁত ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন ; কিন্তু তাঁহার সেই অক্ষম ক্রোধে ওয়ার্ডারের কোন ক্ষতি হইল না। সেই কক্ষের বাহিরে আসিয়া তিনি সাটিরার উল্লাস-হাস্য শুনিতে পাইলেন। সাটিরা হী-হী করিয়া হাসিয়া বলিল, “এই ত নির্য্যাতনের আরম্ভ মাত্র ; ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গোয়েন্দাকে তিন দিন অনাহারে রাখিয়া ফাঁসি কাঠে লট্‌কাইয়া দিব। আমার প্রতিজ্ঞা পালন করিব।”

ওয়ার্ডার মিঃ ব্লেককে টানিয়া লইয়া যাইতে যাইতে বলিল, “জেলখানার কর্ত্তার গায়ে হাত তুলিতে যাও—তোমার ত ভারি স্পর্দ্ধা! তোমাকে নিশ্চয়ই চাবুক খাইতে হইবে। কর্ত্তার হুকুমে আমিই তোমাকে শায়েস্তা করিব। কয়েদী কয়েদীর মতই থাকিবে, তা’ নয়, কয়েদী হইয়া লাট সাহেবের মত লম্বা লম্বা কথা! এ রকম দুর্ম্মতি তোমার কেন হইল? তোমার মত বদমায়েস বে-শায়েস্তা কয়েদী আমি আর একটা দেখি নাই। তোমার ঠিক ফাঁসি হইবে।”

মিঃ ব্লেক যে কক্ষে আবদ্ধ ছিলেন সেই কক্ষেই নীত হইলেন। সকল কক্ষই তাঁহার পক্ষে সমান নির্জ্জন। ওয়ার্ডার তাঁহাকে সেই কক্ষে পুরিয়া তাঁহার হাত হইতে হাতকড়ি খুলিয়া লইল, এবং তাঁহাকে দুই একটি হিতোপদেশ দিয়া, সেই কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া প্রস্থান করিল। মিঃ ব্লেক হতাশভাবে টুলে বসিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিলেন; চিন্তার অকূল সমুদ্রের তিনি কূল দেখিতে পাইলেন না; তাঁহার বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইল।

# অষ্টম প্রবাহ

## পলায়ন

সেই কারাকক্ষে বসিয়া বি, আই, ১২৪ নং কয়েদী অবনত মস্তকে দীর্ঘকাল তাঁহার আকস্মিক দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা করিলেন, কিন্তু অতঃপর কি করিবেন তাহা স্থির করিতে পারিলেন না; ক্রমাগত তাঁহার মনে হইতে লাগিল, "এখানে কিরূপে আসিলাম, সাটিরা কি কৌশলে আমাকে এখানে কয়েদ করিল?"

তাঁহার স্মরণ হইল লর্ড পাওয়ার্সের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া তিনি পূর্ব্বরাত্রে তাঁহার পল্লীভবনের নিভৃত শয়ন-কক্ষে শয়ন করিয়া ছিলেন; নিদ্রাভঙ্গে দেখিলেন, সাটিরার কারাগারের একটি নির্জ্জন কক্ষে অবরুদ্ধ হইয়াছেন! লর্ড পাওয়ার্সের সুরক্ষিত অট্টালিকা হইতে সাটিরা তাঁহাকে চুরী করিয়া আনিয়াছে—এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ ছিল না; কিন্তু সাটিরা কিরূপে এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইল?

লর্ড পাওয়ার্সের জ্ঞাতসারে বা তাঁহার সম্মতিক্রমে তিনি ডাক্তার সাটিরা কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছেন, মিঃ ব্লেক ইহা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তাঁহার ধারণা হইল সাটিরার এই পৈশাচিক ষড়যন্ত্রের সহিত লর্ড পাওয়ার্সের সংস্রব থাকিতেই পারে না। তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে বিন্দুমাত্র চরিত্রগত সামঞ্জস্য ছিল না। ডাক্তার সাটিরা ভীষণপ্রকৃতি দুর্দ্দান্ত নরহন্তা দস্যু, সর্ব্বপ্রকার পাপে অকুণ্ঠিত, লর্ড পাওয়ার্স ইংলণ্ডের অভিজাত সমাজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের অন্যতম; তিনি মন্ত্রীসভার সদস্য, তাঁহার নৈতিক চরিত্র নিষ্কলঙ্ক, এবং তাঁহার কর্ত্তব্যজ্ঞান প্রখর। তিনি সাটিরার সহিত যোগদান করিয়া মিঃ ব্লেককে এই বিপদে ফেলিয়াছেন—ইহা অসম্ভব বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইল।

মিঃ ব্লেক সেই কক্ষে চিন্তাকুল চিত্তে পাদচারণ করিতে করিতে অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "এ যে কি রহস্য তাহা কোন ক্রমে বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না! আমি লর্ড পাওয়ার্সের পল্লীভবন কিভার্ণ প্রাসাদে গিয়াছি, এ সংবাদ সাটিরা কিরূপে

যাহা হউক, ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন, "ব্লেক, তোমারও অবস্থা আমার মত! সাটিরা তোমাকে কিরূপে পাকড়াইল?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমাকে যে উপায়ে পাকড়াইয়াছে, বোধ হয় ঠিক সেই উপায়েই। লর্ড পাওয়ার্সের কিভার্ণ প্রাসাদ হইতে তুমি অদৃশ্য হইয়াছ শুনিয়া আমি তোমাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার আশায় সেখানে গমন করিয়াছিলাম, সেখান হইতে রাত্রিকালে আমাকে কেহ চুরী করিয়া আনিয়াছে; কিন্তু দস্যুরা আমাদিগকে কোথায় আনিয়া ফেলিয়াছে—তাহা জানিতে পারিয়াছ কি?"

দূরে যে ওয়ার্ডার দাঁড়াইয়া ছিল, সে তাঁহাদের কথা শুনিয়া কর্কশ স্বরে বলিল, "মুখ বুঁজিয়া থাক, এখানে গল্প করা চলিবে না।—দু'জনে দশ দশ গজ তফাৎ থাকিয়া পায়চারী কর। কথা কহিলে বেত খাইবে।"

মিঃ ব্লেক ও ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে অগত্যা নির্ব্বাক হইতে হইল। তাঁহারা আরও এক ঘণ্টা সেই পথে ভ্রমণ করিলেন বটে, কিন্তু প্রহরী কর্ত্তৃক অপমানিত হইবার ভয়ে আর কোন কথা বলিলেন না; কিন্তু তাঁহারা উভয়েই পরস্পরকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহারা কি উপায়ে এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবেন—তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স কি উপায়ে কিভার্ণ প্রাসাদ হইতে সেখানে আনীত হইয়াছিলেন, তাহা অনুমান করা মিঃ ব্লেকের পক্ষে কঠিন হইল না। তিনি বুঝিতে পারিলেন, রাত্রিকালে নিদ্রিত অবস্থায় ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে আক্রমণ করিয়া, তাঁহার হাতমুখ বাঁধিয়া সেখানে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। ডাক্তার সাটিরা তাঁহাদের উভয়কেই মহাশত্রু মনে করে; সে বৈর-নির্য্যাতনের অভিসন্ধিতে তাঁহাদের উভয়কে ঠিক একই ভাবে এই কারাগারে লইয়া আসিয়াছে। কিন্তু লর্ড পাওয়ার্সের অজ্ঞাতসারে তাঁহার সুরক্ষিত প্রাসাদ হইতে সে তাঁহাদের উভয়কে কিরূপে এখানে লইয়া আসিল—তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না; তবে সাটিরার একটা কথা তাঁহার স্মরণ হইল। সে তাঁহাকে বলিয়াছিল, "দুই এক দিনের মধ্যেই তুমি অনেক সঙ্গী পাইবে; তোমাদের দলের সকলেরই একত্র প্রাণদণ্ড হইবে।"

মিঃ ব্লেক মনে মনে বলিলেন, "নরপিশাচ সাটিরা আমাকে ও কুট্‌সকে এখানে আনিয়া কয়েদ করিয়াছে; তাহার ঐ কথার মর্ম্ম এখন বুঝিতে পারিলাম। সে যাহাদিগকে শত্রু মনে করে—তাহাদের অনেককেই এখানে আনিয়া কয়েদ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে; কিন্তু দীর্ঘকাল সে এ খেলা খেলিতে পারিবে—তাহার সম্ভাবনা অল্প। আমরা কোথায় আসিয়াছি—ইহা জানিবার জন্য আমার বড়ই আগ্রহ হইয়াছে; কিন্তু এখনও তাহা জানিতে পারিলাম না! ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সও তাহা জানিতে পারিয়াছে বলিয়া মনে হয় না।"

কিন্তু মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের সহিত কথা কহিবার আর কোন সুযোগ পাইলেন না। প্রহরীটা তাঁহাদের উভয়কেই সঙ্গে লইয়া কারা-প্রাঙ্গণে প্রত্যাগমন করিল, এবং ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে একতালার একটি প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ করিয়া মিঃ ব্লেককে দ্বিতলস্থ প্রকোষ্ঠে লইয়া গেল। তাঁহারা স্বতন্ত্র দুইটী কারা-প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ হইয়া স্ব-স্ব ভাগ্য-বিড়ম্বনার কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। সেই বিস্তীর্ণ কারাগারের কোন প্রকোষ্ঠ হইতে কোন বন্দীর কণ্ঠস্বর তাঁহাদের কর্ণগোচর না হওয়ায় সেই কারাগারে অন্য কোন কয়েদী ছিল কি না তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন না।

ডাক্তার সাটিরা মিঃ ব্লেককে বলিয়াছিল—দুই এক দিনের মধ্যে আরও অনেককে আনিয়া সেই কারাগারে আবদ্ধ করা হইবে। সে ইংলণ্ডে পদার্পণ করিয়া অল্প দিনেই অসংখ্য দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিল, লণ্ডনের পুলিশ-কমিশনর হইতে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের অনেক খ্যাতনামা ডিটেক্‌টিভ ও অসংখ্য পুলিশ কর্ম্মচারী, এমন কি, লণ্ডনের অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে সে শত্রু মনে করিত; কারণ তাঁহারা সকলেই তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সাটিরা তাঁহাদের সকলকেই নানা কৌশলে ধরিয়া আনিয়া এই কারাগারে বন্দী করিবে, এবং তাঁহাদের প্রতি ইচ্ছানুযায়ী উৎপীড়ন করিতে সমর্থ হইবে—ইহা মিঃ ব্লেক বিশ্বাস করিলেন না। মিঃ ব্লেক ভাবিলেন, সাটিরা ছলে বলে কৌশলে আরও দুই এক জনকে সেখানে ধরিয়া আনিতে পারে; কিন্তু তৎপূর্ব্বেই তাহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া, তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার উপায় উদ্ভাবনের জন্য মিঃ ব্লেক ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

তাঁহার এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইবে;—এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া, তিনি কি উপায়ে কারাগার হইতে পলায়ন করিবেন তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি টুলের উপর বসিয়া দীর্ঘকাল চিন্তা করিলেন। কারারক্ষীর পদশব্দ শুনিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন প্রহরী সেই কক্ষের বাহিরেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কক্ষের দ্বার রুদ্ধ, দ্বারের বাহিরে সশস্ত্র প্রহরী দণ্ডায়মান! তিনি কি কৌশলে পলায়ন করিবেন তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি টুল হইতে উঠিয়া সেই কক্ষের বাতায়নের নীচে উপস্থিত হইলেন, এবং ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া বুঝিতে পারিলেন সেই পথে পলায়ন করা অসাধ্য। একে ত সেই বাতায়নে আরোহণ করাই অসাধ্য, তাহার উপর বাতায়নটি লোহার সুদৃঢ় গরাদে-বেষ্টিত; সেই গরাদেগুলি অপসারিত করিবারও উপায় ছিল না। দ্বারের বাহিরে প্রহরী না থাকিলেও তিন ইঞ্চি পুরু তক্তা-নির্ম্মিত দ্বার ভাঙ্গিয়া বাহিরে আসিবার সম্ভাবনা ছিল না; সুতরাং সেই কক্ষে আবদ্ধ থাকিয়া, তিনি যে সেখান হইতে পলায়নের কোন কৌশল আবিষ্কার করিতে পারিবেন—ইহা সম্ভবপর বলিয়া তাঁহার মনে হইল না। সেই কক্ষের বাহিরে আসিলে পলায়নের সুযোগ ঘটিতেও পারে,—কিন্তু কারা-প্রহরী আবার কখন তাঁহাকে বাহিরে লইয়া যাইবে তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। ব্যায়ামের সময় ভিন্ন অন্ত সময় তাঁহার বাহিরে যাইবার সুযোগ ছিল না, এবং পরদিন সেই সুযোগ পাইলেও কি কৌশলে সশস্ত্র প্রহরীর চোখে ধূলা দিয়া পলায়ন করিবেন—তাহা স্থির করিতে না পারিয়া তিনি হতাশ হইয়া পড়িলেন।

তিনি এতই অধীর হইয়া উঠিলেন যে, এক এক মিনিট তাঁহার নিকট এক এক ঘণ্টার ন্যায় দীর্ঘ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। যে সকল অপরাধী বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া কারাগারে আবদ্ধ থাকে—তাহারা কি করিয়া কালাতিবাহিত করে তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। সেই কক্ষে আবদ্ধ হইয়া তিনি ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন।

ক্রমে মধ্যাহ্ন কাল আসিল। কারা-রক্ষী সেই কক্ষের দ্বার খুলিয়া তাঁহার জন্য এক পেয়ালা চর্ব্বিমিশ্রিত সুপ এবং কয়েক টুকরা আধপোড়া রুটি লইয়া আসিল।

খাদ্য ও পানীয়ের চেহারা দেখিয়াই মিঃ ব্লেকের ক্ষুধা ও তৃষ্ণা দূরে পলায়ন করিল।

ক্ষুধায় তাঁহার কষ্ট হইতেছিল বটে; কিন্তু তিনি খাদ্য সামগ্রী অপেক্ষাও একটি জিনিসের অধিক অভাব অনুভব করিতেছিলেন—তাহা তামাক। তাঁহার সঙ্গে তামাক না থাকায় তিনি দীর্ঘ কাল ধূমপান করিতে পারেন নাই। ধূমপানের জন্য তাঁহার এরূপ আগ্রহ হইয়াছিল যে, তখন তিনি একটি চুরুট বা খানিক তামাক ও পাইপটা পাইলে তাহার বিনিময়ে তাঁহার অর্দ্ধেক সম্পত্তি (half of his worldly possessions) অনায়াসে দান করিতে পারিতেন।

কারারক্ষী দ্বার খুলিয়া রাখিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিলে, মিঃ ব্লেক দ্বারের দিকে চাহিয়া দেখিলেন—দ্বারের যে কলের সাহায্যে দ্বার খুলিতে ও বন্ধ করিতে পারা যাইত, সেই কলখানিতে চাবি দিয়া দ্বার খুলিলেও দ্বার বন্ধ করিবার সময় চাবিটি ব্যবহার করিবার প্রয়োজন হইত না।—দ্বার রুদ্ধ করিয়া কপাটে সজোরে চাপ দিলে আপনা-হইতেই দরজা বন্ধ হইয়া যাইত; কেবল দ্বার খুলিবার সময় চাবিটা ঘুরাইতে হইত।—ইহা লক্ষ্য করিয়া হঠাৎ তাঁহার মাথায় একটি ফন্দীর উদয় হইল। তিনি ভাবিলেন, কলের ছিদ্রটি যদি কোন উপায়ে বন্ধ করিয়া দেওয়া যায়—তাহা হইলে কলের অভ্যন্তরস্থিত দাঁত সরিয়া আসিতে পারিবে না, সুতরাং বাহির হইতে দ্বারে চাপ দিলে দ্বার বন্ধ হইবে না।

এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া, কারারক্ষী দ্বার রুদ্ধ করিয়া প্রস্থান করিলে, মিঃ ব্লেক রুটিখানি ভাঙ্গিয়া তাহার ভিতর হইতে একটু কোমল অংশ বাহির করিয়া লইলেন, এবং তাহা পাকাইয়া একটা সরু পলিতার মত করিয়া জামার ভিতর লুকাইয়া রাখিলেন। সেই অখাদ্য রুটি আহার করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না, তিনি সুপও স্পর্শ করিলেন না; অনাহারে থাকিয়া তিনি মুক্তি লাভের সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

কত কথাই তাঁহার মনে উদয় হইতে লাগিল! কিভার্ণ প্রাসাদের শয়ন-কক্ষ হইতে ইন্‌স্পেক্টর কুটস অদৃশ্য হইবার এক রাত্রি পরেই তিনি অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। পর দিন সকালে তাঁহাকেও তাঁহার শয়ন-কক্ষে না দেখিয়া লর্ড পাওয়ার্স সে সংবাদ নিশ্চয়ই পুলিশের গোচর করিয়াছিলেন।—স্কটল্যাণ্ড

ইয়ার্ডেও সেই সংবাদ প্রেরিত হইয়াছিল। তাঁহাদের দুইজনেরই অন্তর্দ্ধানে চতুর্দ্দিকে তাঁহাদের সন্ধান আরম্ভ হইয়াছিল। আন্দোলন আলোচনারও অন্ত ছিল না—তাহাও তিনি বুঝিতে পারিলেন; কিন্তু পুলিশ কি তাঁহাদের অন্তর্দ্ধানের কারণ নির্ণয় করিতে পারিবে? ডাক্তার সাটিরা রাত্রিকালে গোপনে লর্ড পাওয়ার্সের গৃহে প্রবেশ করিয়া, অথবা অনুচরদের পাঠাইয়া তাঁহাদিগকে চুরী করিয়া লইয়া গিয়াছে—ইহা যে তাহারা বুঝিতে পারিবে মিঃ ব্লেক ইহা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না।

এই রূপ নানা চিন্তায় মিঃ ব্লেক সারাদিন অতিবাহিত করিলেন। অপরাহ্নে কারারক্ষী তাঁহার কক্ষের দ্বার খুলিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। মিঃ ব্লেক দেখিলেন, কারারক্ষী এবার একাকী আসে নাই, ডাক্তার সাটিরাও তাহার সঙ্গে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল।

সাটিরা মিঃ ব্লেকের পাশে আসিয়া একটু কুঁজো হইয়া দাঁড়াইল। আনন্দে ও গর্ব্বে তাহার চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে মিঃ ব্লেককে মৃদু স্বরে বলিল, “ওহে বাপু ১২৪নং! এই কামরা তোমার পছন্দ হইয়াছে ত? তোমার মত দুর্দ্দান্ত অবাধ্য কয়েদীকে বাসের অযোগ্য অত্যন্ত জঘন্য কামরা দেওয়াই উচিত ছিল; কিন্তু আমি তোমার দুর্ব্ব্যবহার বিস্মৃত হইয়া এই উৎকৃষ্ট কারাকক্ষই তোমার বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়াছি। তথাপি যদি তোমার কোন অভিযোগ থাকে তাহা আমাকে বলিতে পার; পানাহার সম্বন্ধে তোমার কোন প্রার্থনা থাকিলে আমি তাহা পূর্ণ করিতে সম্মত আছি।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “ফাঁসীর আসামীকে যে কামরায় রাখা হয় সেই কামরা অপেক্ষা এই কামরা যে কতকটা ভাল, ইহা অবশ্য অস্বীকার করিতে পারি না। ফাঁসীর আসামীর কামরায় বাস কিরূপ আরামপ্রদ তাহা তুমি বোধ হয় জান না; কিন্তু শীঘ্রই তুমি সেই অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিবে। আমি দীর্ঘকাল ধূমপান করি নাই, তুমি আমার ধূমপানের ব্যবস্থা করিলে, এবং পা দু'খানার জড়তা দূর করিবার জন্য আর একটু বেড়াইবার সুযোগ দান করিলে খুসী হইব। ইহা ভিন্ন তোমার নিকট আমার অন্য কোন প্রার্থনা নাই।”

ডাক্তার সাটিরা তাহার পরাক্রান্ত শত্রুদের মুঠায় পুরিয়া এতই আনন্দিত হইয়াছিল যে, মিঃ ব্লেকের কথা শুনিবামাত্র পকেট হইতে দুইটি উৎকৃষ্ট চুরুট ও ম্যাচবাক্স বাহির করিয়া দিল ; তাহার পর কারারক্ষীকে বলিল, "এই কয়েদীকে বাহিরে লইয়া গিয়া আরও আধ ঘণ্টা ঘুরাইয়া আন। সুযোগ্য ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স এখানে আসিয়া কিরূপ আরাম ভোগ করিতেছে, তাহা দেখিয়া আসি। পূর্ব্বে যখন তাহার সঙ্গে আমার দেখা হইয়াছিল, সেই সময় সে আমাকে যে ভাষায় সম্ভাষণ করিয়াছিল তাহা শুনিয়া আমার সন্দেহ হইয়াছিল—গোয়েন্দাগিরি উপলক্ষে সে যে সকল লোকের সঙ্গে মিশিয়া থাকে তাহারা অত্যন্ত ইতর লোক। পুলিশের লোকেরা সাধারণতঃ দুর্ম্মুখ ; কিন্তু ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স চাষারও অধম !"

ডাক্তার সাটিরার আদেশে ওয়ার্ডার মিঃ ব্লেককে সঙ্গে লইয়া কারাকক্ষের বাহিরে আসিল, এবং মিঃ ব্লেক সেই দিন প্রভাতে যে পথে ভ্রমণ করিয়াছিলেন—সেই পথে তাঁহাকে আধ ঘণ্টা বেড়াইবার জন্য ছাড়িয়া দিল। মিঃ ব্লেক রুটির ভিতর হইতে যে নরম শাঁসটুকু বাহির করিয়া কোটের অন্তরালে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা তিনি মুঠায় পুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সাটিরা তাঁহাকে যে দুইটি চুরুট ও ম্যাচ্‌বাক্স উপহার দিয়াছিল, তাহাও তাঁহার কাছেই ছিল। বেড়াইতে বেড়াইতে ধূমপান করিয়া তিনি একটু সুস্থ হইলেন।

মিঃ ব্লেক দেখিলেন ওয়ার্ডারটা তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল ; তিনি তাহার মন বিষয়ান্তরে বিক্ষিপ্ত করিবার জন্য তাহার সহিত গল্প আরম্ভ করিবার চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু তাঁহার সেই চেষ্টা সফল হইল না। সে তাঁহাকে মৌনভাবে বেড়াইতে আদেশ করিল। অগত্যা তিনি নীরব হইলেন। আধ ঘণ্টা অতীত হইলে ওয়ার্ডার তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার কামরায় ফিরিয়া চলিল।

মিঃ ব্লেক সেই কামরার সম্মুখে আসিয়া, হঠাৎ যেন চৌকাঠে বাধিয়া পতনোন্মুখ হইলেন, এবং সামলাইয়া লইবার জন্য দুই হাতে রুদ্ধ দ্বার চাপিয়া ধরিলেন। তাঁহার মুঠার মধ্যে রুটির যে পলিতা ছিল, সেই সুযোগে তাহা তিনি সেই দ্বারের কলের ছিদ্রের ভিতর ঠেলিয়া দিয়া ছিদ্রটি বন্ধ করিলেন। ওয়ার্ডার তাঁহার এই কৌশল বুঝিতে পারিল না। সেই দ্বার তখন বন্ধ ছিল না, ঠেলিবামাত্র তাহা

খুলিয়া গেল ; তাহার পর সে তাঁহাকে সেই কক্ষে পুরিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল। সে জানিত দ্বারের হাণ্ডল ধরিয়া টানিলে দ্বার আপনা-হইতে বন্ধ হইয়া যাইত। সুতরাং দ্বার বন্ধ হইয়াছে ভাবিয়া সে নিশ্চিন্ত হইল ; কিন্তু কলের ছিদ্রটি ময়দায় পূর্ণ থাকায় কলের দাঁত সরিয়া আসিতে পারিল না। ( it had prevented the tongue of the lock from snapping home ) সুতরাং দ্বার রুদ্ধ হইল না।

মিঃ ব্লেক সেই কামরায় প্রবেশ করিয়া, প্রায় দশ মিনিট টুলের উপর বসিয়া নানা কথা চিন্তা করিলেন ; অবশেষে যখন বুঝিলেন ওয়ার্ডারটা স্থানান্তরে প্রস্থান করিয়াছে, তখন তিনি ধীরে ধীরে দ্বারের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহার কৌশল সফল হইয়াছে কি না পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহার অত্যন্ত আগ্রহ হইয়াছিল ; এজন্য তিনি দরজার কপাট সাবধানে ধরিয়া অল্প ঠেলিলেন। দরজা ঈষৎ খুলিয়া গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ কপাট ভিতর হইতে টানিয়া বন্ধ করিলেন। তাঁহার মন আনন্দে ও উৎসাহে পূর্ণ হইল।

কিন্তু তখন পর্য্যন্ত তিনি পলায়নের উপায় স্থির করিতে পারেন নাই ; তখনও প্রতি মুহূর্ত্তে বিপদের আশঙ্কা ছিল। তখন পলায়নের চেষ্টা করিলে ধরা পড়িতে হইবে বুঝিয়া তিনি নিশ্চেষ্ট রহিলেন। সাটিরা তাহার দলের কতজন দস্যুকে সেখানে আনিয়া তাহাদের হস্তে কারাগার রক্ষার ভার অর্পণ করিয়াছিল—তাহা তিনি জানিতেন না। এজন্য তিনি স্থির করিলেন—রাত্রে যখন তাহারা শয়ন করিবে সেই সুযোগে তিনি পলায়নের চেষ্টা করিবেন। কারারক্ষীরা সারারাত্রি জাগিয়া তাঁহার কামরা পাহারা দিবে—ইহা তিনি বিশ্বাস না করিলেও, তাহারা শয়নের পূর্ব্বে একবার তাঁহার কামরার দ্বারে ধাক্কা দিবে এ বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ ছিল না। বাহির হইতে ধাক্কা দিলে দরজা হঠাৎ খুলিয়া না যায় এই উদ্দেশ্যে মিঃ ব্লেক সেই কক্ষস্থিত ভারি টুলখানি কপাটের গায়ে চাপাইয়া দিলেন ; ( managed to wedge the wooden stool firmly against the door. ) তাহার পর তিনি তাঁহার সেই তক্তার শয্যায় ( plank-bed ) কম্বল-মুড়ি দিয়া শয়ন করিলেন ; কিন্তু তাঁহার নিদ্রা হইল না, নানা চিন্তায় তিনি সন্ধ্যা অতিবাহিত করিলেন।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে তিনি দ্বারপ্রান্তে পদশব্দ শুনিয়া বুঝিতে পারিলেন, ওয়ার্ডার তাঁহার সন্ধান লইতে আসিয়াছে। তাঁহার সৌভাগ্যবশতঃ ওয়ার্ডার দ্বার খুলিবার চেষ্টা না করিয়া, দ্বারের মধ্যস্থলে যে ঘুলঘুলি ( spy-hole ) ছিল, তাহার কাঠের আবরণ ঠেলিয়া সেই ঘুলঘুলি দিয়া তাঁহার কামরার ভিতর দৃষ্টিপাত করিল। সন্ধ্যার অন্ধকার তখনও গাঢ় না হওয়ায় জানালা দিয়া ঘরে আলো আসিতেছিল; ওয়ার্ডার সেই আলোকে মিঃ ব্লেককে শয্যায় শায়িত দেখিতে পাইল।

কয়েদী রাত্রির মত শয়ন করিয়াছে বুঝিয়া ওয়ার্ডারটা নিশ্চিন্ত চিত্তে প্রস্থান করিল। রাত্রিকালে সে আর সেখানে ফিরিয়া আসিবে না বুঝিয়া মিঃ ব্লেকও নিশ্চিন্ত হইলেন। তিনি আরও কয়েক ঘণ্টা সেই ভাবে শয্যায় পড়িয়া রহিলেন।

ক্রমে রাত্রি গভীর হইল। মিঃ ব্লেক পাঁচ ছয় ঘণ্টার পর শয্যা ত্যাগ করিলেন। তিনি তাঁহার জুতা-জোড়াটা একত্র করিয়া তাহাদের ফিতার কিয়দংশ খুলিয়া ফেলিলেন, এবং উভয় ফিতার প্রান্তভাগে গ্রন্থি দিয়া ( knotted the laces together ) দুই পাটি জুতা গলার দুই ধারে ঝুলাইয়া দিলেন।

অতঃপর তিনি দ্বারের নিকট আসিয়া নিঃশব্দে দ্বার খুলিলেন; উৎসাহে উদ্দীপনায় তাঁহার বক্ষঃস্থল দ্রুতবেগে স্পন্দিত হইতে লাগিল। সৌভাগ্যক্রমে শুক্ল পক্ষের রাত্রি বলিয়া চন্দ্রোদয় হইয়াছিল। খণ্ডচন্দ্রের মৃদু কিরণে কারাপ্রাঙ্গণ তখন আলোকিত। তিনি কারাকক্ষের বাহিরের বারান্দায় আসিলেন। বারান্দার ছাদ কাচনির্ম্মিত, ( glass-roof ) এই জন্য জ্যোৎস্নালোকে কারাগারের বারান্দাও অল্প আলোকিত হইয়াছিল। তিনি চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কোন কক্ষে দীপালোক দেখিতে পাইলেন না; সেই বিশাল কারাগার যেন সুপ্তিঘোরে সমাচ্ছন্ন বলিয়াই তাঁহার প্রতীতি হইল। তিনি নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে 'গ্যালারী' পার হইয়া সিঁড়ির কাছে আসিলেন, এবং লৌহনির্ম্মিত সিঁড়ি দিয়া একতালায় নামিলেন।

মিঃ ব্লেক কারাগারে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র ছিলেন। তাঁহার পিস্তলটি লর্ড পাওয়ার্সের পল্লীভবনে তাঁহার শয়ন-কক্ষে পড়িয়া ছিল; তাহা তিনি সঙ্গে লইবার সুযোগ পান নাই। কিন্তু আত্মরক্ষার উপযোগী একটা সম্বল হাতে না লইয়া বাহিরে যাওয়া সঙ্গত হইবে না বুঝিয়া, তিনি যথাসাধ্য চেষ্টার পূর্ব্বোক্ত কাঠের টুলের একটি

পায়া খুলিয়া লইয়াছিলেন। তাহা লইয়া কারাকক্ষের বাহিরে আসা যে সুবিবেচনার কার্য্য হইয়াছিল; তাহা তিনি পরে বুঝিয়াছিলেন। তিনি একতালায় নামিয়াই বারান্দায় একজন ওয়ার্ডারকে দেখিতে পাইলেন। তাহাকে দেখিয়া তিনি আতঙ্কাভিভূত হইলেন। তিনি একটা থামের আড়ালে দাঁড়াইয়া প্রায় পাঁচ মিনিট কাল নির্নিমেষ নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন ওয়ার্ডারটা একখানি চেয়ারে বসিয়া গাঢ় নিদ্রায় অভিভুত। তাহার মাথা বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল; এবং 'ফরর-ফৎ' 'ফরর-ফৎ' শব্দে তাহার নাসিকাগর্জ্জন হইতেছিল—তাহাও তিনি শুনিতে পাইলেন।

এরূপ সুযোগ উপেক্ষা করা অনুচিত বলিয়াই তাঁহার মনে হইল, তথাপি নিদ্রিত প্রহরীর মস্তকে দণ্ডাঘাত করা কাপুরুষের কার্য্য মনে করিয়া তিনি ক্ষণকাল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন; কিন্তু পরক্ষণেই বুঝিলেন—এ সুযোগ নষ্ট করিলে তাঁহাকে মুক্তিলাভের আশা ত্যাগ করিতে হইবে। যাহারা তাঁহাকে নিদ্রিত অবস্থায় সেখানে ধরিয়া আনিয়াছিল, মাদকদ্রব্য প্রয়োগে তাঁহার সংজ্ঞা বিলুপ্ত করিয়াছিল, এবং তাঁহাকে হত্যা করিবার সঙ্কল্পে কারা-প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ করিয়াছিল, তাহাদের কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য যে কোন উপায় অবলম্বনীয়—এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি লঘু-পদক্ষেপণে নিদ্রিত ওয়ার্ডারের ঠিক পশ্চাতে উপস্থিত হইলেন, এবং উভয় হস্তে সেই কাঠের গদা উর্দ্ধে তুলিয়া তন্দ্রাভিভূত প্রহরীর মস্তকে এরূপ বেগে আঘাত করিলেন যে, সেই এক আঘাতেই প্রহরী ধরাশায়ী হইল; সে আর্ত্তনাদ করিবারও অবসর পাইল না।

মিঃ ব্লেক প্রহরীর সংজ্ঞাহীন দেহ তুলিয়া সেই চেয়ারে স্থাপিত করিলেন; তাহার পর তাহার কোমরবন্দ হইতে চাবির গোছা খুলিয়া লইলেন, এবং ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স যে কক্ষে আবদ্ধ ছিলেন, সেই কক্ষের দিকে চলিলেন।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ভ্রমণ-শেষে কারাগারে প্রত্যাগমন করিলে, একতলার কোন্ কক্ষে অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন তাহা মিঃ ব্লেক লক্ষ্য করিয়াছিলেন; তথাপি অনেকগুলি কক্ষ পাশাপাশি সন্নিবিষ্ট থাকায় রাত্রিকালে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের কামরা

চিনিয়া লইতে তাঁহার একটু অসুবিধা হইল ; কিন্তু কয়েক মিনিট পরে তিনি কৃতকার্য্য হইলেন। তিনি চাবি দিয়া সেই কক্ষের দ্বার খুলিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুটসকে তাঁহার তক্তার শয্যায় উপবিষ্ট দেখিতে পাইলেন।

ইন্‌স্পেক্টর কুটস সেই গভীর রাত্রেও নিজের শয্যায় বসিয়া ভাগ্য-বিড়ম্বনার কথা চিন্তা করিতেছিলেন, এবং দুর্ভেদ্য কারাগার হইতে মুক্তি লাভের সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। গভীর রাত্রে তাঁহার কারাকক্ষের দ্বার হঠাৎ উন্মুক্ত হওয়ায় তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন, এবং সভয়ে দ্বারের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। কিন্তু তিনি কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই মিঃ ব্লেক নিম্নস্বরে বলিলেন, "কোন কথা নয় কুটস! নির্ব্বাক্ থাক। তুমি তোমার পোষাক পরিয়া প্রস্তুত হও—আমি এখনই আসিতেছি। যদি নিঃশব্দে তোমার কম্বলখানি ছিঁড়িতে পার তাহা হইলে তাহা ছিঁড়িয়া কতকগুলা লম্বা ফালি করিয়া রাখ, সেগুলি কাজে লাগিবে।"

ইন্‌স্পেক্টর কুটস মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া বুঝিলেন, চতুর ব্লেক কোন কৌশলে কারা-প্রকোষ্ঠ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তাঁহাকেও উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন। তিনি মিঃ ব্লেককে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া তাঁহার উপদেশানুযায়ী কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। মিঃ ব্লেক নিঃশব্দে সেই কক্ষ ত্যাগ করিলেন ; কিন্তু দুই মিনিটের মধ্যেই সেখানে প্রত্যাগমন করিলেন। ইন্‌স্পেক্টর কুটস দেখিলেন—তাঁহার স্কন্ধে একটি মনুষ্য-মূর্ত্তি বিরাজিত!—তিনি মিঃ ব্লেককে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিলেন না, দ্বার প্রান্তে দাঁড়াইয়া মিঃ ব্লেকের অনুষ্ঠিত কাজ দেখিতে লাগিলেন। মিঃ ব্লেক সেই ওয়ার্ডারটাকে ইন্‌স্পেক্টর কুটসের শয্যায় নিক্ষেপ করিয়া কুটসের কম্বলের ফালি দিয়া তাহার হাত, পা ও মুখ দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া ফেলিলেন।

ইন্‌স্পেক্টর কুটস আর নীরব থাকিতে পারিলেন না ; আনন্দে উৎসাহে তখন তাঁহার নাচিতে ইচ্ছা হইতেছিল!—তিনি অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "এ সকল কি ব্যাপার ব্লেক! আমি ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতেছি, না, সজাগ অবস্থায় তোমার অদ্ভুত বাহাদুরী দেখিতেছি? সত্যই কি আমরা সাটিরার কবল হইতে মুক্তিলাভ করিতে

পারিব ? তুমি কি কৌশলে তোমার কামরা হইতে পলাইয়া আসিলে ?—আর এই বদ্‌মায়েস বেটাকেই বা—”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “এখনও স্ফূর্ত্তি করিবার সময় হয় নাই কুট্‌স ! আমরা এখনও এই ভীষণ কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি নাই। এখান হইতে পলায়ন করিবার পর তোমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার যথেষ্ট সময় পাইব।—আমরা কোথায় আসিয়াছি জানিতে পারিয়াছ কি ?—এ কোন্ কারাগার ?”

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মাথা নাড়িয়া বলিলেন, “কিছুই ‘মালুম’ নাই ; সকল ব্যাপারই ভৌতিক কাণ্ডের মত অদ্ভুত মনে হইতেছে ! আমাদিগকে কোথায় ধরিয়া আনিয়াছে, কি কৌশলেই বা আমাকে এখানে লইয়া আসিয়াছে তাহা জানিতে পারি নাই। এ সমস্তই আমার জ্ঞান বুদ্ধির অগোচর। সাটিরা যাদুকর। আমার বিশ্বাস, এ সকল কাণ্ড তাহার ইন্দ্রজালের ফল। আমার এইমাত্র স্মরণ আছে—আমি লর্ড পাওয়ার্সের আহ্বানে এক দিন রাত্রিকালে তাঁহার পল্লীভবন কিভার্ণ প্রাসাদের দোতালার একটি কক্ষে শয়ন করিয়া ছিলাম ; পরদিন প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গে দেখিলাম—এই কারা-প্রকোষ্ঠে ঐ তক্তার উপর একটা নোংরা বিছানায় পড়িয়া আছি ! আমার মনে হইতেছিল—আমি ক্ষেপিয়া গিয়াছি। এ যে গবর্মেণ্টের কারাগার, এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই ; কিন্তু সাটিরা—ফেরারী আসামী সাটিরা—যাহাকে ধরিবার জন্য পুলিশ সারা দেশটা চষিয়া ফেলিতেছে—সেই সাটিরা গবর্মেণ্টের কারাগারের অধ্যক্ষ ! এই জেলখানার সে মালিক ! ভাবিয়া-চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিতে পারি নাই ভাই !”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তাহা হইলে বক্তৃতা বন্ধ কর। বাজে কথায় সময় নষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই। আগে দরজা বন্ধ কর। সাটিরা কতগুলি অনুচর সঙ্গে আনিয়া এখানে আড্ডা লইয়াছে তাহা জানিতে পারি নাই ; তবে যদি সে পনের কুড়িজন অনুচর সহ এখানে আসিয়া থাকে—তাহা হইলেও বিস্ময়ের কারণ নাই। সে সব পারে ; কোন কার্য্য তাহার অসাধ্য নহে। আমরা পলায়নের কি ব্যবস্থা করিব—তাহা স্থির করিবার পূর্ব্বে, কারাগারের বাহিরে যাইবার কোনও উপায় আছে কি না তাহাই পরীক্ষা করিতে হইবে।”

মিঃ ব্লেক দ্বার খুলিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সহ সেই কক্ষের বাহিরে আসিলেন। সেই বিশাল পার্ব্বত্য কারাগারের কোনও দিকে তাঁহারা জন-প্রাণীর সাড়া-শব্দ পাইলেন না। সেই কারাগার পরিত্যক্ত ও সম্পূর্ণ নির্জ্জন বলিয়াই তাঁহাদের ধারণা হইল। তাঁহারা উভয়ে ধীরে ধীরে সেই কারাগারের সদর দেউড়ীর নিকট উপস্থিত হইলেন। মিঃ ব্লেক তাহার সুবৃহৎ লৌহ-দ্বারের সম্মুখীন হইবেন, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে তাঁহাদের পশ্চাৎস্থিত কোন অন্ধকারাচ্ছন্ন কক্ষে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। ঘণ্টাধ্বনি মৃদু। মুহূর্ত্ত-পরেই তাঁহারা সেই কারাগারের সুপ্রশস্ত বারান্দায় মৃদু আলোকের একটি দীর্ঘ রেখা দেখিতে পাইলেন। মিঃ ব্লেক ও ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সভয়ে দেখিলেন, সেই আলোক-রেখাটি ঘুরিয়া দেউড়ীর দিকে আসিতে লাগিল। তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন—সেই আলোক-রেখা অবিলম্বে তাঁহাদের দেহের উপর নিক্ষিপ্ত হইবে; তখন আর তাঁহারা লুকাইবার সুযোগ পাইবেন না।

ইনস্পেক্টর কুট্‌স আতঙ্কে অধীর হইলেন; তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। তিনি কি করিবেন, কোথায় লুকাইবেন তাহা স্থির করিতে পারিলেন না; কিন্তু সেই সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে মিঃ ব্লেক হতবুদ্ধি বা অধীর হইলেন না। তিনি চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে প্রায় দুই গজ দূরে একটি কক্ষের দ্বার দেখিতে পাইলেন। তিনি ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের হাত ধরিয়া তাঁহাকে টানিতে টানিতে সেই দ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তিনি সেই দ্বারের হাতল ঘুরাইবামাত্র দ্বার খুলিয়া গেল।

মিঃ ব্লেক চক্ষুর নিমেষে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের পিঠে একটি ধাক্কা দিয়া তাঁহাকে সেই কক্ষে নিক্ষেপ করিলেন, এবং পর মুহূর্ত্তে স্বয়ং তাঁহার অনুসরণ করিলেন। তিনি সেই কক্ষের ভিতর হইতে দ্বারের অর্গল রুদ্ধ করিবামাত্র অদূরবর্ত্তী আর একটি কক্ষের দ্বার খুলিবার শব্দ শুনিতে পাইলেন; সঙ্গে সঙ্গে সাটিরার কণ্ঠস্বর তাঁহার কর্ণগোচর হইল।—সাটিরা তাঁহাদের এত নিকটে থাকিয়া কথাগুলি বলিল যে, মিঃ ব্লেক ও ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স তাহার সকল কথাই শুনিতে পাইলেন।

সাটিরা কাহাকেও লক্ষ্য করিয়া বলিল, “আর একটা পাখী খাঁচায় পুরিয়াছ?

উত্তম! উহাকে ঘরের ভিতর আন।—কাহাকে ধরিয়া আনিলে?—রবার্ট ব্লেকের সেই তল্পিদার ছোঁড়াকে, না, স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের অন্য কোন গোয়েন্দাকে,—যাহারা আমার পিছনে লাগিয়া আমাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল—তাহাদেরই কাহাকেও?"

রবার্ট ব্লেকের তল্পিদার ছোঁড়া?—তবে কি এবার স্মিথই সাটিরার কবলে পড়িয়াছে? সাটিরার অনুচরেরা কি স্মিথকেই কোন কৌশলে এখানে ধরিয়া আনিয়াছে?—সাটিরার কথা শুনিয়া মিঃ ব্লেক স্তম্ভিত হৃদয়ে সেই কক্ষে দাঁড়াইয়া রহিলেন; স্মিথের অমঙ্গল আশঙ্কায় তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তাঁহার আনন্দ উৎসাহ মুহূর্ত্ত-মধ্যে অন্তর্হিত হইল। যদি স্মিথ ধরা পড়িয়া থাকে তাহা হইলে তাহাকে উদ্ধার না করিয়া তিনি পলায়ন করিবেন না সঙ্কল্প করিয়া, সাটিরার অনুচরেরা সেই গভীর রাত্রে কাহাকে ধরিয়া আনিল—জানিবার জন্য সেই কক্ষে লুকাইয়া থাকিয়া মিঃ ব্লেক সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

# নবম প্রবাহ

## আত্মগ্লানির পরিণাম

ডাক্তার সাটিরার অনুচরেরা ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টর উইজনকে যে মোটর-কারে তুলিয়া লইয়া পলায়ন করিতেছিল, স্মিথ সেই গাড়ীর পশ্চাৎস্থিত 'ক্যারিয়ারে' উঠিয়া বসিয়াছিল—এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। স্মিথ জানিত সেই গাড়ীর পশ্চাতে সেই ভাবে বসিয়া থাকিলে সে হঠাৎ ধরা পড়িয়া বিপন্ন হইতে পারে, তাহার প্রাণ-হানিরও আশঙ্কা ছিল; কিন্তু সে মিঃ ব্লেকের সন্ধান জানিবার জন্য এরূপ ব্যাকুল হইয়াছিল যে, বিপদের আশঙ্কা সত্তেও সে এই অসম সাহসের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। স্মিথ বুঝিতে পারিয়াছিল, দস্যুরা ইন্‌স্পেক্টর উইজনকে যে ভাবে চুরী করিয়া লইয়া যাইতেছিল, ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ও মিঃ ব্লেককেও তাহারা সেই ভাবেই চুরী করিয়া লইয়া গিয়াছিল। তাহারা ইন্‌স্পেক্টর উইজনকে যেখানে লইয়া যাইতেছিল, ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ও মিঃ ব্লেককেও সেই স্থানেই লইয়া গিয়াছে, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া স্মিথ সেই গাড়ীর পশ্চাতেই বসিয়া রহিল।

স্মিথ তাহার শয়ন-কক্ষ হইতে বাহিরে যাইবার পূর্ব্বে ওভারকোট ও জুতা পরিয়া লইয়াছিল। তথাপি সেই গভীর রাত্রে গাড়ীর পশ্চাতে বসিয়া সে শীতে কাঁপিতে লাগিল। গাড়ী প্রান্তরপথে পূর্ণ বেগে ছুটিতেছিল; শীতল বায়ু-প্রবাহে তাহার সর্ব্বাঙ্গ আড়ষ্ট হইল। শুক্লপক্ষের রাত্রি, শুভ্র চন্দ্রালোকে তখন চতুর্দ্দিক আলোকিত হইলেও গাড়ী যে পথে যাইতেছিল—সেই পথ স্মিথের অপরিচিত বলিয়া, তাহারা কোথায় চলিয়াছে তাহা সে বুঝিতে পারিল না। গাড়ী নানা পথ ঘুরিয়া দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল, কখন প্রান্তরমধ্যবর্ত্তী দুই একখানি পল্লীর পাশ দিয়া চলিল; কিন্তু কোন পল্লীতেই গাড়ী থামিল না। প্রায় এক ঘণ্টা পরে গাড়ীর বেগ অপেক্ষাকৃত হ্রাস হইল, এবং তাহা ক্রমোচ্চ ভূখণ্ডে উঠিতে লাগিল। স্মিথ দেখিল—তাহার দুই পাশে অরণ্যসমাচ্ছাদিত প্রান্তর। গাড়ী সেই অরণ্য ভেদ করিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইল।

কিছুকাল পরে স্মিথ পথের দুই ধারে কতকগুলি অট্টালিকা ও কুটীর দেখিতে পাইল; গ্রাম্য ভজনালয়ের উচ্চ চূড়াও তাহার দৃষ্টিগোচর হইল। সেই গভীর রাত্রেও কোন কোন অট্টালিকায় দীপ জ্বলিতেছিল; কিন্তু তাহা কোন্ গ্রাম—এবং সে ইংলণ্ডের কোন্ অংশে উপস্থিত হইয়াছে—ইহা বুঝিতে পারিল না। চতুর্দ্দিকের দৃশ্য তাহার সম্পূর্ণ অপরিচিত।

ক্রমে গাড়ীখানি একটি পাহাড়ের উচ্চতর অংশে আরোহণ করিল। এইবার সে জ্যোৎস্নালোকে একটি বিশাল অট্টালিকার প্রাচীর দেখিতে পাইল; সেই প্রাচীর অত্যন্ত উচ্চ ও বহুদূরব্যাপী। স্মিথের অনুমান হইল তাহা কোন গিরি-দুর্গের বহিঃপ্রাচীর। প্রাচীরটি প্রস্তরনির্ম্মিত, এবং তাহা পঁচিশ ত্রিশ ফিট উচ্চ বলিয়াই তাহার ধারণা হইল।

গাড়ীখানি হঠাৎ মোড় ঘুরিয়া সেই প্রাচীরের দিকে অগ্রসর হইল; এবং কয়েক মিনিট পরে যখন তাহা সেই বিশাল অট্টালিকার বহির্দ্বারের সম্মুখীন হইল—তখন স্মিথ বুঝিতে পারিল সেই অট্টালিকা গিরিদুর্গ নহে, তাহা একটি কারাগার! ইংলণ্ডের কারাগার সমূহের বৈচিত্র্য স্মিথের অজ্ঞাত ছিল না। মোটর গাড়ীর ইঞ্জিনের শব্দ শুনিয়া একজন কারারক্ষী ফটক খুলিয়া দিলে গাড়ীখানি সেই ফটক পার হইয়া কারা-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল। গাড়ী ফটকে প্রবেশ করিবামাত্র তাহার আলো নিবিয়া গেল। কারাপ্রাঙ্গণেও আলো ছিল না; সুতরাং হঠাৎ ধরা পড়িবার আশঙ্কা নাই বুঝিয়া স্মিথ আশ্বস্ত হইল।

গাড়ী কারাপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া স্থির ভাবে দাঁড়াইলে, স্মিথ বুঝিল তাড়াতাড়ি নামিয়া-পড়িয়া কোথাও লুকাইতে না পারিলে তাহাকে ধরা পড়িতে হইবে। কিন্তু সেই অপরিচিত স্থানে কোথায় লুকাইবে তাহা স্থির করিতে না পারিয়া সে সেই 'ক্যারিয়ারে'র উপর জড়সড় হইয়া এমন ভাবে বসিয়া রহিল যে, তাহাকে হঠাৎ দেখিলে কাপড়-চোপড়ের একটি বোঁচকা বলিয়া ভ্রম হইতে পারিত। সে সেই ভাবে বসিয়া সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। তখন ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া সেখানে বসিয়া থাকা ভিন্ন তাহার আত্মরক্ষার অন্য কোন উপায় ছিল না।

গাড়ী কারাপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলে স্মিথের পশ্চাতে কারাগারের লৌহদ্বার

সশব্দে রুদ্ধ হইল। স্মিথ সেই শব্দ শুনিয়া চমকিয়া উঠিল। সে বুঝিল স্বেচ্ছায় সে কারাগারে আবদ্ধ হইল।

গাড়ী সেখানে দাঁড়াইবার দুই এক মিনিট পরে স্মিথ অদূরে একাধিক ব্যক্তির পদশব্দ ও কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল। সে বুঝিল যাহারা ইন্‌স্পেক্টর উইজনকে চুরী করিয়া আনিয়াছিল—তাহারাই গাড়ী হইতে নামিয়া পরামর্শ করিতেছিল। অল্পক্ষণ পরে তাহারা একটি কক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল। ‘ক্যারিয়ারে’ বসিয়া থাকায় শীতে স্মিথের বুকের রক্ত পর্য্যন্ত যেন জমাট বাঁধিবার উপক্রম হইল; শীতে সর্ব্বাঙ্গ এরূপ অসাড় হইয়াছিল যে, তখন তাহার হাত পা নাড়িবারও শক্তি ছিল না।

স্মিথ আর সেখানে বসিয়া থাকিতে পারিল না। অবশিষ্ট রাত্রিটুকু সেইরূপ প্রকাশ্য স্থানে সেই ভাবে বসিয়া থাকিলে তাহাকে ধরা পড়িতে হইবে বুঝিয়া সে ধীরে ধীরে ‘ক্যারিয়ার’ হইতে নামিয়া পড়িল; কিন্তু কোন্ দিকে যাইবে, কোথায় আশ্রয় গ্রহণ করিবে তাহা স্থির করিতে না পারিয়া চতুর্দ্দিকে চাহিতে লাগিল। চন্দ্রালোকে সে দেখিতে পাইল সে যে প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া ছিল—তাহা ত্রিকোণাকৃতি। সেখান হইতে কারাগারের একটি প্রাচীরের দূরত্ব অধিক নহে; সেই প্রাচীর প্রায় ত্রিশ ফিট উচ্চ। অন্য দিকে প্রস্তরনির্ম্মিত সোপানশ্রেণী বর্ত্তমান; সেই সোপানশ্রেণীর প্রান্তভাগে একটি বৃহৎ দ্বার। স্মিথ বুঝিল শকটের আরোহীরা সেই দ্বার খুলিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। সেই দ্বারের বিপরীত দিকে কারাগারের দেউড়ী, এই দেউড়ীর ভিতর দিয়াই গাড়ীখানি কারাপ্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

স্মিথ মনে মনে বলিল, “সম্মুখের ঐ দরজাই কারাগারে প্রবেশের পথ। ইহা যে কারাগার, ইহার বাহিরের আকার দেখিয়া পূর্ব্বেই তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম; কিন্তু কারাগারের ভিতরে আসিয়া বুঝিতে পারিতেছি—ইহা পরিত্যক্ত কারাগার। গবর্মেণ্ট এই কারাগারে এখন আর কয়েদী রাখে না। ইন্‌স্পেক্টর উইজনকে এরূপ স্থানে লইয়া আসিবার কারণ কি? পুলিশ চোর ডাকাতদের ধরিয়া কারাগারে আবদ্ধ করে; কিন্তু দস্যুরা গোয়েন্দা-পুলিশের ইন্‌স্পেক্টরকে

ধরিয়া আনিয়া জেলে পুরিয়াছে—এরূপ কাণ্ড এই প্রথম দেখিলাম। এ যে কি ব্যাপার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না!"

বস্তুতঃ ইন্‌স্পেক্টর উইজনের আততায়ীরা তাঁহাকে মোটর-কারে তুলিয়া এরূপ স্থানে লইয়া আসিবে ইহা স্মিথের কল্পনার অতীত; সুতরাং এখানে আসিয়া তাহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। যে রহস্য ভেদের আশায় সে এখানে আসিয়াছিল, তাহা অধিকতর দুর্ভেদ্য বলিয়াই তাহার মনে হইল। বিশেষতঃ, মিঃ ব্লেক ও ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স এখানে আনীত হইয়াছেন কি না তাহাও সে বুঝিতে পারিল না। সে কোন দিকে আর কাহারও সাড়াশব্দ পাইল না।—সে সেখানে দাঁড়াইয়া নানা কথা চিন্তা করিতেছিল, সেই সময় তাহার সম্মুখস্থ একটি কক্ষের দ্বার হঠাৎ খুলিয়া গেল; সঙ্গে সঙ্গে সেই কক্ষের উজ্জ্বল দীপালোকরশ্মি সেই গাড়ীর দিকে বিকীর্ণ হইল। স্মিথ ধরা পড়িবার ভয়ে এক লম্ফে গাড়ীর আড়ালে আশ্রয় গ্রহণ করিল। কিন্তু সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে সাহস না হওয়ায় সে 'মড্‌ গার্ডের' আড়ালে সর্ব্বাঙ্গ সঙ্কুচিত করিয়া বসিয়া পড়িল; সে বুঝিল এবার ধরা পড়িতেই হইবে।

দুই তিন মিনিট পরে গাড়ীর অদূরে পদশব্দ হইল, স্মিথ বুঝিল দুই জন লোক লঘু পদবিক্ষেপে গাড়ীর কাছেই আসিতেছিল। স্মিথের বুকের ভিতর দুরু-দুরু করিয়া উঠিল। সেই সময় একজন আগন্তুক তাঁহার সঙ্গীকে বলিলেন, "এখানে একখান মোটর-কার দাঁড়াইয়া রহিয়াছে!—এই কারখানি লইয়া চম্পট দান করিলে মন্দ হয় না; কিন্তু দেউড়ী যে বন্ধ রহিয়াছে, আমরা প্রহরীদের অজ্ঞাতসারে দেউড়ী খুলিয়া কি গাড়ীখানি বাহিরে লইয়া যাইতে পারিব? আমরা দুইজনেই নিরস্ত্র; সাটিরার জনবল এখানে অধিক, তাহারা সকলেই সশস্ত্র। যদি ধরা পড়ি তাহা হইলে কি করিয়া তাহাদের কবল হইতে আত্মরক্ষা করিব?"

এই কথা শুনিয়া স্মিথের ধমনীতে রক্তস্রোত প্রখর হইল, আনন্দে উৎসাহে সে লাফাইয়া উঠিল। এ যে মিঃ ব্লেকের কণ্ঠস্বর! তাঁহার সঙ্গী নিশ্চয়ই ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স।—স্মিথ তৎক্ষণাৎ মিঃ ব্লেকের সম্মুখে আসিয়া আবেগ-কম্পিত স্বরে বলিল, "কর্ত্তা, আপনি? আপনি এই কারাগারে বন্দী? আমি স্মিথ, আপনাদেরই সন্ধানে এখানে আসিয়াছি।"

মিঃ ব্লেক স্মিথকে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে সম্মুখে দেখিয়া দুই হাতে তাহাকে জড়াইয়া ধরিলেন, এবং উচ্ছ্বসিত স্বরে বলিলেন, "স্মিথ, তুমি? তুমি এখানে কিরূপে আসিলে? কোথা হইতে আসিতেছ?"

স্মিথ বলিল, "সে অনেক কথা; সকল কথা খুলিয়া বলিবার এখন সময় হইবে না, সঙ্ক্ষেপে বলি। আমি লর্ড পাওয়ার্সের পল্লী-ভবন কিভার্ণ-প্রাসাদ হইতে আসিতেছি। কিভার্ণ-প্রাসাদ হইতে আপনিও অন্তর্হিত হইয়াছেন, ইন্‌স্পেক্টর উইজনের নিকট এই সংবাদ পাইয়া কাল রাত্রে তাঁহার সঙ্গে কিভার্ণ-প্রাসাদে আসিয়াছিলাম। কয়েকজন দস্যু আজ রাত্রে ইন্‌স্পেক্টর উইজনকে নিদ্রিত অবস্থায় তাঁহার শয়ন-কক্ষ হইতে চুরী করিয়া, এই 'কারে' তুলিয়া এখানে লইয়া আসিয়াছে। আমি পূর্ব্ব হইতেই সতর্ক ছিলাম, এই কারের 'ক্যারিয়ারে' বসিয়া ঝুলিতে ঝুলিতে এখানে আসিয়া পড়িয়াছি; কিন্তু এ কোন্ স্থান, এ সকল কি কাণ্ড, কিছুই জানিতে পারি নাই। আপনারা এখানে কি করিতেছেন? এ যে কারাগার! শয়তান সাটিরাই কি আপনাদিগকে চুরী করিয়া আনিয়া এই কারাগারে কয়েদ করিয়া রাখিয়াছে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, সেই রকমই ব্যাপার বটে। ডাক্তার সাটিরা এই জেলখানার মালিক, সে-ই কারাধ্যক্ষ। সে আমাকে ও কুট্‌সকে চুরী করিয়া আনিয়া এই কারাগারে কয়েদ করিয়াছিল, আমরা এখন পলাতক কয়েদী; কিন্তু এখনও কারাগারের বাহিরে যাইতে পারি নাই, এখনও ধরা পড়িবার আশঙ্কা আছে। আমার কথা শুনিয়া ইহা উন্মাদের প্রলাপ বলিয়াই তোমার মনে হইবে; কিন্তু আমার সকল কথাই সত্য। এখন গল্প করিবার সময় নয়; আমরা কোথায় আসিয়াছি তাহা জানা প্রয়োজন। আমরা মুক্তিলাভ করিয়াছি—এ সংবাদ সাটিরার অজ্ঞাত; সে ইহা জানিতে পারিলে আমাদিগকে পুনর্ব্বার ধরিবার চেষ্টা করিবে, এবং তাহাতে অকৃতকার্য্য হইলে এখান হইতে পলায়ন করিবে। সে পলায়ন করিবার পূর্ব্বেই পুলিশ আনিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে হইবে। তোমরা দু'জনে দেউড়ী খুলিবার চেষ্টা কর। তোমরা দেউড়ী খুলিলেই আমি এই মোটর-কারখানি দেউড়ীর বাহিরে লইয়া যাইব।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ও স্মিথ কারাগারের লৌহ-দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দেউড়ী খুলিয়া ফেলিলেন। মিঃ ব্লেক চারি দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মোটর-কারের ইঞ্জিনে ‘ষ্টার্ট’ দিতে উদ্যত হইলেন। তিনি মোটর-কারখানি পরীক্ষা করিয়া জানিতে পারিলেন—তাহা ছয় সিলিণ্ডারবিশিষ্ট ‘সাইলেণ্ট নাইট’ গাড়ী। (It was a six cylender Silent Knight.) চলিবার সময় তাহার শব্দ দূর হইতে শুনিতে পাওয়া যায় না।

মিঃ ব্লেক ইঞ্জিনে ‘ষ্টার্ট’ দিয়া গাড়ীখানি চক্ষুর নিমেষে দেউড়ীর বাহিরে আনিলেন, এবং ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ও স্মিথকে দেউড়ী বন্ধ করিতে বলিলেন। সেই কারাগারের ভিতর হইতে সাটিরায় বা তাহার কোন অনুচরের সাড়া পাওয়া গেল না। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ। মিঃ ব্লেক কারাগারের দেউড়ীর বাহিরে দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, চন্দ্রালোকে তখন পার্ব্বত্যপ্রকৃতি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল; কিন্তু মিঃ ব্লেক সেই স্থানটি চিনিতে পারিলেন না। পার্ব্বত্য প্রদেশে সংস্থাপিত এই কারাগারটির নামও তিনি জানিতে পারিলেন না।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ও স্মিথ মিঃ ব্লেকের পাশে দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। তাঁহারা উভয়ে সেই গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন। স্মিথ মাথা নাড়িয়া বলিল, “না, এ কোন্ স্থান তাহা বুঝিতে পারিলাম না; আমি গাড়ীর পশ্চাতের ‘ক্যারিয়ারে’ বসিয়া সারা পথ দেখিতে দেখিতে আসিয়াছি, কিন্তু আমরা ইংলণ্ডের কোন্ অংশে আসিয়াছি তাহা জানিতে পারি নাই। এই মাত্র জানিতে পারিয়াছি—কিভার্ণ পল্লী হইতে এখানে আসিতে এক ঘণ্টার অধিক সময় লাগে না। পাহাড়ে উঠিবার সময় নীচে একটি নগর দেখিয়া আসিয়াছি; কিন্তু ক্যারিয়ারে বসিয়া সেই নগরের নাম জানিবার সুযোগ পাই নাই।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে কি ভাবিতে লাগিলেন, তাহার পর হঠাৎ কি ভাবিয়া সোৎসাহে মিঃ ব্লেকের কাঁধে হাত দিলেন, এবং আগ্রহ ভরে বলিলেন, “মনে হইয়াছে ব্লেক! ইহা ব্ল্যাক্‌হিল কারাগার। গত বৎসর গবর্মেণ্ট এই কারাগার অব্যবহার্য্য বোধে পরিত্যাগ করিয়াছেন, এবং এখানে যে সকল কয়েদী ছিল, তাহাদের কতকগুলিকে পার্ক হর্ষ্টের কারাগারে, আর কতকগুলিকে

ডার্টমুর জেলে স্থানান্তরিত করিয়াছেন। প্রায় দশ দিন পূর্ব্বে এই কারাগার অপ্রকাশ্য ভাবে বিক্রয় করা হইয়াছে, কি কারণে জানি না—ইহা প্রকাশ্য ভাবে নিলাম করা হয় নাই; কিন্তু ইহার বিক্রয়ের সংবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। আমি বিভিন্ন কাগজে এ সংবাদ পাঠ করিয়াছিলাম। কোন এটর্নীর 'ফার্ম্ম' বিস্তর টাকায় কারাগার ও ইহার চতুর্দ্দিকস্থ জমী ক্রয় করিয়াছে; কিন্তু তাহারা কাহার জন্য উহা ক্রয় করিয়াছিল, উহার বর্ত্তমান মালিক কে, সে সংবাদ তাহারা গোপন রাখায় সংবাদপত্রে তাহা প্রকাশিত হয় নাই।"

মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের কথা শুনিয়া স্তম্ভিত ভাবে তাঁহার মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন, "হাঁ কুট্‌স, তোমার কথা সত্য বলিয়াই মনে হইতেছে। আমিও খবরের কাগজে সংবাদটা পড়িয়াছিলাম বটে, কিন্তু ভুলিয়া গিয়াছিলাম; তোমার কথা শুনিয়া এখন সেকথা মনে পড়িল। কিন্তু ফেরারী আসামী—নরহন্তা সাটিরা কোনও এটর্নীর 'ফার্ম্মে'র সাহায্যে এই কারাগার কিনিয়া লইয়াছে—ইহা কি করিয়া বিশ্বাস করি? না, ইহা সত্য হইতেই পারে না। সাটিরা নিশ্চয়ই কোন এটর্নীকে তাহার জন্য ইহা ক্রয় করিতে অনুরোধ করিতে সাহস করে নাই। যে প্রাণভয়ে লুকাইয়া বেড়াইতেছে, সে গবর্মেণ্টের নিকট কারাগার ক্রয় করিবে—এ কথা বিশ্বাসের অযোগ্য; অথচ সে স্বয়ং স্বীকার করিয়াছে—এই কারাগার সে ক্রয় করিয়াছে, এবং সে ইহার বর্ত্তমান অধিকারী। তাহার কথা অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই; অথচ কোনও এটর্নীর 'ফার্ম্ম' বেনামী করিয়া ইহা তাহাকে কিনিয়া দিয়াছে—ইহাই বা কিরূপে বিশ্বাস করি? অর্থলোভে অনেক এটর্নী অনেক দুষ্কর্ম্ম করে বটে, কিন্তু সাটিরাকে এভাবে সাহায্য করিতে কাহারও সাহস হইবে না। আমার মনে হয়—এই ব্যাপারে কোন শক্তিশালী তৃতীয় ব্যক্তি জড়িত আছে। যথাসাধ্য চেষ্টায় এই রহস্যভেদ করিতে হইবে; কিন্তু সাটিরাকে গ্রেপ্তার করিতে না পারিলে আমরা এই গুপ্ত রহস্যের কোন সূত্র আবিষ্কার করিতে পারিব না। আমরা পলায়ন করিয়াছি—ইহা জানিতে পারিলে সাটিরা এই কারাগার হইতে অবিলম্বে চম্পট

দান করিবে, আমরা আর তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারিব না। চল; শীঘ্র আমরা নিকটস্থ থানায় যাই।”

মিঃ ব্লেক গাড়ী লইয়া সেই পার্ব্বত্য কারাগারের দ্বার হইতে নীচে নামিতে লাগিলেন; তাহার পর দশ মিনিটের মধ্যেই সেই পাহাড়ের সানুদেশে অবস্থিত ক্ষুদ্র টার্ণডন নগরের থানার সম্মুখে আসিয়া গাড়ী থামাইলেন। ব্ল্যাক্‌হিল পাহাড়ের ঠিক নীচেই এই থানা।

একজন সার্জেণ্টের উপর তখন সেই থানার ভার অর্পিত ছিল। মিঃ ব্লেক থানার বহির্দ্বারে গাড়ী রাখিয়া, ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ও স্মিথকে সঙ্গে লইয়া থানার আফিস-ঘরে প্রবেশ করিলেন। সার্জেণ্ট দেখিল কয়েদীর পরিচ্ছদধারী দুইজন লোক খালি-পায়ে, পায়জামার উপর ওভারকোটধারী একটি যুবককে সঙ্গে লইয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে।—সার্জ্জেণ্ট গভীর বিস্ময়ে হা করিয়া তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স আর সময় নষ্ট না করিয়া তাঁহাদের বিপদের কথা সার্জ্জেণ্টের গোচর করিলেন, এবং ফেরারী আসামী সাটিরা সেই থানার অদূরবর্ত্তী ব্লাক্‌হিলের পরিত্যক্ত কারাগারে লুকাইয়া আছে—একথাও তাহাকে জানাইলেন; কিন্তু সার্জেণ্ট তাঁহার কথা বিশ্বাস করিতে চাহিল না। তখন মিঃ ব্লেক তাহাকে ভয় দেখাইয়া বলিলেন, তিনি ডিটেক্‌টিভ রবার্ট ব্লেক; সাটিরার সন্ধান পাইয়া ছদ্মবেশে তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে আসিয়াছেন। তিনি ও ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স পুলিশের সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছেন; সে যদি অবিলম্বে তাঁহাদিগকে যথাশক্তি সাহায্য না করে—তাহা হইলে সাটিরা পলায়ন করিবে। সাটিরার পলায়নের জন্য তাহাকেই দায়ী হইতে হইবে, এবং কর্ত্তব্যকর্ম্মে অবহেলার জন্য তাহাকে কঠিন শাস্তি পাইতে হইবে।

মিঃ ব্লেকের তাড়া খাইয়া সার্জেণ্ট আর উদাসীন থাকিতে পারিল না। সে জানিত সাটিরাকে গ্রেপ্তার করিতে পারিলে গবর্মেণ্টের নিকট আট হাজার পাউণ্ড পুরস্কার মিলিবে, অথচ সাটিরা কয়েক মাইল দূরে ব্ল্যাক্‌হিল কারাগারে লুকাইয়া আছে!—এ সংবাদটি বিলক্ষণ লোভজনক। সুতরাং সে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া

স্থানীয় দারোগা ও ইন্‌স্পেক্টরকে এই সুসংবাদ জানাইতে গেল। তাঁহারা স্ব-স্ব আবাসে সুখসুপ্তিতে নিমগ্ন ছিলেন; কিন্তু সাটিরা ব্ল্যাক্‌হিলের পরিত্যক্ত কারাগারে লুকাইয়া আছে শুনিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে শয্যাত্যাগ করিয়া রণসাজে সজ্জিত হইলেন। সেই নগরে যে সকল পুলিশ-ফৌজ ছিল, বিগলধ্বনি করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে ডাকিয়া আনা হইল; এতদ্ভিন্ন বহুসংখ্যক ভলন্‌টিয়ারও তাঁহাদের আহ্বানে থানায় উপস্থিত হইল। স্থানীয় ইন্‌স্পেক্টর গ্রেহাম সুদক্ষ কর্ম্মচারী। তিনি পুলিশ-প্রহরী ও ভলন্‌টিয়ার দলের ভিতর হইতে একশত বলবান লোক বাছিয়া লইলেন। পলাতক আসামী সাটিরাকে গ্রেপ্তার করিতে যাইতে হইবে শুনিয়া সকলেই অত্যন্ত উৎসাহিত হইল। সেই গভীর রাত্রে নগর-মধ্যে এই সংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র দলে দলে নগরবাসী পুলিশকে সাহায্য করিবার জন্য সুসজ্জিত ভাবে থানায় সমবেত হইল; কিন্তু ইন্‌স্পেক্টর গ্রেহাম যে একশত লোক নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন, সাটিরাকে গ্রেপ্তারের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট মনে করিলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যে নগর হইতে ছয়খানি মোটর-বস্ সংগ্রহ করিয়া থানায় আনীত হইলে, ইন্‌স্পেক্টর গ্রেহাম সেই সকল 'বসে' তাঁহার অনুচরবর্গকে তুলিয়া লইয়া পাহাড় উঠিলেন। মিঃ ব্লেক, ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স, ইন্‌স্পেক্টর গ্রেহাম ও স্মিথকে লইয়া সাটিরার গাড়ীতে সর্ব্বাগ্রে চলিলেন। মোটর-বস্‌গুলি যথাসম্ভব দ্রুতবেগে ব্ল্যাক্‌হিল-কারাগার অভিমুখে অগ্রসর হইল।

তাঁহারা কারাগারের দেউড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন দেউড়ী ভিতর হইতে রুদ্ধ! কারাগারের চতুর্দ্দিকে উন্নত প্রাচীর; দেউড়ী ভিন্ন অন্য কোন দিক দিয়া কারাগারে প্রবেশ করিবার উপায় ছিল না। সকলেই বুঝিলেন সাটিরা বিপদ বুঝিয়া ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়াছে, এবং আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে; কারাগার অধিকার করিতে না পারিলে তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার উপায় নাই, এবং বিনা-যুদ্ধে সে আত্মসমর্পণ করিবে না।

কিন্তু কারাগারে প্রবেশ করিবার উপায় কি? সেই উচ্চ প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করা সকলেরই সাধ্যাতীত মনে হইল। নগর হইতে সিঁড়ি আনিবার কথা কাহারও স্মরণ ছিল না, এবং কারাগারে প্রবেশের জন্য সিঁড়ির প্রয়োজন হইতে

পারে—এ কথাও কাহারও মনে হয় নাই। যাহা হউক, অর্দ্ধঘণ্টা তর্ক বিতর্কের পর স্থির হইল—নগরের সেনাবারিকে যে কামান ছিল তাহাই আনিতে হইবে। দুই একখানি সিঁড়ির সাহায্যে তত লোক শীঘ্র কারাগারে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

কামান আনিতে অধিক বিলম্ব হইল না; দশমিনিটের মধ্যেই কামান আসিলে কামান দাগিয়া কারাগারের দ্বার বিদীর্ণ করা হইল। পুলিশ-ফৌজ সাটিরার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য রাইফেলহস্তে মহা উৎসাহে কারাগারের আঙ্গিনায় প্রবেশ করিল। ইন্স্পেক্টর গ্রেহাম তাহাদিগকে পরিচালিত করিতে লাগিলেন। সকলেরই ধারণা হইল—সাটিরা অনুচরবর্গসহ তাঁহাদের সহিত সম্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে। এই যুদ্ধে বহুব্যক্তিকে হত ও আহত হইতে হইবে; কিন্তু যুদ্ধশেষে সাটিরা পরাজিত হইয়া আত্মসমর্পণে বাধ্য হইবে—এ বিষয়ে কাহারও সন্দেহ রহিল না।

ইন্স্পেক্টর গ্রেহামের অনুচরবর্গ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া ব্যূহ রচনা করিল বটে, কিন্তু যাহার সহিত তাহারা যুদ্ধ করিবে সে কোথায়?—সেই কারাগারে সাটিরা বা তাহার একজন অনুচরকেও কেহ দেখিতে পাইল না!

পুলিশ-সৈন্য নিরুৎসাহ চিত্তে চারি দিকে সাটিরার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। সেই সুবিশাল কারাগারে যত কক্ষ ছিল—সকল কক্ষেই প্রবেশ করিয়া পুলিশ সাটিরাকে খুঁজিতে লাগিল; কিন্তু কোনও কক্ষে তাহার সন্ধান হইল না। ওয়ার্ডারদের বাসকক্ষ, পাকশালা, কারখানা প্রভৃতি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও কেহ সাটিরা বা তাহার কোন অনুচরকে দেখিতে পাইল না।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সাটিরা নিশ্চয়ই কোথাও লুকাইয়া আছে। সে কারাগারে না থাকিলে কারাদ্বার ভিতর হইতে অর্গলরুদ্ধ হইত না। সে আমাদের আগমনের সংবাদ পাইয়া কোন কৌশলে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া পলায়ন করিয়াছে—এরূপ আশঙ্কারও কারণ নাই। দ্বার খুলিবার পূর্ব্বেই পুলিশ-ফৌজ কারাপ্রাচীরের চতুর্দ্দিকে পাহারায় ছিল; সে পলায়নের চেষ্টা করিলেই ধরা পড়িত। সে কোথায় লুকাইয়াছে—খুঁজিয়া দেখ। আজ তাহাকে যেরূপে

হউক—গ্রেপ্তার করিতেই হইবে। এ মার্ল-হাউস নহে যে, সে গুপ্ত সুড়ঙ্গের সাহায্যে পলায়ন করিবে।"—মিঃ ব্লেক ও ইন্স্পেক্টর কুট্স ব্যতিব্যস্ত হইয়া নানা স্থানে সাটিরাকে খুঁজিতে লাগিলেন; যে সকল কক্ষে ফাঁসির আসামীদের আবদ্ধ করিয়া রাখা হইত, অবশেষে সেইরূপ একটি কক্ষে যাঁহাকে পাওয়া গেল, তাঁহার হাত পা রজ্জুবদ্ধ, মুখও রুমাল দিয়া বাঁধা!—স্মিথ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া মিঃ ব্লেককে বলিল, "কর্ত্তা, সাটিরা ইন্স্পেক্টর উইজনকে এই কামরায় কয়েদ করিয়া রাখিয়াছে; উঁহার কি দুরবস্থা করিয়াছে—এদিকে আসিয়া দেখুন।"

মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া ইন্স্পেক্টর উইজনের বন্ধন-মোচন করিলেন। ইন্স্পেক্টর উইজন উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "যাঁহাকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছিলাম, তিনিই আমাকে উদ্ধার করিলেন! আপনাদের এখানে আসিতে বিলম্ব হইলে সাটিরা বোধ হয় আমাকে হত্যা করিত; কিন্তু স্মিথ এখানে কোথা হইতে আসিয়া জুটিল বুঝিতে পারিতেছি না!"

স্মিথ বলিল, "সে কথা বুঝিয়া কোন লাভ নাই; আপমি আপনার অসাড় হাত পা ডলিয়া সুস্থ হউন।"

কোন কক্ষেই যখন সাটিরার সন্ধান হইল না, তখন মিঃ ব্লেক সদলে জেলখানার ব্যায়ামের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলেন। ব্ল্যাক্হিল কারাগারে কয়েদীদের ব্যায়ামের জন্য চারিটি স্বতন্ত্র প্রাঙ্গণ ছিল। তাঁহারা তিনটি প্রাঙ্গণ পরীক্ষা করিয়া শেষে চতুর্থ প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলেন। সেই প্রাঙ্গণের এক কোণে তাঁহারা কতকগুলি ইস্পাতনির্ম্মিত চোঙ, বালুকার স্তূপ, এবং এক রাশি খালি বস্তা দেখিতে পাইলেন।

মিঃ ব্লেক সেই চোঙগুলি পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "এ গুলি যে গ্যাস রাখিবার চোঙ! এ গুলি এখানে কি উদ্দেশ্যে রাখা হইয়াছে? এই সকল চোঙের গ্যাস কি কাজে ব্যবহৃত হইয়াছে বুঝিতে পারিতেছি না।"

মিঃ ব্লেকের কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে কারা-প্রাচীরের বাহিরে সমবেত লোকগুলি উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিল, "দেখ, দেখ, আকাশের দিকে চাহিয়া দেখ, সাটিরা সদলে পলাইতেছে!"

মিঃ ব্লেক এই কথা শুনিয়া বিস্ফারিত নেত্রে ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিলেন। ক্রোধে

বিস্ময়ে তাঁহার কণ্ঠ হইতে একটা অস্ফুট ধ্বনি নির্গত হইল ; তিনি দেখিলেন প্রায় তিন শত ফিট উর্দ্ধে প্রকাণ্ড জালার মত একটা গোলাকার পদার্থ উড়িয়া যাইতেছে ! উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে তাহা কৃষ্ণবর্ণ গোলকবৎ প্রতীয়মান হইল।

স্মিথ সেই কৃষ্ণবর্ণ উড্ডীয়মান পদার্থটির দিকে চাহিয়া বলিল, “ওটা যে একটা প্রকাণ্ড বেলুন, কর্ত্তা !—সাটিরা সদলে ঐ বেলুনে উঠিয়া চম্পট দিয়াছে। সে আবার আমাদের মুঠার ভিতর হইতে পলায়ন করিল ? কি বিড়ম্বনা ! ঐ সকল গ্যাসের চোঙ কি উদ্দেশ্যে সে এখানে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিল—তাহা এখন বুঝিতে পারিলাম। সাটিরা আকস্মিক বিপদের আশঙ্কায় পূর্ব্বেই একটি বেলুন সংগ্রহ করিয়া তাহাতে কিছু গ্যাস ভরিয়া রাখিয়াছিল ; আমরা এই কারাগারে প্রবেশ করিলে সে প্রায় কুড়ি মিনিটের মধ্যে অবশিষ্ট গ্যাসের সাহায্যে বেলুনের বহিরাবরণ পূর্ণ করিয়া ( fill the envelop ) আকাশে উধাও হইয়াছে !—আর তাহাকে গ্রেপ্তার করা অসাধ্য।”

হঠাৎ ধপাস্ করিয়া একটা শব্দ হইল।

মিঃ ব্লেক সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া পাশের দিকে চাহিয়া দেখিতে পাইলেন, তিনি যেখানে দাঁড়াইয়া ছিলেন—তাহার কয়েক গজ দূরে সেই গগনবিহারী ব্যোমযান হইতে বালুকাপূর্ণ একটা বস্তা পড়িয়া ফাঁসিয়া গেল, এবং বস্তার বালুকারাশি চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। তিনি বুঝিলেন সাটিরা তাঁহাদের ব্যর্থ চেষ্টাকে উপহাস করিবার জন্যই সেই বালুকাপূর্ণ বস্তা তাহার বেলুন হইতে নীচে ফেলিয়া দিয়াছিল। সৌভাগ্য ক্রমে বস্তাটি তাঁহার মাথায় না পড়িয়া কয়েক গজ দূরে পড়িয়াছিল।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই সেই ব্যোমযান আকাশের আরও উর্দ্ধে উঠিয়া শূন্যে বিলীন হইল ; তাহার আকার ক্রমে ক্ষুদ্রতর হইয়া অবশেষে তাহা কোথায় অদৃশ্য হইল কেহই আর দেখিতে পাইল না।

সাটিরা এই ভাবে পুলিশকে পুনর্ব্বার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিল। মিঃ ব্লেক ও ইন্স্পেক্টর গ্রেহাম সমগ্র পুলিশবাহিনী লইয়া ক্ষুণ্ণ মনে থানায় ফিরিয়া চলিলেন। মিঃ ব্লেক, ইন্স্পেক্টর কুট্স ও উইজন এই সান্ত্বনা লাভ করিলেন যে, সাটিরার

কবলে পড়িয়াও তাঁহারা মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইলেন। যদি তাঁহারা সেই রাত্রে তাহার কারাগার হইতে পলায়ন করিতে না পারিতেন—তাহা হইলে সে তাহার প্রতিজ্ঞা পালন করিত, তাঁহাদের ফাঁসি দিত।—দৈবানুগ্রহে সে যাত্রা তাঁহাদের প্রাণ রক্ষা হইল—ইহাই তাঁহারা যথেষ্ট লাভ মনে করিলেন।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ব্ল্যাক্‌হিলের পাদমূলস্থ থানায় আসিয়া ইংলণ্ডের প্রত্যেক এয়ারোড্রোমে (aerodrome) অর্থাৎ এরোপ্লেনের আড্ডায় টেলিগ্রাম করিয়া সাটিরার বেলুনের অনুসরণ করিবার জন্য এরোপ্লেন ছাড়িতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহাকে টেলিগ্রাম লিখিতে দেখিয়া মিঃ ব্লেক হতাশ ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "বৃথা চেষ্টা! এই গভীর রাত্রে কোন আড্ডা হইতে এরোপ্লেন উড়িয়া সাটিরার বেলুনের অনুসরণ করিবে না; আর এরোপ্লেন উড়িলেও দুই এক ঘণ্টা পরে সাটিরার বেলুনের সন্ধান পাইবে না। সেই সময়ের মধ্যেই তাহার বেলুন ইংলণ্ডের সীমা অতিক্রম করিয়া দেশান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিবে।"

মিঃ ব্লেকের এই অনুমান মিথ্যা হয় নাই। ইংলণ্ডের বিভিন্ন 'এয়ারোড্রোম' হইতে কয়েকখানি এরোপ্লেন সাটিরার বেলুনের সন্ধানে প্রেরিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সকলগুলিকেই ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া ফিরিতে হইয়াছিল। কোনখানিই সাটিরার বেলুন দেখিতে পায় নাই।

মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর গ্রেহামকে বলিলেন, "আমরা যে সাটিরাকে তাহার নূতন আড্ডা হইতে এত শীঘ্র তাড়াইতে পারিলাম—ইহাই আমাদের সৌভাগ্য মনে করিতেছি।"—অনন্তর তিনি ইন্‌স্পেক্টর গ্রেহামের নিকট বিদায় লইয়া সাটিরার মোটর-গাড়ীতেই লর্ড পাওয়ার্সের কিভার্ণ প্রাসাদে যাত্রা করিলেন। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স, উইজন্ ও স্মিথকেও তিনি সঙ্গে লইলেন; কিন্তু তৎপূর্ব্বে তিনি লর্ড পাওয়ার্সকে টেলিগ্রাম করিয়া জানাইলেন—ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, এবং ইন্‌স্পেক্টর উইজনকেও পাওয়া গিয়াছে। তাঁহারা সকলেই যে বিপদে পড়িয়াছিলেন সেই বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছেন; তাঁহারা অবিলম্বেই কিভার্ণ প্রাসাদে প্রত্যাগমন করিয়া সকল সংবাদ তাঁহাকে জানাইবেন।

ব্ল্যাক্‌হিল হইতে লর্ড পাওয়ার্সের কিভার্ণ প্রাসাদের দূরত্ব চল্লিশ মাইলের

অধিক নহে। এই পথ তাঁহারা প্রায় এক ঘণ্টায় অতিক্রম করিলেন। মিঃ ব্লেক ইন্স্পেক্টর কুট্স ও উইজনকে বলিলেন, "সাটিরা তাহার নূতন আড্ডা হইতে পলায়ন করিল; আমরা পুনর্ব্বার তাহার সন্ধান পাইব কি না জানি না; কিন্তু সে কি উপায়ে ব্ল্যাক্হিল কারাগার দখল করিয়াছিল—তাহা জানিবার জন্য আমার অত্যন্ত কৌতূহল হইয়াছে। গবর্মেণ্ট অল্প দিন পূর্ব্বে এই বাড়ী বিক্রয় করিয়াছেন, কিন্তু সাটিরা তাহা গবর্মেণ্টের নিকট ক্রয় করিয়া দখল করিয়াছিল—ইহা কেহই বিশ্বাস করিবে না। কোন সম্ভ্রান্ত এটর্নীর 'ফার্ম্ম' ইহা ক্রয় করিয়াছিল; কিন্তু কাহার জন্য কিনিয়াছিল—তাহা তাহারা প্রকাশ করে নাই। তাহারা তাহাদের কোন্ মক্কেলের জন্য এই বাড়ীটি কিনিয়াছিল—তাহা কালই তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। তাহারা সহজে তাহাদের সেই মক্কেলের নাম প্রকাশ না করিলে আমি তাহাদিগকে তাহা বলিতে বাধ্য করিব।"

যাহা হউক, লর্ড পাওয়ার্স মিঃ ব্লেকের টেলিগ্রাম পাইয়া কি কাণ্ড করিলেন, তাহা মিঃ ব্লেক বা তাঁহার সঙ্গীরা কল্পনাও করিতে পারেন নাই। তাঁহারা যথাসময়ে লর্ড পাওয়ার্সের কিভার্ক প্রাসাদের সম্মুখে আসিয়া গাড়ী হইতে নামিলেন। তাঁহারা দেখিলেন সেই গভীর রাত্রেও প্রাসাদের অধিকাংশ কক্ষ উজ্জ্বল বিদ্যুতালোকে উদ্ভাসিত। গাড়ী-বারান্দায় তখন কয়েকখানি মোটর-গাড়ী দেখিয়া তাঁহারা অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। তাঁহারা প্রাসাদের প্রবেশ-দ্বারে উপস্থিত হইবামাত্র একজন আর্দ্দালী দ্বার খুলিয়া দিল; তাহার মুখ বিবর্ণ, তাহার সর্ব্বাঙ্গ থর-থর করিয়া কাঁপিতেছিল।

মিঃ ব্লেক তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া বলিলেন, "তোমাকে এ রকম বিচলিত দেখিতেছি কেন আর্দ্দালী! "ব্যাপার কি?"

আর্দ্দালী ব্যাকুল স্বরে বলিল, "সর্ব্বনাশ হইয়াছে মহাশয়! আমাদের মনিব লর্ড পাওয়ার্স হঠাৎ মারা গিয়াছেন। তিনি একখানি টেলিগ্রাম পাইয়াই তাঁহার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করেন; প্রায় আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে সেই কক্ষেই তিনি নিজের মাথায় পিস্তলের গুলী চালাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন! তাঁহার মত লোক যে কি দুঃখে আত্মহত্যা করিলেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। আজ আমরা

অনাথ হইলাম।”—আর্দ্দালী দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া রোদন করিতে লাগিল।

মিঃ ব্লেক ও তাঁহার সঙ্গীরা স্তম্ভিত ভাবে দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া রহিলেন। লর্ড পাওয়ার্স আত্মহত্যা করিয়াছেন!—কেন আত্মহত্যা করিলেন? মিঃ ব্লেক তাঁহাকে টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছিলেন, তাহাই পাইয়া কি তিনি আত্মহত্যা করিলেন?—কিছুই বুঝিতে না পারিয়া তাঁহারা বিচলিত হৃদয়ে লর্ড পাওয়ার্সের শয়ন-কক্ষে উপস্থিত হইলেন।—সেখানে লর্ড পাওয়ার্সের মৃতদেহের নিকট স্থানীয় পুলিশের ইন্‌স্পেক্টর ও একজন ডাক্তার দাঁড়াইয়াছিলেন। উভয়েই গম্ভীর, এবং কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়!

ইন্‌স্পেক্টর মিঃ ব্লেককে দেখিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, “বড়ই ভীষণ ব্যাপার মহাশয়! এই দুঃসংবাদ যদি গোপন রাখা না হয় তাহা হইলে এই দুর্ঘটনার কথা লইয়া সমগ্র দেশে কিরূপ আন্দোলন আরম্ভ হইবে তাহা চিন্তা করিয়া আমি বড়ই বিচলিত হইয়াছি। লর্ড পাওয়ার্সের ন্যায় প্রভাব-প্রতিপত্তি-সম্পন্ন ভাগ্যবান রাজপুরুষ কেন আত্মহত্যা করিলেন তাহা জানিবার জন্য দেশের সকল লোক ব্যাকুল হইয়া উঠিবে; কিন্তু সে কথা প্রকাশ করিবার উপায় নাই। লর্ড পাওয়ার্সের আত্মহত্যার সংবাদ পাইবার পর, আমি এই কক্ষে আসিয়া, তাঁহার টেবিলের উপর একখানি খোলা-চিঠি দেখিতে পাই; তিনি আত্মহত্যা করিবার পূর্ব্বে সেই চিঠিখানি লিখিয়া টেবিলের উপর রাখিয়াছিলেন। আপনারা সেই পত্রখানি পড়িয়া দেখুন, তাহার পর কর্ত্তব্য স্থির করুন; এখন কি করা উচিত তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।”

ইন্‌স্পেক্টর পকেট হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া মিঃ ব্লেকের হাতে দিলেন। মিঃ ব্লেক রুদ্ধ-নিশ্বাসে তাহা পাঠ করিলেন।

লর্ড পাওয়ার্স সেই পত্রে লিখিয়াছিলেন, “আমি বুঝিতে পারিয়াছি—আত্মহত্যা না করিলে আমার মান-সম্ভ্রম রক্ষার কোন উপায় নাই। নরপিশাচ সাটিরা আমাকে মুঠায় পুরিয়াছিল; আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তাহার কবল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি নাই। আমি যৌবন কালে বয়সের দোষে কোন নৈতিক অপরাধ

করিয়াছিলাম। আমি জানিতাম সেই অপরাধের কথা জনসমাজে প্রচারিত হইলে আমার মানসম্ভ্রম বিনষ্ট হইবে, আমি সমাজে মুখ দেখাইতে পারিব না, আমার উন্নত মস্তক মাটীর ধূলায় মিশাইয়া যাইবে; সঙ্গে সঙ্গে, যাহারা আমার নিতান্ত আপনার—তাহাদিগকেও লজ্জায় অধোমুখ হইতে হইবে। আমার অপরাধে তাহারাও বিড়ম্বিত হইবে।

"আমার ধারণা ছিল আমার সেই গুপ্ত অপরাধের কথা কেহই জানে না, এবং তাহা প্রকাশিত হইবারও আশঙ্কা নাই; কিন্তু কি উপায়ে জানি না শয়তান সাটিরা আমার সেই অপরাধের অকাট্য প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল, এবং সেই প্রমাণের বলে আমাকে বশীভূত করিয়াছিল। আমি তাহার অনুরোধ রক্ষা না করিলে সে আমার সেই গুপ্ত অপরাধের কথা প্রকাশ করিবে বলিয়া ভয় প্রদর্শন করায়, আমি তাহার সকল জুলুম সহ্য করিতে বাধ্য হইয়াছি। আমাকে হস্তগত করিয়া সে আমার স্কন্ধে চাপিয়া বসিয়াছিল! আমি তাহার কবল হইতে মুক্তি লাভের কোন উপায় না দেখিয়া তাহার প্রত্যেক আদেশ পালন করিয়াছি। তাহারই অনুরোধে বা আদেশে—তাহার জন্য ব্ল্যাক্‌হিল কারাগারের পরিত্যক্ত ভবন আমার বেনামীতে ক্রয় করিয়াছি! পুলিশ যাহাতে তাহার সন্ধান না পায় তাহারও উপায় অবলম্বন করিয়াছি। আমার হীরকালঙ্কারগুলি অপহৃত হয় নাই; কিন্তু তাহারই আদেশে সে গুলি অপহৃত হইয়াছে বলিয়া পুলিশে সংবাদ দিয়াছিলাম, এবং তাহা তস্করের কবল হইতে উদ্ধার করিবার ছলে তাহারই অনুরোধে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে এখানে আনাইয়াছিলাম। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স কোথায় কিরূপে অন্তর্হিত হইয়াছেন—তাহা আমি জানিতাম; তথাপি তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য সাটিরার আদেশেই মিঃ ব্লেককেও এখানে আসিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। সাটিরা কি উদ্দেশ্যে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে ও মিঃ ব্লেককে এখানে আহ্বান করিতে বলিয়াছিল—তাহাও আমার অজ্ঞাত ছিল না; তথাপি আমি তাহার সেই অসঙ্গত অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারি নাই। তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিতে সাহস করি নাই।

"অল্পকাল পূর্ব্বে মিঃ ব্লেকের টেলিগ্রামে জানিতে পারিলাম—তিনি সাটিরার

বল হইতে উহার লাভ করিয়াছেন ; ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ও উইজন তাঁহার সঙ্গে এখানে আসিতেছেন। আমি বুঝিয়াছি সাটিরার সহিত আমার ষড়যন্ত্রের কথা তাঁহাদের নিকট গোপন রাখা অতঃপর আমার অসাধ্য হইবে। মিঃ ব্লেক শীঘ্রই তাহা জানিতে পারিবেন ; সুতরাং তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইবার পূর্ব্বেই আমাকে ইহলোক হইতে বিদায় লইতে হইল। আমার সম্মান রক্ষা করিবার আর কোন উপায় নাই আশা করি আমার মৃত্যুতেই আমার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হইবে। আমার যাহারা নিতান্ত আপনার, আমার অপরাধে তাহাদিগকে যেন লাঞ্ছিত ও বিড়ম্বিত হইতে না হয়—ইহাই আমার অন্তিমকালের প্রার্থনা ; আর প্রার্থনা, পরমেশ্বর যেন আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া আমার অভিশপ্ত আত্মার সদ্গতি বিধান করেন।”

মিঃ ব্লেক সেই পত্রখানি অনুচ্চ স্বরে পাঠ করিয়া তাঁহার সঙ্গীগণের মুখের দিকে চাহিলেন ; তিনি তাঁহাদের চোখ-মুখের ভাব দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন—হতভাগ্য লর্ডের প্রতি সমবেদনায় তাঁহাদের সকলেরই হৃদয় পূর্ণ হইয়াছে। তাঁহার অন্তিম বাসনা পূর্ণ হউক ইহাই সকলের আন্তরিক ইচ্ছা।

মিঃ ব্লেক পত্রখানি মুঠায় পুরিয়া দলা পাকাইলেন, তাহার পর তাহা অদূরবর্ত্তী অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলেন ; দুই মিনিটের মধ্যেই তাহা ভস্মীভূত হইল।

মিঃ ব্লেক সেই ভস্মীভূত পত্রখানির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ক্ষুব্ধ-স্বরে বলিলেন, “লর্ড পাওয়ার্স সাময়িক উন্মত্ততাবশতঃ ( temporary insanity ) আত্মহত্যা করিয়াছেন—আদালত এই রায় প্রকাশ করিলেই তাঁহার অন্তিম কামনা পূর্ণ হইবে ; এই অপ্রীতিকর ব্যাপার সম্বন্ধে বিচারকের অধিক কথার আলোচনার প্রয়োজন হইবে না। কুট্‌স, ডাক্তার সাটিরার এই অপরাধ, তাহার অন্যান্য অপরাধ অপেক্ষা গুরুতর। তাহার উৎপীড়নে আমরা সাম্রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ একজন প্রধান ব্যক্তিকে হারাইলাম। সহজে এই ক্ষতির পূরণ হইবে না। এবার সে যে দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে ইহার সহিত তাহার অনুষ্ঠিত অন্যান্য অপকর্ম্মের তুলনা হয় না।”

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সক্রোধে বলিলেন, “সেই নরপিশাচকে গ্রেপ্তার করিয়া ফাঁসি-কাঠে ঝুলাইতে না পারিলে আমাদের কর্ত্তব্য অসম্পন্ন থাকিয়া যাইবে।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমরা তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য একাল পর্য্যন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিলাম; কিন্তু সে অসামান্য চাতুর্য্যবলে প্রত্যেক বারই আমাদের চেষ্টা বিফল করিয়াছে। তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য যত বার ফাঁদ পাতিয়াছি, প্রত্যেক বার সে সেই ফাঁদের ভিতর হইতে বাহির হইয়া পলায়ন করিয়াছে।—এবার সে আমাদের হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। তাহার ষড়যন্ত্র প্রায় সফল হইয়াছিল; সৌভাগ্যক্রমেই আমরা তাহার কবল হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছি। আমরা তাহার অধিকৃত কারাগারে প্রবেশ করিয়াও তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারিলাম না; সে বেলুনের সাহায্যে আকাশ-পথে পলায়ন করিল! সে এদেশে থাকিল, কি দেশান্তরে পলায়ন করিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। যদি সে এ দেশে থাকে, তাহা হইলে আমরা পুনর্ব্বার তাহার সন্ধান পাইব।"

স্মিথ বলিল, "হাঁ কর্ত্তা, তাহার সুকার্য্যের সৌরভেই তাহার সন্ধান মিলিবে। সে আমাদিগকে বেশী দিন নিশ্চিন্ত থাকিবার অবসর দিবে না। সে কয়েক মাস মাত্র ইংলণ্ডে আসিয়া জালিয়াতি, লুণ্ঠন, হত্যাকাণ্ড প্রভৃতি দ্বারা এদেশে কি অশান্তি ও উপদ্রবেরই না সৃষ্টি করিয়াছিল! এবার যদি সে বেলুনে চিরদিনের জন্য এদেশ ত্যাগ করিয়া থাকে, তাহা হইলে আশা করি আমরা একটু নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতে পারিব।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমার বিশ্বাস, সে ইংলণ্ড ত্যাগ করে নাই। সম্ভবতঃ আবার আমাদিগকে তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে হইবে; কিন্তু এবার আমাদের শোচনীয় পরাজয়।—চল এখন বাড়ী যাই।"

মিঃ ব্লেক সঙ্গীদের লইয়া মোটর-কারে লণ্ডনে প্রত্যাগমন করিলেন।

ভবিষ্যতে সাটিরার সহিত মিঃ ব্লেকের সংঘর্ষণ উপস্থিত হইলে পাঠক পাঠিকাগণ যথাসময়ে তাহা জানিতে পারিবেন।

সমাপ্ত

JADAVPUR UNIVERSITY LIBRARY
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

Lib Gen
BK
Collection of late R.P. Gupta
Through purchase
Rs. 75/-

chakraborty
& sen

INDUSTRIAL SICKNESS
& REVIVAL IN INDIA

# INDU
# SICK
# REVIV
ESSAYS, C

৮৯১.৪৪-৩১১৪"১৮"
রহস্য
[illegible] (OR)